হিন্দু-বীর।



ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

শনিবার ২৫ পৌষ ১৩২৬ সাল

মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্টীট,—কলিকাতা।

বাকুলিয়া গ্রাম, জেলা হুগলি।

১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ।

Printed by Soshi Bhusan Pal,

AT THE

METCALFE PRESS

79 Balaram Dey Street, Calcutta

উৎসর্গ।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের

করকমলে—

মহাশয়।

একদিন ত্রিভুবনের শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অমৃত উঠেছিল। দেবতারা সকলেই সে সুধা ভাগ ক'রে পান ক'রেছিলেন। শুধু দেবতারা কেন—সত্য ব'লতে [illegible] দু-একজন দানবও লুকিয়ে সেই সুধা পান ক'রেছিল। কিন্তু আজ গরল উঠেছে—ত্রিভুবন ব'লছে আপনার আজ্ঞায় এ গরল উঠেছে—ত্রিভুবন সহ্য ক'রবে না। আপনার বিনাশ নাই—আপনি মৃত্যুঞ্জয়—এ বিষ তাই আপনিই পান করুন—নচেৎ সংসার যে ধ্বংস হ'য়ে যায়।

আপনার স্নেহের

সুরেন্দ্র।

ভূমিকা।

—:০:—

আমার শুভানুধ্যায়ী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহানুভূতি আমার শুষ্কপ্রাণকেও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ গীতিনাট্যকার "পরদেশী" ও "পেয়ারে নজর" প্রণেতা আমার সুহৃদ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় তিনখানি হিন্দি গান আমায় উপহার দিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আর সর্ব্বশেষে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের শেষ বয়সের নিত্য সহচর, সুকবি "চাঁদে চাঁদে" "বাকমারী" "ওলোট পালোট" প্রণেতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়—যিনি প্রত্যেক নাটকখানির অঙ্গসৌষ্ঠবে প্রাণপাত পরিশ্রম করেন ও তাঁহার গীতভাণ্ডার হইতে অকাতরে প্রত্যেক নাট্যকারকে গীত বিতরণ করেন—সেই অবিনাশ বাবুর গীত রচনা-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া এবার আমি তাঁহার ভাণ্ডার দ্বারে হাত পাতিয়াছিলাম। কাগজের এই দুর্ভিক্ষের দিনে তাঁহার দান সংখ্যার বিবরণ দিতে পারিলাম না—তবে পাণিপথে "টাকা" দেবলাদেবীতে "হে ভগবান্" ও "আমার রবি" কেবল মাত্র এই তিনখানি বাছিয়া তাঁহার পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমারও এই নাটকে যতগুলি গান মধুর হইয়াছে—সকল গুলিই তাঁহার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থকার।

১২।১ নং গঙ্গানারায়ণ দত্তের লেন,
পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা।

———

মোগল পাঠান।

মোগল পাঠানের পরিচয় দিবে মোগলপাঠান। মোগল পাঠানের পরিচয় দিবে তাহার সংস্করণের পর সংস্করণ। মোগল পাঠানের পরিচয় দিবে তাহার দিগ্বিজয়ী অভিনয় ঐশ্বর্য্য। মোগল পাঠানের পরিচয় দিবে বাঙ্গলার যাবতীয় নাটক। মূল্য মাত্র এক টাকা।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ।

মোগল-পাঠান ও হিন্দুবীর প্রণেতার নূতন বৈচিত্র্যময় পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক।

পুরাণের অতি পুরাতন ঘটনাগুলি বিংশশতাব্দীর রুচির সম্মুখে নূতন করিয়া কিরূপে ধরিতে হয়, তাহা নাট্যকার দেখাইয়াছেন। মহর্ষি ব্যাসদেবের যে পবিত্রম আহ্নুবী গঙ্গের মত এতদিন ভারতবাসীর তন্দ্রার সাহায্য করিয়া আসিয়াছে—গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন—সেই সজীব পবিত্র কত উদীয়মান জাতিকে পৃথিবীর আধিপত্যে উত্তেজিত করিয়া আসিয়াছে। ইহাতে আছে কি জানেন? ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন—কুরুক্ষেত্রের সমস্ত মহামহারথী—আর সর্ব্বোপরি ত্রিজগতের সেই মুকুটমণি, যশোদার সেই নন্দদুলাল, সেই ননীচোর—সেই বংশীবাদক রাখাল বালক,—আর সে মা যশোদা নাই—সে ননীর ভাণ্ড নাই—সে বাঁশীও নাই—গরুর পালও নাই আপনার রূপের প্রভায় জগতের সমস্ত দুষ্কৃতিকে মুগ্ধ করিয়া কখনও বা বিপন্নার লজ্জানিবারণ করিতেছেন।—বিশ্বরূপে আলোকিত করিয়া আপনার মহিমায় আপনি গলিয়া যাইতেছেন। —আবার কখনও বা সেই রূপে জগতকে ত্রস্ত করিয়া ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেছেন। শান্তিস্থাপনের জন্য রাজনীতি বিশারদের মত বুঝাইতে যাইয়া কখনও বা লাঞ্ছিত হইতেছেন—আবার ভক্তের করুণ আহ্বানে

প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীগণ।

পুরুষগণ।

সেলিম শা	...	...	পাঠান সম্রাট।
ফিরোজ	...	...	ঐ পুত্র।
মুবারিজ	...	...	সেলিমের খুল্লতাত পুত্র।
ইব্রাহিম, সিকন্দর	...	...	মুবারিজের ভগ্নিপতিদ্বয়।
হিমু (হেমচন্দ্র)	...	...	জনৈক দোকানদার। (পরে আদিল শার মন্ত্রী)
দয়াল	...	...	হিমুর পিতা।
রাম	...	...	ঐ পিস্‌তুতো ভাই।
হুমায়ুন	...	...	মোগল সম্রাট।
আকবর	...	...	হুমায়ুনের পুত্র।
বাইরাম	...	...	হুমায়ুনের সেনাপতি।
তর্দীবেগ	...	...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ।
আহম্মদ	...	...	আদিলের সৈন্যাধ্যক্ষ।
মিনা খাঁ	...	...	সিকন্দরের অনুচর।

ভীলসর্দ্দার, মন্ত্রী, সভাসদগণ, ভীলগণ, সেপাইগণ, মোগল ও পাঠান সৈন্যগণ, ঘাতক, প্রহরিগণ নাগরিকগণ, কর্ম্মচারিগণ, খোজা, সর্দ্দারগণ, দূতগণ, উদাসীন ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

বিবিবেগম	...	...	সেলিম শার বেগম
চাঁদ	...	...	মুবারিজের পত্নী।
মেহেরা	...	...	সিকন্দরের পত্নী।
হুলিয়া	...	...	মুবারিজের কন্যা।
আমিনা	...	...	ঐ রক্ষিতা।



হিন্দু-বীর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—মুবারিজের প্রমোদ-উদ্যান।

আমিনা ও মুবারিজ।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত)

এসেছি ওগো এসেছি ওগো আবার আমরা এসেছি।
দেখেছি ওগো ভুলেছি ওগো আবার ভালবেসেছি॥
পুলকিত ওগো শঙ্কিত ওগো স্পন্দিত মন প্রাণ,—
কুসুমিত ওগো বিগলিত ওগো ঝঙ্কৃত ওগো গান,
এনেছি ওগো এনেছি ওগো হৃদয় ভরিয়া এনেছি;
রূপের-উজানে হাসির তুফানে নাচিয়ে নাচিয়ে এসেছি।
এনেছি ওগো এনেছি ওগো সকলে ডাকিয়ে এনেছি,—
কুসুম-গন্ধ কবির ছন্দে জাগায়ে দিতে এসেছি॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

মুবারিজ। মিলিয়ে গেল—মিলিয়ে গেল, বুকের ভিতর তরঙ্গ তুলে দিয়ে সুর-তরঙ্গে মিলিয়ে গেল। আমিনা! আমিনা! তাই তোকে এত ভালবাসি।

আমিনা। তুমি আমায় ভালবাস! কিন্তু তোমার সম্রাট,—যাঁর ভগ্নীপতি তুমি, সেই সম্রাট তাঁর ভগ্নীর কল্যাণ কামনায় আমায় লাঞ্ছিত ক'রে নির্ব্বাসিত ক'রেছে। আর তুমি যাকে ভালবাস,—তার অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে, চোরের মতন পালিয়ে এসে গোপনে আমায় ভালবাস্ছ—চমৎকার ভালবাসা!

মুবারিজ। না আমিনা! আমি তোকে বড় ভালবাসি।

আমিনা। মুবারিজ! গণিকা ছিলুম, আজ তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পেরেছি ব'লেই বলছি। মুবারিজ! তুমি কি পুরুষ নও,—পাঠান রাজবংশে কি তোমার জন্ম নয়? মানুষের মত বুক ফুলিয়ে কি দাঁড়াতে পার না?

মুবারিজ। আমিনা! আমিনা!

আমিনা। না না—এই জঘন্য বিলাসই যে তোমার দেহের স্ফূর্ত্তি, মনের স্ফূর্ত্তি, মস্তিষ্কের স্ফূর্ত্তি! সুরা, নর্ত্তকী আর আমিনাই যে তোমার রাজত্ব! ধিক্ তোমায়!

মুবারিজ। দাঁড়াও—দাঁড়াও—সব গুলিয়ে যাচ্ছে—(একটু স্থির হইল)

(সিকন্দরের প্রবেশ)

আমিনা। এই যে সিকন্দর মিঞা! বলি—ভাল ত? হঠাৎ অসময়ে—

সিকন্দর। সেলাম বিবিসাহেব! সেলাম! একটা খবর আছে মুবারিজ! সম্রাট মৃত্যুশয্যায়, আমাদের মত, তুমি এ সিংহাসন গ্রহণ কর। আর তুমি শের শার ভ্রাতুষ্পুত্র,—এ সিংহাসনে এখন তোমার অধিকার, কারণ সম্রাটের পুত্র একেবারে নাবালক।

মুবারিজ। সিকন্দর, আমি প্রস্তুত।

আমিনা। না—সিকন্দর! উনি প্রস্তুত হ'লেও—আমি ওঁকে অপ্রস্তুত ক'রব। রাজ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে শুষ্ক জীবন বইতে আমি

দেবনা। মুখে যাই বলি, প্রাণে যাই হ'ক, আমরা চাই--এমনি ক'রে দিনগুলো কেটে যাক্; সিকন্দর! তুমি সিংহাসন গ্রহণ কর। আর তুমি এ'র পর নও,—ভগ্নীপতি।

সিকন্দর। আমি—আমি--

আমিনা। হাঁ, তুমি--সরল কথা, এ আমি তোমায় না ব'ল্লেও পার্‌তুম।

সিকন্দর। আমি -আমি কি পার্‌ব?

মুবারিজ। হাঁ—হাঁ যখন আমিনা ব'ল্‌ছে, তখন তুমিই গ্রহণ কর;--আমি পারব না।

আমিনা। বিলম্ব ক'রনা,—এই শুভমুহূর্ত্ত; আমরা তোমায় সাহায্য ক'র্‌ব, প্রত্যেক লোককে তোমায় সাহায্য ক'র্‌তে বাধ্য ক'র্‌ব। যাও, দাঁড়িয়োনা— যাও! আমরা তোমার পেছু পেছু যাব।

সিকন্দর। আমি কি পারব? তা'হ'লে তোমরা যদি সাহায্য কর, অবশ্য পার্‌ব। তবে প্রস্তুত হই- [প্রস্থান।

মুবারিজ। তবে এমন কথা ব'লে মাথাটা খুলিয়ে দিয়েছিলে কেন?

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)

আমিনা। এইযে ইব্রাহিম! ভালই হ'য়েছে -তোমাকে খুঁজ্‌তে আমরা যাচ্ছিলুম। শোন,—বাদশা এখন মৃত্যুশয্যায়, তাঁর পুত্র ফিরোজ নাবালক; তুমি এ সিংহাসন গ্রহণ কর। তোমার কথা মনে পড়েনি, — তোমার মত উপযুক্ত ব্যক্তি নাই। (জনান্তিকে) স্থির হও মুবারিজ।

ইব্রাহিম। সে কি! আমি যে এই কথা মুবারিজকে ব'ল্‌তে এসেছি!

মুবারিজ। না ইব্রাহিম! তা হয়না, আমিনা ব'ল্‌ছে, আমি পারব না।

ইব্রা। সে কি—তুমি পারবে না!

আমিনা। ইব্রাহিম! রাজ্য নিয়ে আমরা কি ক'র্‌ব ভাই! না ইব্রাহিম! আমাদের সুখের পথে কণ্টক হ'য়োনা। যে কটাদিন

আছে, হেসে খেলে যেতে দাও। ইব্রাহিম! তুমি বাদশা হও। তুমি মানুষের মত মানুষ, তুমি সিংহাসন গ্রহণ কর। আর তুমি এঁর পর নও,– ভগ্নীপতি।

ইব্রা। সে কি আমি পারি

আমিনা। আমরা সাহায্য ক'রব অর্থ দেব, সামর্থ্য দেব. বাদশা হও।

মুবা। হাঁ ইব্রাহিম! আমিনা যখন ব'ল্‌ছে, তখন তুমি পার্‌বে। ইব্রাহিম! আমি রাজ্য চাই না, স্ফূর্ত্তি চাই, --আমিনাকে চাই।

আমিনা। ইব্রাহিম! এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থেক না, বিলম্বে সব পণ্ড হ'য়ে যাবে; তুমি ঘোড়া ছুটিয়ে দাও, আমরা তোমার পেছু পেছু ছুটি। একটা কথা,—যতক্ষণ কৃতকার্য্য না হও, ততক্ষণ কাউকে ব'লনা। আর বাদশা হ'য়ে আমাদের এ সুখটুকু নষ্ট ক'রে দিয়োনা।

ইব্রা। সেলাম—সেলাম! আপনার অনুরোধ আমি না রেখে থাকৃতে পার্‌ছি না। তবে আসি— [প্রস্থান।

মুবা। এমন কুসুমের মত কোমল প্রাণটাকে পাথরের মত শক্ত ক'রে কেমন ক'রে দাঁড়িয়েছিলি আমিনা! আমায় এমন ক'রে পাগল ক'রে দিতে বসেছিলি কেন? সিকন্দর রাজা হ'ক, ইব্রাহিম রাজা হ'ক,—মুবারিজের কিসের ক্ষতি,—কেমন আমিনা?

আমিনা। তা' বৈকি--কিসের ক্ষতি! মূর্খ মুবারিজ! আমি তাদের বাদশা হ'তে ব'লেছি, না আমি তাদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছি; দু' দু'খানা জীর্ণ অস্ত্র ভাল ক'রে শান দিয়ে নিয়েছি; তা'দের জন্য না তোমার জন্য। ঐ দু'খানা অস্ত্র তোমায় দৃঢ় হস্তে ধ'রে অগ্রসর হ'তে হবে মুবারিজ, তোমায় রাজা হ'তে হবে।

মুবা। এঃ আবার যে সব গুলিয়ে দিলে!

আমিনা। এমন জীবনত পশুতেও বহন করে। মানুষ হয়ে জন্মেছ,

মনুষ্যত্ব কই—নাম কই—কীর্ত্তি কই? তুমি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবে, লক্ষ লোক মাথা নীচু ক'রে তোমার মাথাটা আরও উঁচু ক'রে যদি না দেয়, তবে সে মাথা নিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি?

মুবা। ঠিক্ ব'লেছ। কিন্তু তা হ'লে ফিরোজকে আগে হত্যা করতে হয়।

আমিনা। নিশ্চয়। আর তুমি মনে করেছ, তুমি তাকে হত্যা না ক'র্‌লে—সে বেঁচে থাক্‌বে? তাকে মন্ত্রী হত্যা ক'র্‌বে, সেনাপতি হত্যা ক'র্‌বে। টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে রেখে, তারা পাঠান সাম্রাজ্য খানা লুট ক'রে নেবে। তার চেয়ে প্রয়োজন হয় - একজনকে হত্যা ক'রে, লক্ষজনকে রক্ষা কর, একটা শিশুকে বলিদান দিয়ে- পাঠান সাম্রাজ্য রক্ষা কর।

মুবা। ঠিক বলেছ। মনুষ্যত্ব কই নাম কই -কীর্ত্তি কই—উঁচু মাথা কই—আমিনা? কোন হায় ' ঘোড়া তৈরী কর। আমিনা! আমি চল্লুম; কিন্তু তোমার প্রতিদান?

আমিনা। তোমার প্রাণ- আমি তা আগেই পেয়েছি।

মুবা। উত্তম! [প্রস্থান।

আমিনা। সেলিম শা! মরে বোধ হয় বেঁচে যাচ্ছ! আর চাঁদ! মুবারিজ তোমার নয়, মুবারিজ আমার। গণিকা বলে একদিন তুচ্ছ ক'রেছিলে; রাজত্বের প্রথম দিনে তোমায় হত্যা ক'র্‌ব। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হিমুর—দোকান ঘর।

হিমু ফারসি পুস্তক পাঠে নিযুক্ত, হিমুর পিতা দয়াল -পাট কাটিতেছে]

হিমু। তোমার কেবল বাবা, ওই এক কথা। কেন, নীচু ঘরে জন্মেছি বলে চির কালই কি আমাদের এমনি দিন যাবে?

দয়াল। যাবে কি, গেল যে! মনে নেই হিমু। জাতির উৎপীড়নে, প্রতিবেশীর অতশ্রদ্ধায়,—দেশের উপেক্ষায়, যে গরিবাণীর হাত ধ'রে দেশ ছেড়ে, এতদূর পালিয়ে এলুম, কই - সে গরিবাণীত গেলনা। কিন্তু তুই যখন তখন আলেপ বে পে তে ক'রছিস কেন বল্ দেখি? হিন্দুর ঘরে জন্ম, রাত দিন ফারসি বই নিয়ে কেন?

হিমু। পাঠান সম্রাট সেলিম শার কথা মনে নেই? ছদ্মবেশে নগর পরিদর্শনে বেরিয়ে, সম্রাট বিপথে গিয়ে, দস্যুর হাতে পড়েন, আমি তাঁকে রক্ষা করেছিলাম, মনে নেই?

দয়াল। খুব আছে। জানলে বোধ হয় তোকে মন্ত্রী ক'রে দিত।

(ইব্রাহিম, সিকন্দর ও মুবারিজের প্রবেশ।)

সিক। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায় ইব্রাহিম!

ইব্রা। না বাঁচি, একটু বিশ্রাম না ক'রে আর ছুটতে পারছি না।

মুবা। বেশ একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক্ না। এই ত দোকান একটা, [illegible] হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কি করা যাবে, তার একটা ঠিক ক'রে নেওয়া যাক্।

ইব্রা। ঠিক বলেছ ঠিক বলেছ।

মুবা। ওহে, একটু তৃষ্ণার জল দিতে পার?

হিমু। আসুন আসুন। দয়াল! তুমি ঝাঁঝরির জল নিয়ে এস। আমি এঁদের বাতাস করি।

সিক। বেশ বেশ। বড় হাওয়া হয়। কিছু দেওয়া যাবে এখন।

হিমু। [illegible] দেখ্‌চি আপনারা বিশেষ ক্লান্ত।

ইব্রা। আচ্ছা সম্রাট সেলিম শার অবস্থা এত শীঘ্র খারাপ

মুবা। চুপ! (হিমুর প্রতি) ওহে তুমি একটু বিশ্রাম করগে। না না, আর প্রয়োজন নেই। তুমি যাও, আমরা— [হিমুর প্রস্থান।

সিক। আচ্ছা, সম্রাটের পুত্র ফিরোজশার দশা?

মুবা। ফিরোজশার দশা? সে আমার ভাগিনেয়, বলত ইব্রাহিম। তার দশা কি হবে?

ইব্রা। কি আর হবে। হয় ছুরা মেরে শেষ ক'রতে হবে, না হয় বিষ খাইয়ে আর এক রাজত্বে পাঠিয়ে দিতে হবে।

মবা। শুধু তাই নয় সিংহাসনের সুমুখে যে এসে দাঁড়াবে, তাকে তখনি যেমন ক'রে হ'ক হত্যা ক'রতে হবে।

হবা। আরের ক ছে সব গোলাম। দেখ, গিয়েই রাজকোষ— দখল ক'রতে হবে।

(জল লইয়া দয়ালের ও হিমুর প্রবেশ)

হিমু। আপনাদের জন্য জল এসেছে।

ইব্রা। দাও—দাও — সকলে পান করিতে লাগিল

সকলে। আঃ আঃ।

হিমু। (স্বগত) কিন্তু এরা এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র আঁটছে। সেলিম শার কথা ব'লছে, ফিরোজ শার কথা ব'লছে, রাজকোষ দখল ক'রবে ব'লছে।

সিক। প্রাণ বাঁচিয়েছ, নাও ধর, যৎকিঞ্চিৎ—

হিমু। যৎকিঞ্চিৎ! কেন, আপনাদের বাতাস ক'রেছি ব'লে,— একটু জল দিয়েছি ব'লে? মিঞা সাহেব! আমায় পয়সা নিতে হবে, একঘোঁটা তেষ্টার জলের জন্যে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। না মিঞাসাহেব! অমন পয়সা রাখতে আমাদের একটুও জায়গা নেই।

সিক। বড় স্পর্দ্ধা দেখছি যে! জান, আমরা কে?

হিমু। রাগ ক'রবেন না মিঞাসাহেব! পুরস্কারের বিনিময়ে, ভিক্ষুকের একটি কথার উত্তর দেবেন? আপনারা কি সম্রাট্ সেলিম শার কথা ব'লছিলেন?

সিক । তুমি ত বাবা, দোকানদার—রাজা রাজ্‌ড়ার খোঁজে তোমার কি হবে ?

হিম । বোধ হ'চ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে আপনারা ষড়্‌যন্ত্র ক'রছেন ।

ইব্রা । চুপ্ কর্ হারামজাদ ! দেখ্‌ছিস্—তলোয়ার—!

দয়াল । হিমু ! কর্‌ছিস্ কি !

ইব্রাহিম ও সিকন্দর } বেয়াদব—বেয়াদব—

হিম্ । খবরদার ! রাজদ্রোহী তোমরা,—বিশ্বাসঘাতক তোমরা । বাদশা মৃত্যুশয্যায়, -তোমরা তাঁর শুশ্রূষা করবার অবসর পাওনি,—তাঁর মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে একটিবারও প্রার্থনা ক'র্‌তে পারনি, ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লেছ, তাঁর পুত্রকে হত্যা ক'র্‌তে, তাঁর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'র্‌তে ।

মুবা । সিকন্দর ! লোকটা সাহসী বটে !

সিক । চোপরাও কুকুর ! (তরবারি লইয়া অগ্রসর হওন)

মুবা । না, জল দিয়েছে মের না ।

ইব্রা । জিব কেটে দাও, এ বেটা নিশ্চয় গোয়েন্দা ।

সিক । ঠিক্ ব'লেছ, তাই দাও । (সকলে অগ্রসর হইল) ধর্ ধর -

হিম্ । বটে, জিব কেটে দেবে ? তবে রে কুক্কুরের দল ! (দ্রুত দোকান ঘরে প্রবেশ করিয়া এক ভীষণ খড়্গ লইয়া বাহির হইল) দাঁড়া, আজ তোদের মুণ্ডগুলো কেটে কালী পূজা ক'রবো । —আজ রাজদ্রোহীদের বলিদান দিয়ে, আমার রাজার সিংহাসন নিষ্কণ্টক ক'র্‌ব । (খড়্গ হস্তে অগ্রসর হইলেন) ।

(দয়াল দ্রুত যাইয়া মাঝখানে দাঁড়াইলেন ও খড়্গ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া সকলে আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন)

দয়াল । ক'র্‌লি কি হিমু ! সরকারের লোক্‌কে অপমান কর্‌লি ।

হিমু। ক'রব না। সরকারের লোক হ'য়ে তার সরকারের সর্ব্বনাশ ক'রতে যাচ্ছে, প্রজা হয়ে রাজার সর্ব্বনাশ ক'রতে চ'লেছে; বড় আপশোষ হ'চ্ছে, তাদের মাথাগুলো কেটে বাদশার কাছে পাঠাতে পারলুম না।

দয়াল। না, এমনি ক'রে তুই কোন্ দিন মারা যাবি। [প্রস্থান।

হিমু। যাই যাব। তা' ব'লে ওরা ব'লে গেল ব'লে চিরকাল দোকানদারী ক'রতে পারব না। ম'রে বেঁচে থাকতে পারব না।

নেপথ্যে। এটা কি হিমু বাকালের বাড়ী?

(দশ বারজন সেপাইয়ের প্রবেশ)

হিমু। কাকে চাও তোমরা?

১ম সে। আমরা হিমুকে চাই। এই বাড়ী নয়?

হিমু। হাঁ, এই বাড়ী। আমিই হিমু।

১ম সে। সম্রাট সেলিমশার হুকুম, এখনি তোমাদিগকে সম্রাটের কাছে হাজির হ'তে হবে।

হিমু। সম্রাটের হুকুম? বুঝেছি—তোরা এই কুক্কুরগুলোর সঙ্গী। (যাইতে যাইতে) যাই না, একবার বুঝেই আসিনা, হয় ম'রব। না হয় বাঁচব।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পুষ্পোদ্যান।

[পাঠান সম্রাট সেলিম-শার পুত্র ফিরোজ ও মুবারিজের কন্যা ছলিয়া—
দু'জনের হাত ধরাধরি করিয়া প্রবেশ ও গীত।]

(গীত)

ছলিয়া। ঘোম্‌টা খুলে মুখটি তুলে, দেখ ফুল হাস্‌ছে কেমন;
ফিরোজ। এমন বাহার আছে কাহার, আধ ফোটা ফুল তুমি যেমন॥
ছলিয়া। লালি আভা ছড়িয়ে কিবা, হেসে দুলে গুল্‌।
ফিরোজ। মন-হরা লাল অধর তোমার, নাইক সমতুল॥
ছলিয়া। ফুটফুটে বেলা মল্লিকা যুঁথি, বিলায় গন্ধ মিঠে।
ফিরোজ। তোমার ফুল্ল মুখের হাস্যটুকু নেবে ব'লে লুটে॥
ছলিয়া। হর রাঙ্গা চিড়িয়া নানা বোলে কেমন ডালে।
ফিরোজ। (এসেছে) দেশান্তরে, আশা ক'রে তোমার রব সাধ্‌বে ব'লে॥
ছলিয়া। মৃদু মৃদু বইছে বাতাস মন প্রাণ হরে।
ফিরোজ। তোমার অঙ্গ ছুঁয়ে স্নিগ্ধ হবে তাই ব্যজন করে॥
ছলিয়া। যাও যাও তুমি দুষ্ট বড় জানই কত রঙ্গ।
ফিরোজ। তুমিত সাধে শিষ্ট সদাই মিষ্ট মানটি কর ভঙ্গ।

(মুবারিজের প্রবেশ)

মুবা। (স্বগত) এই যে, ফিরোজ এইখানেই আছে। ওধারে সম্রাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সকলে তাকেই নিয়ে ব্যস্ত আছে; ফিরোজকে সরাতে এই সুযোগ। (প্রকাশ্যে) এই নে, ছলিয়া! তোদের জন্য কেমন খাবার এনেছি দেখ (ছলিয়াকে প্রদান) এই নাও ফিরোজ (ফিরোজকে প্রদান)।

ছলিয়া। না ফিরোজ। তুমি খাও। আমি মেয়ে মানুষ, আমাকে একটু কম খেতে হয়, কেমন বাবা!

মুরা। সোণা মেয়ে! যাওত মা; ফিরোজের জন্যে ভাল জল নিয়ে এস ত। (তুলিয়ার প্রস্থান) খাও, ফিরোজ! খাও!—

ফিরো। তুলিয়াকে একটু ভেঙ্গে দিলেনা, মামা!

মুরা। তুমি বড় দুষ্ট হয়েছ: ফিরোজ! কথা শুনবে না? নাও, খেয়ে ফেল।

(ফিরোজ আহার করিতে গেল, এমন সময়ে চাঁদ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল ও খাবার কাড়িয়া লইল।)

চাঁদ। এ তোমার খাবার সময় নয় ফিরোজ! তোমার বাবা তোমাকে ডাকছেন, শীঘ্র যাও! খাবার আমার কাছে থাক্, এসে খেও।

(ফিরোজ ও চাঁদের প্রস্থান।)

মুরা। তাহ'লে কি জানতে পেরেছে, আমাদের সমস্ত—এঁ্যা! তাহ'লে — (তুলিয়ার জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

তুলিয়া। ফিরোজ কই বাবা?

মুরা। যা যা, তোর দেরী দেখে চ'লে গিয়েছে।

তুলিয়া। চ'লে গেল কেন? আমি ত দেরী করিনি—[প্রস্থান।

মুরা। এঃ; সমস্ত পণ্ড ক'রলে! এখন কি উপায় করি?

(চাঁদের পুনঃ প্রবেশ।)

চাঁদ। শুনবে কি উপায়? এস তুমি আধখানা, আর আমি আধখানা, বড় ভাল খাবার! তুমি, আর তোমার মত দু'জন শয়তানে ব'সে, হাতে করে বিষের রসে পাক ক'রেছো, জনমের মত এক ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালকের উদর পূর্ণ ক'রে দিতে।

মুরা। দূর হ দূর হ—কে তোকে এখানে আসতে ব'ল্লে?

চাঁদ। বুঝি ঈশ্বর! মৃত্যুর মুখ হ'তে ফিরোজকে রক্ষা করতে খোদা আমায় পাঠিয়েছেন। ছিঃ! রাজা হবার এমন সাধ! শিশু হত্যা ক'রে! পাঠান সম্রাট শেরশার যে পবিত্র নামে স্বর্গের দুন্দুভি বেজে ওঠে, সেই

পবিত্র বংশের পুণ্য স্মৃতিকে, হৃদয়ের রক্তে পুষ্ট না ক'রে, ভুজঙ্গের মত দংশন ক'র্‌তে চ'লেছ ?

যুবা। চ'লেছি, পার—সহায় হও ! সহধর্ম্মিণী তুমি, স্বামীর সহায়তা কর। চাঁদ। এস, গুপ্তঘাতকের মত নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে অগ্রসর হ'তে হবে।

চাঁদ। না না, তোমার বাঁচা উচিত নয়,—তোমার বাঁচা হবে না। এস, তুমি অর্দ্ধেক, আর অর্দ্ধাঙ্গিনী আমি, আমি অর্দ্ধেক। নাও তোমার বাঁচা উচিত নয়,—তোমার বাঁচা হবেনা।

যুবা। মুবারিজের মত বাঁচা নারীর অনুকম্পার উপর নির্ভর করেনা। আবার বল্‌ছি, সহায় হও, না পার মুবারিজের চক্ষুর অন্তরাল হও।

চাঁদ। সহায় হব সাধ যদি, পাঠানের হিতকল্পে সাধন কর স্বামি ! আমি নিষ্ঠার মত প্রতিপদবিক্ষেপে তোমার চরণতলে লুটিয়ে থাকি—রাজার মাথার মুকুটের চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ তোমার মাথায় ঝরে পড়ুক ! কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলায় যদি শূর বংশে কলঙ্ক লেপন ক'র্‌তে চাও, ঘাতকের মত শের শার বংশ লোপ করতে চাও, তাহ'লে শের শার মেয়ে আমি-অভিমানে তোমার বিপক্ষে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হব না।

যুবা। তার পুরস্কার -এই পদাঘাত - (পদাঘাত করিয়া প্রস্থান)

চাঁদ। পদাঘাত ! খোদা ! এমন সহস্র পদাঘাতের বিনিময়ে একটি বিকৃত মস্তকে এক বিন্দু করুণা দিতে পারনা ?—না, মরব, এই বিষ খেয়ে মরব। কিন্তু তাহ'লে না না, ম'র্‌তে ত পারব না, এমন দুর্দ্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে রেখে যেতে পার্‌ব না। না, আমায় বাঁচতে হবে,—আমার রাক্ষস স্বামীকে দেবতা ক'র্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

[মৃত্যুশয্যায় পাঠান সম্রাট্ সেলিম শা। পার্শ্বে বিবিবেগম ও ফিরোজ।]

সেলিম। বড় কষ্ট হচ্ছে—না—এ মৃত্যু-যন্ত্রণা নয় বিবি! এ চিন্তা—চিন্তা ফিরোজকে কে দেখ্‌বে? ফিরোজ কি ক'রে বাঁচবে! ফিরোজ! কাছে এস বাবা!

বিবি। একটু ওষুধ খাবেনা! একটু খাও।

সেলিম। না আর ওষুধে কাজ নেই। কে আছ সকলকে আস্‌তে বলো। (মুবারিজ, সিকন্দর ও ইব্রাহিমের প্রবেশ) এস ভাই সব, যাবার সময় হয়েছে আমায় বিদায় দিয়ে যাও।

মুবারিজ। ও কি কথা ব'ল্‌ছেন জনাব!

সেলিম। আর জনাব বলনা মুবারিজ! ভাই বল। ভাই মুবারিজ! তোমার ভগ্নী রইল। তোমার ফিরোজ রইল। ভাই সিকন্দর! ভাই ইব্রাহিম! তোমারও আমার পর নও; ফিরোজকে দেখো। কেবল একটি কাজ অসম্পূর্ণ রহিল; একজন হিন্দুকে আমি আশ্বাস দিয়েছিলুম --হিমু তার নাম।

(একজন কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

কর্ম্মচারী। হিমুকে নিয়ে সেপাইরা ফিরেছে।

সেলিম। ফিরেছে? নিয়ে এস--নিয়ে এস প্রতিশ্রুতি রক্ষা ক'রতে পারব। [কর্ম্মচারীর প্রস্থান।

(হিমুর প্রবেশ)

(মুবারিজ ইব্রাহিম, সিকন্দর সকলে সশঙ্কিত হইলেন)

এসেছ --আমার প্রাণদাতা এসেছ—?

হিমু। (স্বগত)! এ কি! এখানেও যে সেই শয়তানেরা! (প্রকাশ্যে) জনাব! এ কি দেখ্‌তে এলুম।

সেলিম। চিনতে পেরেছ হিমু? কিছু মনে ক'রনা। এতদিন ভুলে ছিলুম ব'লে, বেইমান বলে আমাকে কটুক্তি ক'রনা। এই নাও, তুমি আমার প্রাণ দিয়েছিলে, আমি যৎকিঞ্চিৎ পাথেয়স্বরূপ তোমায় প্রদান ক'র্‌ছি।

হিমু। পায়ে হেঁটে এসেছি, পায়ে হেঁটে ফির্‌তে ত পারতুম জনাব!

সেলিম। সময় বড় কম—আমায় অসুখী করনা—ধর! (হিমুর গ্রহণ) হিমু! আর একটি অনুরোধ, তোমাকে আজ হতে বাজার-সরকারের পদে নিযুক্ত ক'রে গেলুম।

হিমু। বিনিময়ে আমি কি দেব জনাব!

সেলিম। আমার আত্মার সদ্গতির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর।

হিমু। (স্বগত) সদ্গতি! সদ্গতি! হিমু! এইবার এই শয়তান গুলোর পায়ে ধ'রে চাকরী বাজায় রেখে বড় লোক হবে—না, তুচ্ছ চাকরীকে পায়ের তলায় দ'লে এই শয়তানগুলোর ষড়যন্ত্র প্রকাশ ক'রে দিয়ে, পাঠানের সদ্গতি ক'র্‌বে? ভাব ভাব -বাজার সরকারের পদ- বড়লোক হবে- রাজা হয়ে যাবে- ভাব—ভাব! (প্রকাশ্যে) হ'য়েছে। বিনিময়ে দেবার আছে জনাব! হয়ত অশান্তিতে আপনার বুক জ্ব'লে যাবে, হয়ত ঈশ্বরের নাম ক'র্‌তে ভুলে যাবেন; তথাপি আমায় বল্‌তে হবে, কর্ত্তব্য আমার। আর সুযোগ পাব না। শয়তান—জানাব! এই সব শয়তানের দল আপনার সম্মুখে। কে আছ পাঠানের নিমকহালাল ভৃত্য, রক্ষা কর. মহাত্মা শের শার সিংহাসন রক্ষা কর। সাজাদাকে রক্ষা কর। জনাব! সেলাম, চাকরী আমার সহ্য হলনা। [প্রস্থান।

মুবারিজ। বন্দী কর—কমবক্তকে বন্দী কর—হুকুম জনাব!

সেলিম। কি বল্লে? না—না। কিছু না। মুবারিজ, ভাই! তোমার ভাগিনেয়কে রক্ষা কর—আমি যাই। (মৃত্যু)

ফিরোজ। বাবা—।

বিবি। ফিরোজ—ফিরোজ।

ইব্রাহিম। সম্রাজ্ঞী! বৃথা সন্দেহে প্রাণের অশান্তি আরও গুরুতর করবেন না। এই শবদেহ স্পর্শ করে শপথ ক'রছি, আমরা ফিরোজের হিতাকাঙ্ক্ষী।

বিবি। খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন।

—

পঞ্চম দৃশ্য

হিমুর বাটী।

[রাম ও দয়াল]

দয়াল। রাম! রাম! এলনা—এখনো এলনা? কি হবে, কি ক'রব, কোথায় যাব?—আর পারছিনা।—আর সহ্য করতে পারছিনা।

রাম। মামা! আর একবার দেখি। ভয় কি? তুমি স্থির হও। আমার দাদাকে কেউ ধরে রাখতে পারবেনা। এই আমি চল্লুম, তুমি একটু স্থির হও, আমি দাদাকে নিয়ে এবার ফিরে আসব।

[প্রস্থান।

দয়াল। উঃ। মা কালী, কি করলি। আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলি? স্বস্তির জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়ে এলুম, একটু স্বস্তি দিলি না?

(হিমুর প্রবেশ)

হিমু। বাবা—বাবা—আমি এসেছি।

দয়াল। এ্যা। হিমু—হিমু! বাবা—বাবা—(আলিঙ্গন)

হিমু। বাবা—বাবা!

দয়াল। তোকে কেন ধরে নিয়ে গেছলো হিমু?

হিমু। পুরোণো কথা বাদশা ভোলেনি বাবা! মরবার সময় আমার

নান মনে পড়ে, তাই তাড়াতাড়ি আমাকে সেপাই দিয়ে ডাকৃতে পাঠিয়েছিলেন।

দয়াল। মরবার সময় কি বর্ল্‌ছিস্ হিমু ?

হিমু। মৃত্যুশয্যায় বাদশাকে দেখে এসেছি বাবা! এতক্ষণে বাদশা স্বর্গে চ'লে গেছেন। এই নাও বাবা! বাদশার দান, সব সোণার। আর একটি জিনিস বাদশা আমাকে দিয়েছিলেন, দোকানদারের বরাতে তা' সহ্য হ'লনা।

দয়াল। সে আবার কি জিনিস হিমু?

হিমু। বাদশার বাজারসরকারের পদ।

দয়াল। বাজারসরকারের পদ! সহ্য হ'লনা কেন? হা বরাত রে!

হিমু। বাদশার শয্যাপার্শ্বে আমায় যখন নিয়ে গেল, সেই তিন শয়তান সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখ্‌লুম। আমায় দেখে যেন তারা চমকে উঠ্‌ল! আমিও মনে ক'রলুম, বুঝি আমার বিচার হবে. কিন্তু সব উল্টে গেল, সেই অতীতের কথা স্মরণ ক'রে, বাদশা আমায় স্বর্ণমুদ্রা দিলেন, - বাজারসরকারের পদে আমায় নিযুক্ত ক'রলেন। কৃতজ্ঞতায় প্রাণ ভ'রে গেল, সেই শয়তানদের ষড়যন্ত্রের কথা না ব'লে থাকৃতে, পারলুম না। অমনি সঙ্গে সঙ্গে সেই তিন শয়তান "কম্‌বক্তকে বন্দী কর—বন্দী কর" ব'লে চেচিয়ে উঠে, বাদশার হুকুম চাইলে, বাদশা হাত নেড়ে বারণ ক'র্‌লেন। কিন্তু আমি আর সেখানে এক তিল দাঁড়ালেম না। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে এলুম। তারা কিন্তু ছাড়্‌বে না বাবা!

দয়াল। এঁ্যা! এঁ্যা! এমন মূর্খ তুই, এসব কথা বল্‌তে গেলি কেন? তাদের পায়ে ধরে মাপ চাইলিনি কেন? ছিঃ! ছিঃ! বুদ্ধির দোষে এত বড় একটা রোজগারের চাকরী পায়ে ঠেলে এলি?

হিমু। কি ব'লছ বাবা! একটা ভাবী বিপদের কথা তাঁদের

জানিয়ে এলুম; যদি তাঁরা সতর্ক হন, একটা জীবন তাঁরা রক্ষা ক'রতে পারবেন। তুচ্ছ চাকরীর জন্য মানুষ মারব বাবা!

দয়াল। ঠিক ক'রেছিস্ হিমু। আমি বুঝতে পারিনি,—তুই চমৎকার ক'রেছিস্, এতটা লোভ বুঝি মানুষে ছাড়তে পারে না। বাবা! আমি আশীর্বাদ ক'রছি, তুই বড় হবি, আর তোকে দোকানদারী বেশী-দিন করতে হবে না।

নেপথ্যে। বাকাল'ঘোরে আছিস্---বাকাল ঘোরে আছিস্?

হিমু। হাঁ হাঁ—। (ভীল সর্দ্দারের প্রবেশ)

ভীল। একশো সিপাই এই ধারে ছুটে আসছেক্। তুই বলে এলি, আমার পরাণ খারাপ হ'য়ে ওই ধারে তাকিয়ে রইল। ঠিক হ'ল— তোকেই ধ'র্ত্তে ছুটে আসছেক্; বোল্ কি ক'রবেক?

হিমু। দেখ্‌লে বাবা, দেখ্‌লে! তারা ছাড়লে না!

ভীল। পঁচাশঠো ভীল্‌কে সাজিযে নিয়ে এসেছি, তারা পাঁচশ সেপাই হটাবেক্। বোল তবে লাগি!

দয়াল। যেমন ক'রে হ'ক্ রক্ষা কর সর্দ্দার।

হিমু। না সর্দ্দার! যুদ্ধে কাজ নেই। তুমি এক কাজ কর, তোমার পঞ্চাশজন ভীলকে খিড়্‌কী দিয়ে নিয়ে এস। আমাদের জিনিস পত্র যা কিছু আছে, সব তোমাদের ডেরায় নিয়ে চল; তারপর দিন কতক পরে ফিরে আসা যাবে। সর্দ্দার! এ যুদ্ধ এখন নয়, প্রয়োজন হয়, বাদশাকে রক্ষা করতে যুদ্ধ দিতে হবে। হীন দোকানদারের প্রাণ রক্ষা ক'রতে অনর্থক কতকগুলো প্রাণ নষ্ট ক'রে কি লাভ হবে সর্দ্দার? চল, পালাই চল। [ভীলদের প্রস্থান।

[সকলের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গোয়ালিয়ার প্রাসাদ।

[দরবারের বেশে ফিরোজ দর্পণে মুখ দেখিতেছে ও মাথায় মুকুট ঠিক করিয়া বসাইতেছে। পার্শ্বে হুলিয়া তাহা দেখিতেছে।]

ফিরোজ। এইবার হয়েছে, কেমন!

হুলিয়া। না—না—তুমি ঠিক পারছ না,—দাঁড়াও আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি,—দেখ্‌বে খাসা মানাবে! (মুকুট পরাইয়া দিল) কেমন দেখ দেখি এইবার!

ফিরোজ। ঠিক হ'য়েছে। আগেকার চেয়ে মানিয়েচে হুলিয়া!

হুলিয়া। আচ্ছা, ফিরোজ! বুড়ো বুড়ো লোক তোমায় কি ক'রে সেলাম করে?

ফিরোজ। তারা কি আমায় সেলাম করে হুলিয়া! তারা সেলাম করে, পিতামহের পবিত্র আত্মার উদ্দেশে, তারা সেলাম করে, খোদার করুণার দ্বারে। আর তারা ত তোমার মত দুষ্ট নয় হুলিয়া যে, আমায় —বাদশা ব'লে না ডেকে ফিরোজ ব'লে ডাকবে।

হুলিয়া। রাগ ক'রনা বাদশা! আমার সেলাম গ্রহণ কর!

ফিরোজ। একটা শুভ সংবাদ শুনেছ?

হুলিয়া। কি সংবাদ বাদশা?

ফিরোজ। না হুলিয়া! তুমি আমাকে বাদশা ব'ল না, ফিরোজ বল।

হুলিয়া। না, আমি বাদশা ব'লব। শুধু বাদশা ব'লব! বাদশা ব'লব, হুজুরালি ব'লব, সান্‌শা ব'লব, জাঁহাপনা ব'লব।

(গীত)

বন্দেগি বন্দেগি জাঁহাপনা !
জাঁহাপনা জাঁহাপনা জাঁহাপনা।
দিন দুনিয়ার মালিক, সাহানশা কালিক,
বহুত বহুত লহ সেলাম খাজানা।
সূর্য্য প্রতিহারী, চন্দ্র মশালধারী,
বাদশা-নন্দন হে জগবন্দন—
পবন উড়ায় জয় নিশানা।
সুলতান শাতশা, হুজুরালি বাদশা,
গরীব বাঁদীকো লহ নজরানা॥

ফিরোজ। তবে আমি এই রাগ ক'রে চল্লুম।

দুলিয়া। না—না—শোন ফিরোজ! বল কি শুভ সংবাদ ?

ফিরোজ। আমার শীগ্‌গির যে বিয়ে।

দুলিয়া। তাই নাকি ? কই আমায় ত কিছু বলনি ? তা' বেশ ত কবে—কোথায় ?

ফিরোজ। এই শীগ্‌গির—খুব কাছে।

দুলিয়া। তা হ'লে তোমার হবু বউটীকে বোধ হয় দেখে এসেছ।

ফিরোজ। বোধ হয় কি! নিশ্চয় দেখে এসেছি। দেখ্‌তে খুব অনেকটা তোমার মত।

দুলিয়া। আমার মত! তবে ছাই বউ হবে। তোমার পছন্দ হবে না।

ফিরোজ। না দুলিয়া আমার পছন্দ হ'য়েছে।

দুলিয়া। তাহ'লে তোমার ছাই পছন্দ! আচ্ছা ফিরোজ! আমার মত কাল বউকে তুমি ভাল বাস্‌বে ?

ফিরোজ। খুব ভালবাসব—আরও খুব ভালবাসব—তার চেয়েও খুব ভালবাস্‌ব।

ছুলিয়া। আব সে যদি আমার মত দুষ্ট হয়, তোমায় যদি ভাল না বাসে।

ফিরোজ। ভালবাসতেই হবে। এই তুমি দুষ্ট বলে কি, ভালবাস না?

ছুলিয়া। একটুও না। আচ্ছা ধব, সে যদি তোমায় ভাল না বাসে?

ফিরোজ। ভালবাস্‌তে শেখাব।

ছুলিয়া। ওমা! ভালবাসা নাকি—আবার শেখান যায়?

ফিরোজ। তা আর যায় না! এই আমি যদি ক্রমাগত তাকে ভালবাস্‌তে থাকি, সে আমায় ভাল না বেসে কি থাক্‌তে পারে?

ছুলিয়া। ওঃ এই ভরসা! আচ্ছা ধর, সে তোমাকে কিছুতেই ভালবাস্‌লে না—

ফিরোজ। তা না বাসুক, আমি বাস্‌ব।

ছুলিয়া। ইস্‌—তা' আর বাস্‌তে হয় না! পুরুষ তোমরা. ভালবাসলেই বড় ভালবাস, ভাল না বাস্‌লে লাথি মেরে দূর ক'রে দিয়ে, আবার একটা বউ ঘরে নিয়ে আস্‌বে। আচ্ছা, ক'নের ঘব কোথায় ফিরোজ?

ফিরোজ। এই গোয়ালিঘরে—এই——ঘ

ছুলিয়া। এই গোয়ালিঘরে? আমায় দেখাবে না? আচ্ছা, তার নামটি কি?

ফিরোজ। কেন দেখাব না? তার, নাম ছুলিয়া; দেখেছ? দেখ্‌তে পেয়েছ?

ছুলিয়া। যাও—তুমি বড় দুষ্ট।

[প্রস্থান।

ফিরোজ। ও ছুলিয়া—ছুলিয়া শোন শোন, যেওনা। ছুলিয়ার লজ্জা হ'য়েছে। ছুলিয়া আমায় বড় ভালবাসে, আমিও ছুলিয়াকে বড় ভালবাসি। এই যে মা এই ধাবে আস্‌ছেন।

(বিবি বেগমের প্রবেশ)

বিবি। তোমায় সাজিয়ে দিয়ে গেছিত অনেকক্ষণ ফিরোজ! দরবারে যাবার সময় হয়েছে বাবা!

ফিরোজ। মা! আজ আমার দরবারের চতুর্থ দিবস। আশীর্ব্বাদ কর মা!

(চুপে চুপে আমিনা ও মুবারিজের প্রবেশ)

আমিনা। এই সুযোগ — পার আচম্বিতে এই ছুরি ফিরোজের বুকে বসিয়ে দাও।

বিবি। আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি বৎস! আদর ক'রে পৃথিবী তোমায় চিরকাল বক্ষে ধারণ ক'রে থাকুক।

মুবারিজ। মা হয়ে তুমি এমন অন্যায় অসঙ্গত আশীর্ব্বাদে পুত্রের মস্তকে অভিসম্পাত ঢেলে দিলে কেন ভগ্নি!

বিবি। মাতৃস্নেহের অপরাধ নিওনা ভাই।

মুবারিজ। তবে আমার অপরাধ—এই রুদ্ধকক্ষে, এই শাণিত ছুরিকা হস্তে যদি আমি হৃদয়ের বাসনা পরিতৃপ্ত ক'র্‌তে তোমার পুত্রের প্রাণের উপর দাবী দিয়ে দাঁড়াই—আমার বুকের রক্তে গড়া বাসনা, অপরাধ নিওনা—অপরাধ নিওনা।

বিবি। একি বল্‌ছ দাদা?

ফিরোজ। তুমি অমন কচ্ছ কেন মামা?

মুবা। সরে দাঁড়াও বিবি! সরে দাঁড়াও! তোমার পার্শ্বে শুয়ে অকাতরে ফিরোজ যখন ঘুমুত, কতদিন চেষ্টা ক'রিছি, পারিনি। বজ্রমুষ্টিতে এই শাণিত ছুরিকা ফিরোজের বুকের উপর ধরেছি, বুঝি স্বর্গের শোভা স্বপ্নে দেখে ফিরোজ হেসে উঠেছে। আমার হাতের ছুরি পড়ে গেছে। আজ সব জাগ্রত, তুমি জাগ্রত, ফিরোজ জাগ্রত,

আজন্ম বর্দ্ধিত হৃদয়ের বৃত্তিগুলিও বড় সুন্দর জেগে ব'সে আছে। সরে দাঁড়াও—সরে দাঁড়াও বিবি!

বিবি। না--না, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা। সত্যই যদি হত্যায় ক্ষেপে থাক ভাই, স্থির হও! রাজ্য নাও, ঐশ্বর্য্য নাও—সব নাও,—ভিক্ষা দাও,--পুত্রের প্রাণভিক্ষা দাও! অরণ্যে বাস ক'র্ব, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে খাব, মাতাপুত্রে তোমার মঙ্গল কামনা ক'র্ব; ছেড়ে দাও।

যুবা। তা কি হয় বিবি! মাতাপুত্রে যখন প্রজার দ্বারে দাঁড়াবে, সে দৃশ্য দেখে প্রজা কেঁদে উঠবে। না না তা হবে না, সে অবসর দে'ব না। পার চীৎকার কর; পুত্রের প্রাণ যায়, সাহায্য চাও—চীৎকার কর! চীৎকার কর! আমার কোমল বৃত্তিগুলির কর্ণ রুদ্ধ ক'রে দাও!

ফিরোজ। না না, তা' কেন? মা! ছেড়ে দাও, বাদশার পুত্র আমি, বীরাগ্রগণ্য শের শার পৌত্র আমি, বাদ্‌শা আমি, ছেড়ে দাও আবরণ। কবি।

(মাতার হস্ত হইতে ছিনাইয়া আসিল)

বিবি। ফিরোজ! ফিরোজ! যেওনা—যেওনা। ভাই! ভাই! তোমার পায়ে পড়ি (পদধারণ) বিশ্বাস কর ভাই! রাজ্য নাও—ঐশ্বর্য্য নাও—সব নাও, আমাদের কারারুদ্ধ ক'রে রাখ, না খেতে দিয়ে মেরে ফেল। যাকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছে, ক্ষুধার সময় যার মুখে আহার তুলে দিয়েছ, নিজে না খেয়ে যা'কে খাইয়েছ, তাকে এমন করে হত্যা ক'র না।

যুবা। না, তবে হলনা—তবে পারলুমনা। ধমনীর গতি রুদ্ধ হয়ে আসছে, মস্তিষ্ক ঘুলিয়ে যাচ্ছে, আমার হাত পা কাঁপছে, হাত থেকে ছুরী খসে পড়ে যাচ্ছে।

(দ্রুত আমিনার প্রবেশ ও মুবারিজের হাত হইতে ছুরিকা লইয়া)

আমিনা। কিন্তু আমার হাত কাঁপেনি! ফিরোজ! একবার শেষ মা বলে ডাক। উপর্য্যুপরি ছুরিকাঘাত)

ফিরো। মা—মা—(পতন ও মৃত্যু)

বিবি। ফিরোজ! ফিরোজ! ওহো—হো—

(ফিরোজকে ধরিতে যাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

বিবি। উঃ—খুন ক'রেছে—খুন ক'রেছে—কে—আছ—(চীৎকার)

আমিনা। চুপ কর মূর্খ! আর তুমি মুবারিজ নও। আজ হতে তুমি পাঠান সম্রাট আদিল শা।





দ্বিতীয় অঙ্ক।

—*—

প্রথম দৃশ্য।

আদিলশার কক্ষ।

[আদিলশা ও আমিনা।]

আদিল। ইব্রাহিম আর সিকন্দরকে ভারি ঠকিয়েছ কিন্তু আমিনা! ওঃ—আমার চেয়ে মূর্খ তারা।

আমিনা। তোমার কি কম বুদ্ধি! আজ বুদ্ধির জোরেই তুমি সিংহাসনে বসেছ।

আদিল। না আমিনা! তিন জনে ঘোড়া ছুটিয়েছিলুম; ইব্রাহিম আর সিকন্দর পেছিয়ে পড়্‌ল; কেবল তোমার বুদ্ধিতে আজ আমি বাদশা হ'য়ে বসেছি।

আমিনা। বিবির আর্ত্তনাদ,—আর ফিরোজের রক্ত দেখে বড ভয় পেয়েছিলে, নয়?

আদিল। ফিরোজের রক্ত—ফিরোজের রক্ত—আমিনা—আমিনা! ওই—ওই ফিরোজ ঘুমুচ্ছে, ওই ওই ফিরোজ চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল! মার কোল্ থেকে ছিনিয়ে এসে তোমার ছুরীর মুখে বুক্ পেতে দিলে! ফিরোজের রক্তে আমার সব্ ভেসে গেল! আমিনা—আমিনা—সারাপ দাও! সারাপ দাও! এইখানটা জল্‌ছে— সারাপ দাও।

আমিনা। এটা মন্ত্রণাগার, এখানে সরাপ চ'ল্‌বে না।

আদিল। চ'ল্‌বে, এইখানেই চ'ল্‌বে। কোন্ হায় (প্রহরীর প্রবেশ) সরাপ—সরাপ—জল্‌দি সরাপ! (প্রহরীর প্রস্থান) চুপ কর আমিনা! সরাপ নইলে জ্বালা যাবে না—জ্বালা না গেলে মাথা খুল্‌বে না।

(পাত্র লইয়া প্রহরীর প্রবেশ)

দাও জলদী! আমিনা। তুমি দাও। (আমিনার তথাকরণ) ফের দাও। (তথাকরণ) আবার দাও!

আমিনা। ঢের পরামার্শ রয়েছে, এখন আর চ'ল্‌বে না।

আদিল। চ'ল্‌তেই হবে। দাও আমায় দাও। (পাত্রগ্রহণ ও পান) বাস্—আর একটুও স্থান নেই- অন্দবার একটুও জায়গা নেই; এইবার নাচওয়ালী, নাচওয়ালী, এইখানেই নাচওয়ালী। কোনহায়! নাচওয়ালী!

[প্রহরীব প্রস্থান।

[নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও নৃত্য গীত]

আমরা আদরিণী আমরা সোহাগিনী।
অবলা সরলা বড়ই কোমলা কিছুই জানিনি॥
জানিগো শুধু তোমারে বঁধু নিখিল ভুবনমাঝে,
হেরি নাই প্রভু তোমা ছাড়া কভু ফিরি তব পাছে পাছে,
মোরা যে তব সঙ্গিনী রূপের দ্বারে বন্দিনী॥
হাসির সাথে হাসি মিলাইয়ে আমরা আমোদিনী।
নৃত্যছন্দে কাটাই রঙ্গে দিবসযামিনী॥
আপনার সব ভুলিয়ে হৃদয় দিয়াছি লুটায়ে,
বারিধির বুকে গিয়াছি মিশায়ে আমরা তটিনী॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

আদিল। আমিনা। আমি একটু ঘুমুব, তুইও একটু ঘুমিয়ে আয় যা—

আমিনা। (স্বগত) তাই ঘুমোও! আমিনাই না হয় এ রাজ্য চালাবে, পারবে না? কেন পারবে না? তুমি যদি পার, আমিনাও পারবে। (প্রকাশ্যে) তাহলে তুমি এখন ঘুমোও, আমি এখন আসি।

[প্রস্থান।

আদিল। তাই এস। আমি একটু ঘুমিয়ে নেব। চোখ দুটি বুজতে আর খুলতে যতক্ষণ, তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে সুরাস্রোতের উপর দিয়ে ভেসে যাব। ঘুমুব ঘুমুব, এইখানেই ঘুমুব। এই আমার রাজ্য—এই আমার সিংহাসন। চোরের ভয়—ডাকাতের ভয়, রাজ্য ছেড়ে যাবনা, রাজ্য ছেড়ে যাবনা।

(চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ। এই রাজ্যের রাজা হবার যদি সাধ ছিল, তবে শিশুর রক্তে কি প্রয়োজন ছিল? ফিরোজের কাছে হাতপেতে চাইলে, সে যে এমন শত রাজ্য তোমাকে ছেড়ে দিত।

আদিল। কে? একি, তুমি এখানে কেন? চ'লে যাও—চ'লে যাও—

চাঁদ। যাব, একটা কথা ব'লে চলে যাব, এ নরকে আমি থাকতে আসিনি।

আদিল। বল, একটা কথা বেশী নয়। বড ঘুম এসেছে, বল—জলদি বল।

চাঁদ। প্রাণহীন, চক্ষুহীন, উচ্ছৃঙ্খল বাদশা। এ বাদশাই তোমার ক'দিন থাকবে? এই পাপরাজ্যেরও যদি একটা শৃঙ্খলা রাখতে চাও স্বামি! তবে তোমার ওই ভগ্ন প্রাণটাকে ভেঙ্গে দুট কর একটাকে তোমার অতৃপ্ত বাসনাগুলো তার গলায় বেঁধে দিয়ে

নরকের মুখে নামিয়ে দাও, আর একটাকে অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্ত সিংহাসনের দিকে তাকাতে বল। তা যদি না পার, তবে একদিন মোহের নিদ্রা ভেঙ্গে গিয়ে দেখবে, তুমি শত্রুর পদে শৃঙ্খলিত হ'য়ে প'ড়ে আছ। আর তাও যদি না পার; তবে মানুষ খোঁজ, উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে তোমার বাদশাই অর্পণ ক'রে, নিশ্চিন্ত আলস্যে দিন কাটাও। [প্রস্থান।

আদিল। (কিছুক্ষণ পরে) এতদিনের পর একটা কথা ব'লেছে, প্রাণে বেজেছে; কিন্তু কই, মাথায় আস্‌ছেনা ত ? তবে, তবে এ রাজ্যের ভার ইব্রাহিমকে ? সেকেন্দর ? না, সব শয়তান ! তবে চাঁদকে দেব ? আমিনাকে ? অসম্ভব ! তবে কাকে ? মানুষের মতন মানুষ কে ? সে কে—ভেবে বা'র করতে হবে, ভেবে বার করতে হবে; একটা নির্জ্জন স্থান--কোন্ স্থান !

(আহম্মদের প্রবেশ)

আহম্মদ। জনাব !

আদিল। আহম্মদ ধর, আমায় সেপাইখানায় নিয়ে চল। আর দেখ, এই ঘরে আজ হ'তে সাতদিন চাবীবন্ধ ক'রে রাখ্‌বে। কেউ যদি ঢুক্‌তে চায়, বল্‌বে, এর ভেতর বাদশা ঘুমুচ্ছে, এক সপ্তাহ ঘুমুবে কাউকে ঢুকতে দেবে না বুঝেছ ?

আহম্মদ। বুঝেছি, জনাব।

আদিল। উত্তম, ধর। চল। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[সিকন্দরের হস্ত ধরিয়া গাহিতে গাহিতে
সিকন্দরের স্ত্রী মেহেরার প্রবেশ।]

(গীত)

দরদি পিয়ারা মেরা হৃদয়কি হার।
(মুখে) ছাতিপর লাথি মারি কয়তেহো পিয়ার ॥
নয়ন কি রোশনী আঁধেয়াকি বাতিয়া,
মজেমে মজগুল যব সাথে নয়া সাথিয়া,
ম্যায় রোতা পিটতাহু সারাদিন রাতিয়া
ভরাদিল ভরপুর তুহি হামারা
দেখে তুহি হামারা;
সাচ তুহি হামারা।

সিকন্দর। চমৎকার তোমার এ বিদ্রূপের কশাঘাত! আমি প্রশংসা না ক'রে থাক্‌তে পার্‌ছিনা।

মেহেরা। বক্‌সিস জাঁহাপনা!

সিকন্দর। তোমায় অদেয় আর আমার কি আছে, মেহেরা!

মেহে। কাণ দুটী, চোখ দুটী আর নাক্‌টী জাঁহাপনা!

সিক। না মেহেরা! সব দিয়েছি।

মেহে। ওমা কি হবে! অমন হাতীর মত বড় বড় দুট কাণ, হাঁদাবার মত বড় বড় দুট চোখ, মসজিদের চূড়োর মত নাক্ রয়েছে বল্‌লে কিনা সব দিয়েছি!

সিক। না, মেহেরা! আনন্দে যখন তুমি হাস্য কর, আবেগে যখন সঙ্গীত ধর, ক্রোধে যখন চীৎকার কর, সব যে আমি সুন্দর শুনি।

মেহে। কিন্তু আমি কি দেখি জান! দেখি, তুমি যখন নাচওয়ালীর গান শোন, তখন তোমার ঐ নাক কাণ কাটা কানদুটী তোমার চোখের

মাথা খেকো চোখ দুটোকে শিখিয়ে দেয় যে, সেই মুখপুড়ী মেহেরার দিকে আর তাকাসনি। আর তোমার কালামুখো চোখ দুট তোমার দেমাকভরা নাকটাকে কি শিখিয়ে দেয় জান! বলে, "সে ছুঁড়ী বড় গায়েপড়া; যদিই আমি কখনও দেখে ফেলি, তুই ভাই, সিটকুস্, তা হলেই সে ছুঁড়ী তিষ্ঠুতে পার্‌বে না।" না জাঁহাপনা! আমার ঐ কটা জিনিস চাই।

সিক। প্রেমময়ি! তোমার দানের প্রতিদান আমি কোথায় পাব মেহেরা?

মেহে। আচ্ছা, তা না পার, উপস্থিত বাদশার এই ঘুমের ব্যাপারটা কি ব'ল্‌তে পার, হজরৎ!

সিক। কি করে বল্‌ব! কিছু বুঝতে পার্‌ছিনা।

মেহে। দয়া করে ঘুমপাড়িয়ে রাখেননি ত হজরৎ?

সিক। কি বল্‌ছ মেহেরা! বাদশা যে তোমার ভাই!

মেহে। আর ফিরোজ বাদ্‌শার কে ছিল জাঁহাপনা?

সিক। বড় দুঃখের! কিন্তু এ হত্যাকাণ্ডে আমি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত; আমায় কিছু দুষনা

মেহে। তুমি অলস অক্ষম, দুষব না! এমন সুযোগ! একটা ফকির একদিন আমার হাতগুণে বলেছিল, আমি বাদশার বেগম হব, তুমি আমার এমন সোনার কপালে আগুন ধরিয়ে দিয়েছ। (ক্রন্দনের ভান)

সিক। সোনায় আগুন দিলে, সোনা খাঁটী হয় মেহেরা! বল, বল, আর একবার আমায় সেই ফকিরের কথাটা শোনাও—আমি—

মেহে। আর শুন্‌তে হবে না, তুমি কুঁড়ের জাঁহাপনা!

সিক। হুকুম দাও মেহেরা। সত্যই বড় সুযোগ! আমার বুকভরা মুসলমানের প্রাণ তোমার ভয়ে নিদ্রিত ছিল, আজ তোমার ইঙ্গিতে বুক ভেঙ্গে ছুটতে চাইছে—হুকুম কর।

মেহে। না, তা পার্‌বে না, কাজ নেই; তুমি আমায় বক্‌সিস্‌ দাও—আমি চলে যাই।

সিক। দেব—তোমায় পাঠানের সিংহাসন বক্‌সিস্‌ দেব।

মেহে। না না—আমার ভাই। পার্‌বে না। তুমি যে বল্‌লে—

সিক। কে বল্‌লে পার্‌ব না? যদি বলে থাকি—মিথ্যা ব'লেছি। আমার প্রাণের কথা তুমি জাননা মেহেরা। আমি তোমায় গোপন ক'রেছি। তোমার ভাই মুবারিজ আমায় ফাঁকি দিয়ে আদিল শা হ'য়ে সিংহাসনে ব'সেছে।

মেহে। তাইত বলি, এমন নিষ্কর্ম্মা কি তুমি হবে আমার? আমার ভাই বলে যখন তুমি পেছিয়ে গেলে, তখন কিন্তু তোমার উপর আমার বড় ঘেন্না হ'য়েছিল। মনে হল, বরাতে আমার এমন স্বামী জুটলো।

সিক। সমস্বরে আজ দুটী প্রাণ যখন বেজেছে, তখন শোন মেহেরা! অলস অক্ষম নই আমি, আমি সুযোগ খুঁজ্‌ছি। ভাই বল্‌ছ কি? আজ যদি তোমার পিতা-

মেহে। তাঁকেও তা হলে কোরবাণী কর্‌তে? বাহবা! পাঠানবীর! বাহবা! তবে নাকি তুমি সব কর্‌তে পার্‌না? দোহাই হজরৎ, ভিক্ষা!

(যুক্ত করে জানু পাতিয়া বসিল)

সিক। এ আবার কি ক'র্‌ছ মেহেরা?

মেহে। ভিক্ষা ক'র্‌ছি হজরৎ। ভগ্নী আমি, ভ্রাতার জীবন ভিক্ষা কর্‌ছি।

সিক। পরীক্ষা, না তিরস্কার?

মেহে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য আমি! এ যদি তিরস্কার হয়, সহধর্ম্মিণী আমি, অপরাধ নিয়োনা।

সিক। মেহেরা! বাদশা তোমার ভাই, আমি তোমার স্বামী।

মেহে। এখানে ভ্রাতৃস্নেহের কোন উপরোধ নাই। স্বামি-ভক্তির কোন অনুরোধ নাই। মেহেরার ভয়ে নয় স্বামি! সমগ্র পাঠানের অগোচরে যে ছুরী তুমি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে, সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছ, তা যখন সামান্ত চেষ্টায় মেহেরা দেখে ফেলেছে, তখন মেহেরার কাতর প্রার্থনা—না—না—এ সমগ্র পাঠানের অনুরোধ, এ পাঠান-রাজলক্ষ্মীর কাতর প্রার্থনা; এ ছুরী তুমি ফেলে দাও, যা গ'ড়েছ—তা দৃঢ় কর, পাঠান তুমি—পাঠানকে হিংসা ক'রনা!

সিক। চুপ কর। লজ্জায়—ঘৃণায়—ক্রোধে—আমি—না,—আর এখানে দাঁড়াব না [প্রস্থান।

মেহে। কি দিয়ে মুসলমানের জীবন গ'ড়েছ হজরৎ! সব ছুরী খুলে দাঁড়িয়ে!

[নেপথ্যে ইব্রাহিম।—"সিকন্দর ভায়া আছ নাকি?"]

মেহে। ইব্রাহিম নয়? হাঁ, আর একটি শয়তান! না,—কিছুতেই আর এদের অগ্রসর হ'তে দেবনা; সিংহাসনে আর রক্তের দাগ লাগ্‌তে দেব না।

[নেপথ্যে—"সিকন্দর ভায়া—আছ নাকি?"]

মেহে। হাঁ—হাঁ,—আছি; এসনা (ইব্রাহিমের প্রবেশ) বলি, গলার রব শুনে টের পাচ্ছ না?

ইব্রা। তা'হলে সিকন্দর ভায়া বাড়ী নেই? আচ্ছা, তাহ'লে চল্লুম এখন।

মেহে। বলি, ইব্রাহিম সাহেব! তুমি আমার ছোট ভগ্নীপতি না হয় শালীর সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপই ক'র্‌লে!

ইব্রা। এই—তা কিছু নয়—তা কিছু নয়!—

মেহে। এর মধ্যেই যে, রসে মুখ জড়িয়ে আস্‌ছে ছোট বোনটী আমার মরেনি এখনও?

ইব্রা। এ আবার কি রস্যালাপ সাজাদি!

মেহে। এ আর বুঝ্‌তে পারবে না? বাদশার যখন এমন ঘুমের ঘটা, তখন কোন্ দিন এই তুমি আমার সর্ব্বনাশটি ক'রে আমার ছোট ভগ্নীটিকে বেগম ক'রে নিয়ে ব'স্‌বে, আর আমি হিংসায় জ্বলে মর্‌ব।

ইব্রা। আরও জটিল হ'য়ে গেল, সাজাদি!

মেহে। আহাহা। বলি সিংহাসনের, দুপাশে দু'জন দাঁড়িয়ে ত পাঁয়তাড়া খেল্‌ছো, কবে সরল ক'রে ফেল্‌বে বল দিকি?

ইব্রা। বড় ব্যস্ত সাজাদি, চল্লুম আমি—

মেহে। আহা হা! ধরেই না হয় ফেলেছি, তা, ব'লে গ্রেপ্তার করিয়েত দিচ্ছি না? আর যদি শালীর হাতে গ্রেপ্তারই হও, তাতে বিশেষ কি—

ইব্রা (স্বগত) আজকার ভাবভঙ্গীত কিছু বুঝছি না! যেন প্রেমে গ'লে প'ড়্‌ছে! উঃ কি সুন্দর!

মেহে। কি ভাব্‌ছ ইব্রাহিম সাহেব! আচ্ছা, আমি কি সুন্দরী নই, বাদশার বেগম হবার উপযুক্ত নই? দেখ দিকি চেহারাখানা ভাল ক'রে!—

ইব্রা। (স্বগত) একটা কথাও ব'ল্‌ব না? না ব'ল্‌ব, এ সুযোগ ছাড়্‌ব না।

মেহে। তা বেশত, আমি তা' হ'লে সুন্দরী।

(গীত)

গোরি বদন মেরি ইয়া খুব সুরৎ।
দেখাউ দেখে কোন কিয়ে মহব্বত॥
জঙ্গলকি গুল্‌সন্ জঙ্গলমে রাহ,
রোওয়ে নিরালা দিলকো দরদ সহি,
বেগুনা খুবহ কিসমৎকী যে'বন সুরতিয়া।
যব্‌ না পুছে কোই, না মিলে পিয়ারা সাথ।

ইব্রা। সত্যই চমৎকার সাজাদি! এরূপের সেবা যদি আমি—

(মেহেরা একটু সামলাইয়া লইল)

[নেপথ্যে সিকন্দর।—"মেহেরা—মেহেরা"—]

ইব্রা। কে? সিকন্দর? আমি যে যাব, বড় কাজ ফেলে এসেছি।

[প্রস্থান।

(মেহেরা যেন কোন কথা কহিতে পারিল না,—হঠাৎ সম্মান-হানি হওয়ায় যেন নত হইয়া রহিল।)

মেহে। ছি! ছি! ইব্রাহিম! তুমি এত হীন! আমার ম'র্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

(সিকন্দরের প্রবেশ)

সিক। কিসের আলাপ হ'চ্ছিল মেহেরা?

মেহে। শালী ভগ্নিপতিতে কিঞ্চিৎ রসালাপ হ'চ্ছিল। দেখ্‌ছিলুম, যারা রাজা হ'তে চায় তা'দের কতখানি প্রাণ, কতখানি সাহস,—কতটা সংযম। দেখ্‌ছিলুম, তারা মানুষ না পশু! না, স্বামি! কিছু ভুল না ক'রলেও, যেন একটা ভুল ক'রেছি, পশু নিরীহকেও যে ছাড়ে না, আজ তা ভাল ক'রে বুঝেছি। নারীর মান, নারীর সম্ভ্রম, পুরুষের উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তির সম্মুখ থেকে কতটা দূরে রাখ্‌তে হয়, তা আজ শিখেছি, আমায় ক্ষমা কর।

সিক। পাপিনি! প্রাণে এত সাহস! এত রূপের কথা, এত প্রাণের কথা! কুলটা—

মেহে। স্থির হও স্বামি! যে ভুল ক'রেছে, তা' স্বীকার ক'রছে ব'লে, নূতন ভুলের দায়ী ক'রনা; মেহেরাকে নির্ব্বাসিত কর,—হত্যা কর—তা' ব'লে কলঙ্ক দিয়োনা,—স্থির হও।

সিক। স্থির হব? ব্যভিচারিণীর স্পর্দ্ধার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—

মেহে। ছিঃ, ছিঃ! অপদার্থ পুরুষ! মুহূর্ত্ত অগ্রে শত অন্বেষণে যে

প্রেমের প্রতিদান খুঁজে পেলেনা, চোখের পালটে তা' তোমার চক্ষে বারবিলাসিনীর প্রেম হ'য়ে গেল? রিপুর গোলাম! এই প্রাণ নিয়ে তোমার মত একজন বাদশা সেজে ব'সে ধর্ম্মের শিরে পদাঘাত ক'র্‌ছে! না—না—তা হবে না, দুনিয়া যদি এ পাপের আশ্রয় দেয়, মেহেরা দেবে না। শোন স্বামি! মেহেরাকে যদি চাও, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাকে ধুয়ে ফেল, মনকে আরও উন্নত কর,—যদি পার,—মেহেরা আবার আস্‌বে, নতুবা এই শেষ— [প্রস্থান।

সিক। যাও, দূর হ'ও। কিন্তু ইব্রাহিম, না—না, সমস্ত শক্তি দিয়ে ক্রোধকে দমন ক'র্‌তে হবে। সুযোগ চাই, সুযোগ চাই, আরও গাঢ় বন্ধুত্বে বুকের কাছে টেনে এনে তখন ছুরী মার্‌তে হবে। তারপর—মেহেরা। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হিমুর বাটী।

[পথিক আসিয়া দ্বারে ঘা দিল]

পথিক। দ্বারে বিপন্ন পথিক; কে আছ—দ্বারে বিপন্ন পথিক!

(ক্ষণ পরে হিমু দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল)

হিমু। কে তুমি, পথিক?

পথিক। অপরিচিত পথিক আমি। এর চেয়ে বেশী পরিচয় আর কি দেব গৃহস্থ?

হিমু। রাত দুপুরে কোথায় যাচ্ছিলে?

পথিক। না না, দুপুর বেলা বেরিয়েছিলুম—সসারামে যাব ব'লে, পথ ভুল ক'রে সারাদিন ঘুরেছি, অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আরও সব ঘুলিয়ে গেল! খেতে না দাও আজকার মত একটু স্থান আশ্রয় দেবে না?

হিমু। পথিক! কখনই তুমি পথিক নও, তা যদি হ'তে গৃহস্থের দ্বারে দাঁড়িয়ে, এমন কথা ব'লতে না।

পথিক। না গৃহস্থ! সত্যই আমি পথিক।

হিমু। তবে শোন পথিক! গরীব আমরা, হয়ত পেটপুরে খেতে দিতে পা'র্‌ব না। কিন্তু তোমার সেবার প্রয়োজন হ'লে, বুকের রক্ত তোমার পায়ে ঢেলে দিতে পা'র্‌ব।

(হিমু একটু পশ্চাৎ ফিরিবামাত্রই পথিক বংশীধ্বনি করিল ; সহসা দশ বার জন সেপাই আসিয়া হিমুকে বন্দী করিল)

একি! একি! কে তুই?

পথিক। কই হিমু! তোমার দেহের শক্তি এবার কোথায় গেল? তোমার বড় অনুগত ভীলেরা এবার কোথায় গেল?

হিমু। ওঃ চিনেছি, তুই সেই শয়তান ইব্রাহিম। না না, তুমি—

পথিক। কাছাকাছি গেছ কিন্তু চিন্‌তে পারনি। আমি সেই তিনটিরই একটি বটে, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে—সব চেয়ে বড় শয়তান। তখন আমার নাম ছিল - মুবারিজ, এখন আমার নাম কি জান? পাঠান-সম্রাট্ মহম্মদ আদিল শা। স্বহস্তে ভাগিনেয়কে হত্যা ক'রে সিংহাসনে ব'সেছি।

হিমু। বাদশা! শত্রু মিত্র আপনাকে বাদশা ব'লে যখন আজ মাথা নীচু ক'রেছে, তখন এ স্থাপিত শৃঙ্খলার অবমাননা আমি ক'র্‌তে চাইনা। দীন আমি, অধীনের সেলাম গ্রহণ করুন। কিন্তু আমি আপনাকে ঘৃণা করি ; আপনি ঘাতক,—পরস্বাপহারী দস্যু।

আদিল। কোন্ হায়! (দশ বার জন সৈন্য মশাল লইয়া আসিল) দাও, আগুন দাও—পুড়িয়ে মার—হিমু—হিমু! এখনও বল, আমার মত বাদশা নেই—

(দয়াল ও রামের প্রবেশ)

দয়াল। হিমু! বাইরে এত গোলমাল কেন রে? এত আলো!

হিমু। বাবা! তোমার সম্মুখে বাদশা! সেলাম কর; কিন্তু বাদশা ঘাতক,—চিরদিন তাঁকে ঘৃণা ক'র্ব্বো; হিমু বন্দী—হিমু চ'ল্লো।

[সৈন্যগণের হিমুকে লইয়া প্রস্থান।

দয়াল। বাদশা! বাদশা। পায়ে ধরি, হিমুকে ছেড়ে দাও।

আদিল। স্থির হও বৃদ্ধ! তোমার উদ্ধত পুত্রের আচরণে আমি তাকে বন্দী ক'রে গোয়ালিয়র নিয়ে যাচ্ছি। যদি পুত্রের মুক্তি চাও, তবে আমি যা বলি, তা বলতে বল, যদি তা পার, তবে এস, গোয়ালিয়রে যেতে হবে।

দয়াল। বলাব—বলাব, হিমু বাপের কথা অমান্য ক'রবে না।

আদিল। তবে এস বৃদ্ধ, এই মুহূর্ত্তে, ইতস্ততঃ ক'রনা, সমস্ত প'ড়ে থাক্। যদি কিছু অপহৃত হয়, তা আমি সোনা দিয়ে তৈরী করে দেব।—এস— [প্রস্থান।

দয়াল। দোহাই বাদশা! হিমুকে ছেড়ে দিও।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

রাম। তাইত, কি করি কি করি! মামাও যে ছুটে গেল। কোন রকমে উদ্ধার হয় না? যাই ভীলসর্দ্দারকে ডাকি—

(নেপথ্যে—"বাকাল—বাকাল!")

(ভীলসর্দ্দারের প্রবেশ)

ভীল। আজ এতদিনে সেই বাঘটা মেরেছি রে—!

রাম। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে; সর্দ্দার—সর্দ্দার—আবার দাদাকে বাদশা ধ'রে নিয়ে গেল, মামাও পেছু পেছু ছুটে গেল।

ভীল। আবার ধ'রে নিয়ে গেল? বলুম, এখোন আসিস্‌নি, ছোটা ভীলের কথা শুনবি কেনো?

রাম। কি হবে,—কি হবে—সর্দ্দার? (ক্রন্দন)

ভীল। কাঁদিস্‌নি, দাঁড়া!

(শিঙ্গাধ্বনি ও ভীলগণের প্রবেশ)

বোল্, কোন্ দিকে গেলো? বোল্—বোল্, জল্‌দি বোল্!

রাম। তুমি কি যুদ্ধ দেবে সর্দ্দার?

ভীল। হাঁ—হাঁ, লড়াই দেবে,—বোল্, জল্‌দী বোল্, কোন্ দিকে গেলো—বোল্—বোল্—

রাম। না সর্দ্দার! বাদশা, 'খুব ভাল বাদশা', এই কথা দাদা বল্লেই—তাকে বাদশা ছেড়ে দেবে ব'লেছে, চল, আমরাও যাই।

ভীল। তবে তাই চোল্, জল্‌দী চোল্।

রাম। তবু যদি তারা না ছাড়ে সর্দ্দার?

ভীল। তোবে লড়াই দেবে,—একঠো ভাল যেতোক্ষণ থাক্‌বেক, তেতোক্ষণ লড়্‌বেক্। একঠো ভীলের শরীরে এক্‌ফোটা লহু যেতোদিন থাক্‌বেক্, তেতদিন ল'ড়্‌বেক্। বাদশার ঘোরের একখানা পাথর যেতোদিন থাক্‌বে, তেতোদিন ল'ড়্‌বেক। চ'লে আয়—চ'লে আয়!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

[সিংহাসনে আদিল শা ও সম্মুখে বন্দী হিমু।]

আদিল। পিতার সহস্র কাতর ক্রন্দন তুমি উপেক্ষা ক'রেছ, তুমি পিতৃদ্রোহী হিমু!

হিমু। পিতৃদ্রোহী আমি! না; আমি ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছি, আমি পিতৃদ্রোহী নই বাদশা! আমি পিতৃভক্ত, পিতার সুসন্তান, আবার ব'লছি বাদশা! জীবন থাক্‌তে নরঘাতককে কখনও ধার্ম্মিক ব'লব না।

আদি। তুমি পিতার কুসন্তান; বৃদ্ধ পিতার জীবন বিপন্ন ক'র্‌লে। মূর্খ দোকানদার! একটি সামান্য কথার জন্য আপনার জীবনও হারালে।

হিমু। দোকানদারের জীবনের জন্য হিমু কাতর নয়, কিন্তু বাদশা! সেই নিরীহ বৃদ্ধের জীবনের জন্য ঈশ্বর আপনাকে দায়ী ক'র্‌বেন; সাবধানে অগ্রসর হ'ন্‌!

আদি। সাবধান হিমু!

হিমু। সমস্ত সৃষ্টির উপর আধিপত্য করে যে মৃত্যু, তার দ্বারে যখন হিমু এসে দাঁড়িয়েছে, তখন বাদশার ভ্রুকুটী তাকে ভয় দেখাতে পা'র্‌বে না।

আদি। কোন্ হ্যায়। (প্রহরীর প্রবেশ): দাও, মুক্ত ক'রে দাও। (তথাকরণ) যাও—(প্রহরীর প্রস্থান) তোমায় মুক্ত ক'রে দিলুম হিমু! বল, ঐ একটা কথা বল।

হিমু। মুক্তির জন্যই দোকানদার বড় ব্যস্ত বাদ্‌শা।

আদি। এই নাও লক্ষ আসরফি নাও—

হিমু। লক্ষ আসরফি! হাঃ হাঃ হাঃ! কতক্ষণ থাক্‌বে? কতদিন খাব? না না, দিন বাদ্‌শা! খুব দিয়েছেন, অনেক দিয়েছেন; আমার দোকানঘরে যা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী দিয়েছেন; কিন্তু এই আসরফির যিনি জন্মদাতা,—তাঁর দেওয়া এই দোকানদারের ছোট বিবেকটুকুর চেয়ে কি বেশী দিয়েছেন, বাদশা! এই দোকনদারের কাছে এগুলো ধূলোর মুঠো। শুনুন্ বাদশা! একটি পাপের জন্য হিন্দুকে শতজন্ম প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে হয়।

আদি। রাজপদ দেব, জায়গীর দেব, তোমায় রাজা ক'রে দেব।

হিমু। রাজপদ দেবে! জায়গীর দেবে! আমায় রাজা ক'রে দেবে! হাঃ হাঃ হাঃ। বাদশা! সেগুলো কি আমার সঙ্গে যাবে!

আমার সেই নিদানের দিনে—সেগুলো কি আমার শুশ্রূষা: ক'রবে! বাদশা! শুধু রাজপদ কেন, জায়গীর কেন, মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রলোভনেও হিমুর প্রাণ—অচল অটল; কারণ কি জানেন বাদশা! হিমু দীন—হিমু হীন—হিমু মিথ্যা কখনও বলেনি।

আদিল। সত্য ব'লছি—শপথ ক'রছি।

হিমু। প্রলোভন দেখিয়োনা বাদশা। এ ক্ষীণ হীন দীনের আত্মাকে যদি কলুষিত কর, তবে আমারও নরক,—তোমারও জাহান্নাম।

আদি। বটে! আচ্ছা, জল্লাদ! (খড়্গ হস্তে আহম্মদের প্রবেশ) সেই বৃদ্ধকে হত্যা করগে—যাও— [আহম্মদের প্রস্থান।

হিমু। বাদশা!

আদি। হিমু! শেষ মুহূর্ত্ত! এখনও চিন্তা কর,—বেছে নাও, জীবন মৃত্যু তোমার দু'ধারে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে।

হিমু। বাদশা! কিছু চাইনা, আমার মৃত্যু দাও, মৃত্যু দাও। তা নইলে—আমার হাতের বাঁধন খোলা র'য়েছে।

আদিল। (সিংহাসন হইতে উঠিয়া) কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ—সংযমী, নিস্পৃহ, নির্ভীক হিমু! ব'লে দাও সে মহা-পাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি? না পার—এই নাও ছুরি,—বাদশার বক্ষে আমূল বিদ্ধ ক'রে,—তুমিই তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রে দাও। (জানু পাতিলেন)

হিমু। এ আবার কি নূতন ছলনা বাদশা! না না, আমার পিতৃহন্তা, স'রে যাও—স'রে যাও—

আদি। কে ব'ল্লে আমি তোমার পিতৃহন্তা? মিথ্যা—মিথ্যা! কোন্ হায়—(আহম্মদের দয়ালকে লইয়া প্রবেশ) বল বৃদ্ধ, তোমার মঙ্গল সংবাদ তোমার পুত্রকে বল!

দয়াল। রাজার মত সুখে রয়েছি হিমু!

আদি। যাও বৃদ্ধ, হ'য়েছে। [বৃদ্ধকে লইয়া প্রস্থান।

হিমু। বাদশা।

আদি। শিশুহত্যা ক'রেছি, বল হিমু। সে মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

হিমু। সে মহাপাতকেব প্রায়শ্চিত্ত কিছু নাই—

আদি। যদি আত্মহত্যা করি ?

হিমু। গতজীবন ফিরে আসবেনা, মহাপাতক আরও বেড়ে যাবে।

আদি। তবে মোহবশে যে পাতক ক'রে ফেলেছি, তাব প্রায়শ্চিত্ত কোন জাতিব শাস্ত্রের কোন পৃষ্ঠায় - কোন যুক্তিতর্কের মীমাংসায় কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না ?

হিমু। মূর্খ আমি, - শাস্ত্র কখনও পড়িনি, তবে আছে, কিন্তু এ মহাপাতকে তা মহাসমুদ্রে একবিন্দু বারিপাতের মত।

আদি। কিন্তু তা' মহাসমুদ্রেরই প্রাণ। বল হিমু প্রাণ দিয়েও আমি তা ক'রব।

হিমু। তাই দিতে হবে। হৃদয়েব বক্ত দিয়ে সাম্রাজ্যেব পুষ্টিসাধন ক'রতে হবে। প্রাণ দিয়ে প্রজাব কল্যাণ কামনা ক'রতে হবে।

আদি। সে যে বড় কঠিন। সারাজীবন উচ্ছৃঙ্খলায় যে কাটিয়ে এসেছি হিমু। সে প্রাণ যে আমি নিজের হাতে উপড়ে ফেলেছি।

হিমু। তবে যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান কর বাদশা। সানন্দে তাকে রাজ্যভার দিয়ে অবসর গ্রহণ কর।

আদি। ঠিক বলেছ হিমু। আমি পেয়েছি, মনেব মত মানুষ পেয়েছি। বাংক্ তাব বেহেস্তেব সৌন্দর্য্য। অস্থিতে তাব গুরুভক্তি ! মাংসে তাব রাজভক্তি। মজ্জায় মজ্জায় দেশভক্তি। হিমু। বিনয়ের মত সে নম্র। মৃত্যুর মত দৃঢ়। মুক্তির মত পবিত্র। তাই সন্ধান পেয়ে বিগ্রহব নিশীথে গোয়ালিয়র হ'তে ছুটে গিয়েছিলুম। হিমু। আমি

পেয়েছি। এই নাও দোকানদার। আমার পাঞ্জা। আজ হ'তে এ রাজ্য আমি প্রজার নামে উৎসর্গ ক'রলুম। ধর দোকানদার। প্রজা আজ তোমার অধীন।

হিমু। তা' কি হয়। না—এ আবার কি ভীষণ পরীক্ষা বাদশা।

আদি। কেন হবে না? পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হিন্দুবীর। কেন হবে না? নাও, ছাইয়ে ঢাকা আগুন থাকে, আবর্জ্জনায় ঢাকা মণি থাকে। ধর এই পাঞ্জা, যদি না ধর, জোর ক'রে ধরাব।

হিমু। না, না আমার যে চিরকাল মোট ব'য়ে খেতে হবে। আমায় যে চিরকাল হাহাকার ক'রতে হবে—আমায় যে চিরজীবন দোকানদারী ক'রতে হবে।

আদি। তাই কর। মস্ত বড় দোকান ঘর সাজিয়ে দিলুম, ব'স দোকানদার—তুলাদণ্ড ধ'রে ব'স, একদিকে তোমার বিবেক, বিচার-বুদ্ধি, আর একদিকে শুধু প্রজার কল্যাণ, ব'স দোকানদার তোমার নূতন দোকানে বস।

হিমু। এ যে বড় গুরুভার। বল বাদশা। পারব?

আদি। পারবে—আমি ব'লছি—পা'রবে। বল হিমু। আনন্দে বল, পাঠান সাম্রাজ্য রক্ষা ক'রবে।

হিমু। কে বলে আমায় চিরকাল দোকানদারী ক'রতে হবে। বাদশা! আনন্দে আজ এ উপহার গ্রহণ ক'রলুম। সগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা ক'রছি সম্রাট! সাম্রাজ্য রক্ষা ক'রতে আমি প্রাণ দেব।

আদি। তবে এস হিমু। তোমার অভিষেকের আয়োজন দেখ্‌বে এস। [প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

[প্রাসাদের অপর পার্শ্বস্থ কক্ষ]

ইব্রাহিম।

ইব্রা। সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে খুব ছুটিয়ে নিলে মুবারিজ যাই হ'ক্, এখনও সয়তানের খোসামোদ ক'র্‌ছি, যদি মন্ত্রিত্বটা দেয়।

(আদিল শার প্রবেশ)

আদিল। এই যে ইব্রাহিম! দেখ ভাই! স্বীকার ক'র্‌ছি, একবার তোমায় ঠকিয়েছি, কিন্তু আর আমায় অবিশ্বাস ক'র্‌না! রাজত্ব যখন পেয়েছি, আর আমার কোন অভাব নাই। তোমায় মন্ত্রিত্ব আমি দেবই। কিন্তু সিকন্দরকে আজ শেষ ক'র্‌তে হবে, যেমন শিখিয়ে দিয়েছি, সেই রকম। এখন আমি চল্লুম। [প্রস্থান।

ইব্রা। ঠিক এই কথা সিকন্দরকে বলেনি ত? যাই হ'ক আজ শেষ— (সিকন্দরের প্রবেশ)

সিক। এতদিনে তাহ'লে বাদসার ঘুমের ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পারা গেল।

ইব্রা। তা' পারা গেল বই কি! (স্বগত) একটা কথা কেবল ভেবে বা'র ক'র্‌তে পা'র্‌ছি না—তুমি মন্ত্রিত্ব পাও, কি আমি পাই।

সিক। বল কি ইব্রাহিম! একটা হিন্দু, একটা কাফের, একটা দোকানদার! (স্বগত) ইব্রাহিমকে কোন রকমে সরিয়ে না দিলে, অন্ততঃ মন্ত্রি হওয়া যাচ্ছে না।

ইব্রা। হ'তে পারে আমাদের উচ্ছেদ ক'রে নূতন সম্প্রদায় নিযুক্ত করা বাদশার ইচ্ছা। কিন্তু হিমু কি ক'র্‌বে! একে সে হিন্দু, তাতে দোকানদার; দশ মণ বোঝা সে মাথায় ক'রে নিয়ে যেতে পারে; রাজকার্য্যের সে কি ধার ধারে? শুধু তাই নয়, বাদশা তার হাতে

মার খেয়েছে; বাদশাকে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন ব'লে সে একদিন ধরিয়ে দিয়েছিল।

সিক। হ'তে পারে, কিন্তু সপরিবারে হিমুকে এখানে নিয়ে আ'স্‌বার ত একটা উদ্দেশ্য আছে।

ইব্রা। অবশ্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে—

(সহসা আদিল শার পুনঃ প্রবেশ)

আদি। ঠিক ব'লেছ ইব্রাহিম! আজ হ'তে তোমাকে আমি প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ক'র্‌লুম। আর সিকন্দর ভায়া—

সিক। আমিও তাই ভাবছিলুম যে, তা' কি হ'তে পারে?

আদি। না ভায়া! তুমি মুসড়ে গিয়েছিলে, কিন্তু আশ্চর্য্য! এত বড় একটা পরিবর্ত্তন, হিমু একটু ভয় খেলে না; একটু বিস্মিত হ'ল না! এটা তার একটা সহজ সরল ন্যায্য অধিকার ব'লে আগ্রহে সে হাত বাড়িলে নিলে! কিন্তু সে জানে না, সবংশে তাকে কেন ধ'রে এনেছি, আশমানের সমান উঁচুতে তাকে কেন তুলেছি! সেখান থেকে ফেলে দিলে, আঘাতটা বড় চমৎকার হবে; কি বল সিকন্দর?

সিক। আপনার বুদ্ধির প্রসংশা করি, জনাব। (স্বগত) কিন্তু আজ শেষ—সিংহাসন ফাঁকি দিয়ে নিয়েছ' মন্ত্রিত্ব যদি না দাও, তবে শেষ ক'র্‌ব।

আদিল। বুদ্ধির নয়,—শয়তানির। বেশ এখন তোমাদের এক কাজ ক'র্‌তে হবে।

উভয়ে। বলুন—বলুন—

ইব্রা। (স্বগত) যখন সিংহাসন অধিকার ক'রে ব'সেছো, তখন উপস্থিত তোমার তুষ্ট না ক'র্‌লে নয়, তাই—তা না হ'লে তোমাকে—

আদিল। এই ঘরটির ভেতর ঢুকে দোরের দুটি পাশে দু'খানি ঝক্‌-

ঝকে তলোয়ার নিয়ে তোমাদের দু'জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—কারণ কিছু মনে ক'রনা, সুমুখ সুমুখ দু'খানা তলোয়ার তাকে হটাতে পারবে না। তারপর এই তার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ব'লে যখন তাকে আমি এই ঘরে ঢুকতে ব'লব, আর সে যেমন ঘরে ঢুকবে, অমনি তোমরা দু'জনে দুখানি তলোয়ারের ঘায়ে তাকে বুঝিয়ে দেবে, এ তার বাসস্থান নয়-এ তার গোরস্থান। তবে একটি কথা, একেবারে মেরনা, একটু একটু ক'রে। বাদশা আমি—একাজ আমি নাই ক'র্‌লুম, কি বল?

উভয়ে। না, না,—আমরা থাকতে আপনাকে কষ্ট ক'র্‌তে হবে না।

আদি। তবে প্রস্তুত হও—আমি এখনি আসছি। [প্রস্থান।

ইব্রা। দেখ্‌লে, সিকন্দর ভায়া!

সিক। আমারও তাই ধারণা ছিল, তবে তোমার প্রাণ কি বলে তাই দেখ্‌ছিলুম। যাক্; এখন আর সময় নষ্ট ক'রে কাজ নেই। (স্বগত) আগে এধার পরিষ্কার ক'রে নিই। তারপর তোমায় দেখ্‌ব ইব্রাহিম!

ইব্রা। চল—আজ সেই অবসর এসেছে—চল—চল

(উভয়ে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল)

(হিমুকে লইয়া আদিল শার পুনঃ প্রবেশ)

আদি। দেখ হিমু, এ ঘর তোমার পছন্দ হবে ত?

হিমু। গাছতলায় না শুলে, হিমুর যে হাঁপ ধরে জনাব!

আদি। না—না—না, পছন্দ হবেত?

হিমু। এ ঘরে ঢুকতে যে হিমুর সাহস হবে না!

আদি। কেন হবে না? এ তোমার ঘর, এস—

(দ্বারের নিকট যাইয়া দ্বার খোলার পরিবর্ত্তে হস্তস্থিত কুলুপ লইয়া দ্বারের কড়ায় লাগাইয়া দিলেন)

হিমু। এ কি জনাব! ঘরে না ঢুকে চাবিবন্ধ ক'রে দিলেন!

আদি। দাঁড়াও হিমু! ঘর বড় অন্ধকার—আগে আলো জ্বালি। কোন্ হ্যায়।

(মশাল লইয়া আহম্মদের প্রবেশ)

আদি। দাও—জানালার ভেতর দিয়ে ঐ রেশমের কাপড় গুলোতে আগুন ধরিয়ে দাও।

হিমু। প্রাণ ভ'রে বিশ্বাস ক'রেছি, আমি যে, অবিশ্বাস ক'র্‌তে পা'র্‌ছি না বাদশা। (আহম্মদের তথাকরণ ও প্রস্থান।

সিক। (ভিতর হইতে) ইব্রাহিম—ইব্রাহিম—শয়তান হ'য়ে—শয়তানকে বিশ্বাস ক'রেছি—

ইব্রা। আগুন—আগুন—চারিদিকে আগুন। মনে ক'রেছিলুম রাজত্ব পেয়েছে—আর শয়তানি ক'র্‌বে না—

আদি। ওই দেখ হিমু! আমার শত্রু—তোমার শত্রু—ইব্রাহিম আর সিকন্দর, আমার দুটি স্নেহের ভগ্নীপতি তোমাকে হত্যা ক'র্‌তে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। যাই, মেহেরাকে, ভগ্নীকে আমার ডেকে দিইগে। সে এসে স্বামীর ভস্মে দু'ফোটা অশ্রুপাত ক'রে যাক্। যাই, চাঁদকে ডেকে দিইগে, সে এসে যোগ্যব্যক্তির সম্মান সমারোহ দেখে যাক্। [প্রস্থান।

সিক। উঃ প্রাণ যায়। আর পারি না—কাফের, তোর জন্ম আজ আমরা জীবন্ত পুড়ে মলুম। তোর জন্য হিমু—ওঃ—

হিমু। আমার জন্য! আমার জন্য মানুষ জীবন্ত পুড়ে মর্‌বে! বিধাতার করুণা আজ আমার জন্য শুকিয়ে যাবে! না,—না, তা' হ'তে দিব না। মা কালি! এক মুহূর্ত্তের জন্য আমায় শত হস্তীর বলে বলীয়ান্ কর—আমার জন্য প্রাণীহত্যা হয়, জীবন্ত মানুষ পুড়ে মরে! (কুলুপ ভগ্ন করিয়া হিমুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ) কোথায় সিকন্দর! কোথায়

ইব্রাহিম। চ'লে এস! (সিকন্দর ও ইব্রাহিমকে বাহির করিয়া আনিল) পেরেছি—পেরেছি—মা কালী রক্ষা ক'রেছেন। (মূর্চ্ছা।

হবা। সিকন্দর! তুমি আমার শত্রু—আমি তোমার শত্রু, সে শত্রুতা এখন তোলা থাক্, এস আমাদের জাতির শত্রু, আমাদের জীবনের শত্রু এই কাফেরকে আজ হত্যা করি, প্রাণ পেলে ব'লে ভুলনা। (অস্ত্রাঘাতের উদ্যোগ)

(মেহেবার প্রবেশ)

মেহেবা। সাবধান বেইমান! প্রাণ হারাবে (পিস্তল প্রদর্শন

(ইব্রাহিম স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল)

সিক। ক'জনকে তুই বাধা দিবি শয়তানি! এই দেখ্ কে রক্ষা করে। (হিমুকে অস্ত্রঘাত করিতে উদ্যোগ)

(বেগে চাঁদ আসিয়া সিকন্দরকে পিস্তল লক্ষ্য করিল।

চাঁদ। সাবধান সিকন্দর।

(সিকন্দর নির্ব্বাক হইয়া পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল)





তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

[প্রাসাদ-সংলগ্ন হিমুর কক্ষ]।

হিমু, আহম্মদ, রাম ও ভীল সর্দ্দার।

হিমু। এই হিংসাদ্বেষপূর্ণ পাঠানসাম্রাজ্যে তুমিই আমার একমাত্র সহায় যুবক! নির্ভীক বীর। তোমারই রণপাণ্ডিত্যে আমি আজ বাঙ্গালার বিদ্রোহ দমন ক'রে উজ্জ্বল মুখে ফিরে আস্‌তে পেরেছি। কিন্তু প্রতিদানে দেবার আমার ত' কিছু নাই।

আহম্মদ। পাঠান আমি। প্রতিদানে আমি কিছুই পেতে পারিনা, কিন্তু অধঃপতিত পাঠানসাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিন্দু-বীর! তোমার এ আত্মোৎসর্গের প্রতিদান পাঠান যদি না দিতে পারে, খোদা দেবেন।

হিমু। আহম্মদ! ভাই!

আহম্মদ। পুরস্কার নয়—প্রতিদান নয় (স্বগত), ছলিয়া—ছলিয়া! —স্বর্গের ছলিয়া! (প্রকাশ্যে) ভিক্ষুকের মত দুটি হাত পেতে একদিন একটী ভিক্ষা ক'র্‌ব মন্ত্রি! সেই দিন—

হিমু। প্রাণ দিয়েও তা হিমু পূর্ণ ক'র্‌বে। কিন্তু আজ বড় দুঃখে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে আহম্মদ! এ রাজ্যের সমস্ত পুরুষ আজ কর্ত্তব্য ভুলেছে।

(সহসা মেহেরার প্রবেশ)

মেহেরা। নারীর সেবায় তোমাদের কর্ত্তব্য কি ক্ষুণ্ণ হবে মন্ত্রি?

হিমু। কে মা তুমি?

মেহেরা। এত শীঘ্র ভুলে গেলে মন্ত্রি।

হিমু। অপরাধ হয়েছে মা! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছিলে।

মেহেরা। না মন্ত্রি! তুমি আমার স্বামীর প্রাণ রক্ষা ক'রেছিলে।

হিমু। তোমার স্বামী! পরিচয় দাও মা!

মেহেরা। বিদ্রোহী সিকন্দরের পত্নী আমি।

আহম্মদ। শত্রু-পত্নী।

মেহেরা। বিস্মিত হ'য়োনা। শত্রু-পত্নী আজ শত্রুদেরই সংবাদ দিতে এসেছে। শোন মন্ত্রি! তোমার প্রথম শত্রু সিকন্দর শা—আমার স্বামী, পাঞ্জাবে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন ক'রে নিজেকে সম্রাট ব'লে ঘোষণা ক'রছে। তোমার দ্বিতীয় শত্রু ইব্রাহিম, বিংশতি সহস্র সৈন্য নিয়ে দিল্লী ও আগ্রা ধ্বংস ক'র্‌তে ছুটে আস্‌ছে। মালোয়ায় সমস্ত প্রজা বিদ্রোহী।

আহম্মদ। হ'তে পারে, তা'ব'লে শত্রুপত্নীকে বিশ্বাস ক'র্‌বেন না। নিশ্চয় কোন ষড়যন্ত্র আছে—বন্দী করুন।

হিমু। কি ব'লছ, বন্দী ক'র্‌ব। রমণীকে বন্দী করে হিমুকে যুদ্ধ জয় ক'র্‌তে হবে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কিন্তু তুমি স্বামীর বিরুদ্ধে হস্ত তুলেছ, ঘৃণায় যে তোমার দিকে আমি তাকাতে পাচ্ছিনা মা!

মেহেরা। অমূল্য সময় মন্ত্রি! তবে—শুধু শুনে রাখ; বিকারগ্রস্ত

রোগী উত্তেজনায় যদি মুহুর্মুহু পানীয়ের প্রার্থনা করে, সে আবেদন পূর্ণ করা কি শুশ্রূষাকারীর কর্ত্তব্য ?

হিমু। বুঝেছি মা ! অপরাধ হ'য়েছে—বল, কি ক'র্‌তে হবে ?

মেহেরা। রণসজ্জা কর মন্ত্রি ! বুকের ভেতর থেকে তোমার জন্মার্জ্জিত কোমলতা নিংড়ে বা'র ক'রে ফেলে দিয়ে, পাঠানের কাঠিন্যে প্রতি পঞ্জরখানি দৃঢ় কর ; বজ্রের মত সাহসী হও, মৃত্যুর মত দুর্ব্বার বিক্রমে শত্রুদমনে প্রবৃত্ত হও। চতুর্দ্দিকে তোমার প্রচণ্ড বহ্নি জ্বলে উঠছে ; এ বহ্নি যদি নির্ব্বাপিত ক'র্‌তে পার হিন্দু ! ইতিহাসে তোমার নাম থাক্‌বে, হিন্দুর সুপ্ত জীবনে একটা জাগ্রত গরিমা চিরকাল দেদীপ্যমান থাক্‌বে। আর মেহেরার কার্য্যে যদি কখনও সন্দেহ জাগে মন্ত্রি। তখন মেহেরাকে শত্রুপত্নী ভেবনা ; ভেব— মেহেরা তোমার কন্যা। আদর ক'রে একবার মা ব'লে ডেকো— তোমার সন্দেহ দূর হ'য়ে যাবে।

হিমু। তাই ডাক্‌ব মা ! মাতৃহীন আমি, আমি তোমাকে মা ব'লেই ডা'ক্‌ব। কিন্তু কি ক'রে কোন্ দিক রক্ষা ক'র্‌ব কোন্ দিকে যাব ?

মেহেরা। ইব্রাহিম, সিকন্দরকে ভয় ক'রনা ; যতদিন না মালোয়ার বিদ্রোহ দমন ক'রে ফিরে এস, নারী আমি—বেশী শক্তি নাই—ততদিন তাদের ভার আমি নিলুম। [প্রস্থান।

হিমু। তবে চল সর্দ্দার ! তোমার পাহাড়ীদের নিয়ে পাহাড়ের মত শত্রুর বুকে চেপে প'ড়্‌বে চল। তবে চল আহম্মদ ! জলোচ্ছ্বাসের মত উদ্দাম উত্তেজনায় শত্রুর অস্তিত্ব ভাসিয়ে দেবে চল ! আর মা কালি ! স্বার্থের তাড়নায় নয় মা, প্রাণের উন্মাদনায় নয়, সহজ সরল বিশ্বাসে তোমার সন্তান আজ যে দায়িত্বের তলায় মাথা পেতে দিয়েছে, সে মাথায় তোমার করুণার ধারা ঢেলে দাও—বরাভয় সরিয়ে নিওনা

মা! আজ হিন্দুর হৃদয়ে শক্তি দাও, তোমার অধঃপতিত হিন্দু-জাতির মুখপানে চাও। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

(ভিখারীর বেশে হিমুর পিতা দয়াল ও ভিখারিণীর বেশে মেহেরা দয়াল সারেঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে ও মেহেরার গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

(গীত)

হায় খোদা তেরা দুনিয়া
তুহারি দৌলত খান
তুহারি রিয়ারি—তুহারি বাদশায়ী
আদম তুহার জান।
খুব জখম সব তুহারী লীলা
আরাম দরদ লেকে জুয়ারী খেলা,
তুহারি মনসা মেহেরবাণী
তুহি মেহেরবান।
তুহারি কাম তুম করনে-ওয়ালা
ভালা-বুরা সোচ বিচার নিরালা
ভুবমন মিতালি তুহারি তুহারি হুকুম
তুহি ভগবান।

দয়াল। বলি নাতনি যত বুড়ো সেজেছি—তত বুড়োত আমি পাচ্ছিনা মনি!

মেহেরা। বুড়োদের ঐটে ভারী বুড়োমি অকুরদা'। যত বুড়ো

তারা সাজতে বাধ্য হয় তারা যে তত বুড়ো, এ কিছুতেই স্বীকার করে না। তারা ব'লে এই পিত্তির ধাতে দাঁত গুলো প'ড়ে গেছে—আর বাতের যন্ত্রণায় চুলগুলো সব পেকে উঠেছে।

দয়াল। না, নাত্‌নি! এই পরচুলোর সহবাসে যদি আমার চুলগুলো সব ধপ্‌ধপে হ'য়ে উঠে,—গরমে যদি সব হাপ্‌সে উঠে নাত্‌নি!

মেয়েরা। তা' যদি যায় ঠাকুরদা', মাথাটার বেমানানটা ঘুচে যাবে। তোমার প্রাণটা যেমন সাদা—মাথাটাও তেমনি সাদা হ'য়ে উঠ্‌বে।

দয়াল। না-না—ঠাট্টা নয় নাত্‌নি!—ঠাট্টা নয়!

মেয়েরা। আচ্ছা ঠাকুরদা' তুমি ঠান্‌দিকে কেমন ভালবাস্‌তে?

দয়াল। কি রকম ভালবাস্‌তুম শুন্‌বি নাত্‌নি, শুন্‌বি:; এই যেমন—কি রকম ভালবাস্‌তুম নাত্‌নি—এই যেন—এই যেন—দূর, না—আমি স্থবিধে মত সহজ কথা ভেবে পাচ্ছি না। এই যেমন—

মেয়ে। কেন সহজ কথা পাচ্ছ না! এই ভ'ইস যেমন পচা পুকুর ভালবাসে, পীলে রুগী যেমন কুলের আচার ভালবাসে, বাঁদরে যেমন কাঁচা তেঁতুল ভালবাসে; কেমন?

দয়াল। নাত্‌নি যদিও আমি বাঁদর নই, কিন্তু সত্যি সত্যি ঠিক ওই রকমই; কিন্তু নাত্‌নি, ফুলের তোড়া নিয়ে বিদেশ চ'লেছি, সন্দেহ ক'রে যদি হঠাৎ কেউ আমার দাড়িতে হাত দিয়ে ফেলে।

মেয়ে। দাড়ি চাঁচা দেখে বুঝ্‌বে—কার বাগান থেকে মালীর অজ্ঞাতে তুমি ফুল নিয়ে পালিয়ে এসেছ।

দয়াল। ওরে বাপ্‌রে! তা'হলে—

মেয়ে। কিছু ভয় নেই; বেগতিক দেখ্‌লেই বলা যাবে, তুমি আমার বুড়ো কত্তা; ঠাকুরদার সঙ্গে নাত্‌নীর ছেলে বেলা থেকেইত এ সম্বন্ধটা থেকে যায়, তা যতই বুড়ো ঠাকুরদা হ'ক না কেন।

দয়াল। তা হয় বটে! বেশ, মিষ্টি; এর চেয়ে মিষ্টি সম্বন্ধ বুঝি পৃথিবীতে আর হয় না। সেই ভাল—সেই ভাল—

মেহে। বেশ, তবে এখন চল ঠাকুরদা! যেমনটি শিখিয়েছি, কিন্তু ভুলনা; তুমি ইব্রাহমের চোখে ধূলো দেবে, আর আমি আমার গুণধর স্বামী সিকন্দরের চোখে ধূলো দেবো। চল অনেকদূর যেতে হবে।

দয়াল। কিন্তু নাত্‌নি, মাঝে মাঝে ওই মিষ্টি "কত্তা" কথাটা ব'লে ডা'কৃতে ভুলিস্‌নি। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

[পাঞ্জাব—দুর্গাভ্যন্তর।]

সিকন্দরশা ও সভাষদগণ।

সিকন্দর। সরাপ—সরাপ—নাচনাওয়ালি।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত)

যামিনী হয়নি ভোর।

ছি ছি সখা কেন নয়ন কোণে আইল ঘুমের ঘোর॥
জগত উজ্জল স্নিগ্ধ বিমল তুমি যে হৃদয় শশী,
মোরা তারাদল, পুলক বিহ্বল, তুহার কিরণে হাসি,
হের চাঁদ ঢালিছে সুধারাশি, পিপাসী হেরি চকোর।
তুমি ফুটাও অধরে হাসি, ছুটাও বিষাদ রাশি,
মিটাও ক্ষুধিত তৃষিত চিত ঢালি সুধা মনচোর॥

সিক। (মদিরা জড়িত স্বরে) কি, এই গান গাইলে! মনে ক'রনা আমি বিলাসে মেতেছি; আমি একটা নেশা ছোটাতে আর একটা নেশা—না দাঁড়াও, একটা গান গাও দেখি—যাতে বোঝাবে আমি পাঞ্জাবের একজন দুর্দান্ত সম্রাট্‌।

(নর্ত্তকীগণের পুনঃ সঙ্গীত)

তা বটে বঁধু, তা বটে বঁধু, তা বটে।
তুমি সবার সেরা নাটক জোড়া বুদ্ধি এমন কার ঘটে ॥
বীরের সেরা বীর নাকি ছিল সেকন্দর,
যার দিগ্বিজয়ে দুনিয়াখানা কাঁপলো থর থর,
পুরুকে নিয়ে পিঠে, পালাল হাতী ছুটে ;
জয় ক'রে হিন্দুস্থান—উড়িয়ে নিশান ফিরলো দেশে খুব দাপটে,
ম'রে সে বেঁচে গেল 'নইলে' বুঝতো বঁধুর কারখানিটে ।
জাঁহাপনা খাঁজনে পরে, বারুদে আগুন ধরে,
হুঙ্কারে গগন কাটে, আতঙ্কে পাহাড় ছোটে,
দুনিয়া পদে লোটে সানসার আমার শাসন চোটে ।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ।

(মিনাখাঁর প্রবেশ)

মিনা। জনাব! জনাব! ভারী জাঁদরেল রকমের একটা ভিখারিণী! উঃ কি রূপ! জনাব! কি রূপ! যেন—যেন—উঃ এমন রূপ চখে কখনও দেখিনি—জনাব! আমার হাত পা হিলবিল্ ক'রে উঠ্‌ছে জনাব!

সিক। এঁ্যা,—বল কি! কিছু ভিক্ষে চাইছে না!

মিনা। ভিখারিণী গান ধ'রেছে, মনে হচ্ছে দুনিয়া যেন ঘুরপাক্ খেয়ে উঠ্‌ছে জনাব! ভিখারিণী কেবল কাঁদছে—কেবল কাঁদছে।

সিক। কাঁদ্‌ছে কেন ?

মিনা। বড় বিপদ জনাব! ভিখারিণী তার ঠাকুরদার সঙ্গে ভিক্ষায় বেরিয়েছিল। দিল্লীতে তারা সম্রাট ইব্রাহিমপুরের লোক দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে, ইব্রাহিমের কাছে আনীত হয়, ভিখারিণীকে হস্তগত কর্‌বার জন্য ইব্রাহিম বৃদ্ধকে প্রলোভন দেখায়, অকৃতকার্য্য

হ'য়ে তা'কে প্রহার ক'র্তে থাকে, কিন্তু কৌশল ক'রে ভিখারিণী পালিয়ে এসেছে।

সিক। ইব্রাহিমের এত স্পর্দ্ধা! এত অত্যাচার! মিনাখাঁ! নিয়ে এস, ভিখারিণীকে নিয়ে এস—যাও,—দেরী ক'রনা—

(মিনাখাঁর প্রস্থান ও
মেহেরাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

(স্বগত) সুন্দরী বটে—একটা মেয়েমানুষের মত মেয়েমানুষ বটে! মেহেরাকে এ বেশ পরালে বোধ হয় এত সুন্দর দেখ্‌তে হ'ত না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তুমি এখন যেতে পার। [মিনাখাঁর প্রস্থান।

সিক। আমি এই তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ ক'র্‌ছি, তোমার ঠাকুরদাকে আমি উদ্ধার ক'রব—তোমার উপর এ অত্যাচারের প্রতিশোধ নেব।

মেহেরা। চিরকাল আমিও আপনার ক্রীতদাসী হ'য়ে থাক্‌ব।

সিক। হিমুর বিরুদ্ধে গোয়ালিয়র যাত্রা আমি স্থগিত ক'রলুম। আগে ইব্রাহিমকে শাস্তি দিয়ে,—তারপর হিমুর ধ্বংসে অগ্রসর হব। এস, (মেহেরার হস্ত ধরিলেন)

মেহেরা। না—না,—এখন আমায় ছেড়ে দিন, প্রাণে দুর্ব্বলতা আন্‌বেন না।

সিক। তুমি গাইতে পার? গাও—একখানা গান গাও—

(মেহেরার গীত)

কাই ম্যাইসি সখি চাতুর্য না সিখি
মোকে পিয়কে দুয়ারে পৌঁছা দেতি।
সাত সমুন্দর পার বসে পিয়া
পাও চলেনেকি জোর নেহি।

সঙ্গকি সখি কোই সঙ্গ না চ'লেয়ে
পিয়কে নাগর পৌছা দেতি।
জিনমে আওয়ে যোগীন বাঙ্গুজি
মালেকে তজুত মজিদমে চলি
ওয়াহি মজিদমে ভুল গেয়ি ম্যয়
বৈঁইয়া পাকড় পৌছা দেতি।

সিক। সুন্দরি! সুন্দরি! না, আর দুর্ব্বলতা আন্‌বো না। মিনাখাঁ। মিনাখাঁ! (মিনাখাঁর প্রবেশ) এই দুর্গের ভার তোমার উপর রইল। আমি ইব্রাহিমকে আগে শাস্তি দেব, তারপর হিমু। এস, সুন্দরি। সঙ্গে এস—

[সিকন্দর ও মিনাখাঁর প্রস্থান।

মেহেরা। একেবারে চিন্‌তে পারেনি। খোদা! এমনি ক'রে সেই বৃদ্ধকে কৃতকার্য্য করো,—তিমকে রক্ষা ক'রে পাঠানকে রক্ষা ক'রো।

—— ——

চতুর্থ দৃশ্য।

[দিল্লী—শিবির।]

(বেগে ইব্রাহিম শূরের প্রবেশ ও ঘণ্টাধ্বনি ;
বেগে জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ।)

ইব্রা। এই মুহূর্ত্তে সমস্ত ফৌজ গোয়ালিয়র পথে রওনা ক'রে দাও, —কাফের হিমুর রক্তাক্ত দেহের উপর, আদিল শার ছিন্নমুণ্ডের উপর যখন তারা আমার সিংহাসন বিস্তৃত ক'র্‌তে পার্‌বে, তখন তারা আহার পাবে, নিদ্রার সময় পাবে ; যাও—

(সৈন্যাধ্যক্ষের প্রস্থান ও জনৈক সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। জনাব! একজন ভিখারী আপনার সাক্ষাৎ চায়।

ইব্রা। ইব্রাহিম শা দিল্লীর সম্রাট। ভিখারীকে সপ্তাহকাল অপেক্ষা ক'রতে বল।

সৈন্য। জাঁহাপনা! ভিক্ষুক হাপুষ নয়নে কাঁদ্‌ছে, আর ব'ল্‌ছে, জাঁহাপনার বড় আদরের সংবাদ তার কাছে আছে।

ইব্রা। বেশ, নিয়ে এস, শীঘ্র যাও।

[সৈন্যাধ্যক্ষের প্রস্থান ও ভিক্ষুককে লইয়া প্রবেশ এবং পুনঃ প্রস্থান। মুহূর্ত্তমাত্র সময় ভিক্ষুক। বিলম্বে প্রাণহানির সম্ভাবনা—

দয়াল। জাঁহাপনা! সিকন্দরপত্নী মেহেরাকে আপনি কি চিন্‌তেন?

ইব্রা। চিন্‌তুম—চিন্‌তুম—প্রাণ দিয়ে চিন্‌তে যাচ্ছিলুম, এমন সময়—যাক্, বল ভিক্ষুক। বিলম্ব ক'রনা!

দয়াল। মুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, বিদায় দিন—প্রাণের ভয় আছে জনাব।

ইব্রা। ভিক্ষুক। বল, আমি ক্ষমা চাইছি।

দয়াল। কি জানি কি অভিপ্রায়ে মেহেরা ছদ্মবেশে আমাকে নিয়ে আপনার উদ্দেশে যাত্রা করে, পথে আপনি পাঞ্জাবের সম্রাট হ'য়েছেন, এই ভুল সংবাদ পেয়ে আমরা পাঞ্জাবে উপনীত হই। কিন্তু দেখলুম, পাঞ্জাব সম্রাট ইব্রাহিম শা নন, পাঞ্জাব সম্রাট সিকন্দর। ভয়ে কাঁপতে লাগলুম জনাব! পালিয়ে আস্‌তে চেষ্টা ক'র্‌লুম, আমি পারলুম, কিন্তু মেহেরা পা'র্‌লে না জনাব। মেহেরাকে রক্ষা করুন—বোধ হয় এখনও সে ছদ্মবেশ গোপন রা'খতে পেরেছে।

ইব্রা। বোধ হয় স্ত্রী স্বামীর সঙ্গ লাভ ক'রেছে।

দয়া। না জনাব! মেহেরা আপনার নাম স্মরণ ক'রে যাত্রা ক'রেছে,

আপনার নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে পথ হেঁটেছে, আপনার কথা পথিককে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ক'র্‌তে এসেছে।

ইব্রা। একদিন মেহেরা তার বুকভরা উচ্ছ্বাস এই তপ্তদেহে ঢেলে দিতে এসেছিল, একদিন সে আমায় সিকন্দরের হাত হ'তে বাঁচিয়েছিল; আবার আজ সে আমার নাম ক'রে বেরিয়েছে,—ভিক্ষুক!

দয়াল। জনাব!

ইব্রা। সিকন্দর—যে তোমাকে চায়না, তাকে তুমি জোর ক'রে ধ'রে রাখতে চাও? না, শাস্তি দেব। ভিক্ষুক—না, দাঁড়াও—(সবেগে ঘণ্টাধ্বনি করিল—সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ) সমস্ত ফৌজের মুখ ফিরিয়ে নাও—পাঞ্জাবের পথে রওনা কর।

সৈন্য। গোয়ালিয়র যাওয়া স্থগিত হল? হিন্দুকে—

ইব্রা। প্রশ্ন ক'রনা পাঞ্জাবের পথে রওনা কর—পাঞ্জাবের পথে রওনা কর। পাঞ্জাব ধ্বংস ক'রে ইব্রাহিমের জয় পতাকা সিকন্দরের রক্ত কর্দ্দমে প্রোথিত কর [প্রস্থান।

দয়াল। ঈশ্বর! কৃতকার্য্য হ'য়েছি। মেহেরা! তুমি যেখানে থাক, শোন—আমি কৃতকার্য্য হ'য়েছি। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

[নদী বক্ষে প্রশস্ত সেতু।]

(আহম্মদ ও মেহেরার প্রবেশ।)

মেহেরা। কত দূর—কত দূর!

আহ। কার্য্য শেষ ক'রে এসেছি মা! এমন ক'রে সেতুর দুধারে স্তূপাকার বারুদ মাটীতে পুঁতে রেখে এসেছি যে, একটা কণা

আগুন তাতে গিয়ে পড়লে একেবারে সমস্ত সেতুটা দেখতে না দেখতে উড়ে যাবে।

মেহেরা। চমৎকার! যে মুহূর্ত্তে সমস্ত সেতুটা পাঠান সৈন্যে পূর্ণ হ'য়ে যেতে দেখবে সেই মুহূর্ত্তে বন্দুকের আওয়াজ ক'রে, সমস্ত বারুদ জ্বালিয়ে দেবে—যাও— [আহম্মদের প্রস্থান।

মেহেরা। একি অসম সাহসিকতায় আমার বুক ভরিয়ে দিলে খোদা! একদিকে যে আমার বড় স্নেহের ভগ্নীপতি ইব্রাহিম, তার সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে—আর একদিকে যে আমার জীবনের সর্ব্বস্ব আমার স্বামী তার বিপুল বাহিনী নিয়ে অবসর খুঁজছে—খোদা! আজ যদি সব যায়!

(দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল। তাই ব'লছি, আর অগ্রসর হ'য়ে কাজ নেই মেহেরা! তোর প্রাণে দুর্ব্বলতা রয়েছে—নারি! সিকন্দর যে তোর স্বামী। তাকে কি তুই এতবড় বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারিস! না—সাবধান! তুই জানিসনা—সে বড় দুঃখ বড় কষ্ট—বড় যন্ত্রণা!

মেহেরা। তবে ফিরে যাব?

দয়াল। ফিরে চ'—পালাই চ',—হিন্দু যায় কিসের শাস্তি! একটা দোকানদারের জন্য—

মেহেরা। না, না—সেত দোকানদার নয়—সে যে আমার সন্তান—সে যে আমায় মা ব'লে ডেকেছে— না, না,—ফিরবো না—আর দুর্ব্বলতা নেই—যাও বৃদ্ধ—এই শুভ মুহূর্ত্ত ব'লে, ইব্রাহিমকে সেতুর উপর অগ্রসর হ'তে বল। যাও আজ সব যদি যায় কতটা যাবে! মরুভূমির বুকের উপর থেকে একটি কণা বালুকা উড়ে যাবে, কিন্তু থাকবে—মস্তবড় একটা সৃষ্টি, থাকবে হিন্দু—থাকবে পাঠান—থাকবে পাঠানের রাজা যাও—অগ্রসর হও বৃদ্ধ! (উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

{ ইব্রাহিম ও সিকন্দরের সৈন্যগণে সেতুপূর্ণ হইবামাত্র
বারুদ জ্বলিয়া উঠিয়া সেতুসহ সৈন্যগণের জল নিমজ্জন,
ইব্রাহিম জলে পড়িয়া সাঁতার দিতে লাগিল। }

ইব্রা। ডুবে গেল! ডুবে গেল! কি কুক্ষণে আমার সঙ্গ নিয়েছিলি ক্ষুক! কোথায় গেলি ভিক্ষুক—ওহো হো খোদা! শয়তানিতে বুক রিয়ে দিয়েছ—সামান্য ভিক্ষুকের ষড়যন্ত্র ভেদ ক'র্‌তে, এতটুকু শক্তি লে না? (গড়াইতে গড়াইতে তীরে উঠিল। ওহো খোদা! কি র্‌লুম—কি ক'র্‌লুম—কি ক'র্‌লুম!

(ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রান্তর।

(মেহেরাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করিতে করিতে সিকন্দরের প্রবেশ)

সিক। সর্ব্বনাশী! সব ডুবিয়ে দিলি—আমার সাধের সাম্রাজ্য নদীর লে ভাসিয়ে দিলি! শয়তানী! বল—কে তুই? বল—এ তোর যন্ত্র।

মেহে। সত্যই আমার ষড়যন্ত্র। বল নাথ! আমি কৃতকার্য্য হয়েছি। দ ধারণ) পাঠান হ'য়েও তুমি আজ পাঠানের কর্ত্তব্য ভুলেছ; কিন্তু র্ম্মিণী আমি—বল, সে ধর্ম্ম আমি রক্ষা ক'রেছি।

সিক। এঁ্যা! একি মেহেরা? সর্ব্বনাশী! আজ তোকে হত্যা বে! (অসি আঘাতে উদ্যত, বেগে দয়ালের পিস্তল হস্তে প্রবেশ ও পিস্তল লক্ষ্য করিয়া)

দয়াল। সাবধান! সিকন্দর।

সিক। শত্রু! শত্রু! চারিদিকে শত্রু! [প্রস্থান।

দয়াল। হুঁসিয়ার মেহেরা! সিকন্দরকে রক্ষা কর:!

(উভয়ের প্রস্থান।) (সিকন্দরের পুনঃ প্রবেশ)

সিক। কোন রকমে ভীলদের চোখের আড়াল ক'রেছি। কি কোন্ দিকে যাই? সৈন্য সব ছত্রভঙ্গ হয়ে প'ড়েছে, কি ক'রে আত্মর করি; খোদা! আজ আমাকে রক্ষা কর,—কাফের আমায় চারিদি থেকে ঘিরেছে।

(হিমুর প্রবেশ)

হিমু। কিন্তু একটা দিকত খোলা রয়েছে সর্দ্দার!

সিক। হিমু! হিমু!

হিমু। পাঠান বীর! অভিমানে সব পণ্ড ক'র না—রাজ্যের লো বিবেক হারিয়োনা—স্বার্থের সেবায় একেবারে অন্ধ হ'য়ে যেয়ো পাঠানের রক্তে পাঠানের সিংহাসন ধৌত ক'রে শত্রুর হাতে তু দিয়ো না; হিমুর সৌভাগ্যে হিংসা ক'র না। হিমুর দায়িত্বটুকু তো গ্রহণ কর—সে, তার দোকান ঘরে চ'লে যা'ক্।

সিক। কাফের—শয়তান!

(তরবারি উত্তোলন করিয়া হিমুর প্রতি আঘাত করিতে গে

হিমু। সাবধান সিকন্দর! (পিস্তল বাহির করিয়া সিকন্দরের প্র লক্ষ্য) একটীবারও ভাব্‌লে না! প্রাণের ব্যাকুলতা,—বেদনার ম তার সমস্ত উচ্ছ্বাস তোমার পায়ে ঢেলে দিলে—মার্জ্জনা পেলে না। পাঠান! বিধাতার সমস্ত আশীর্ব্বাদ নিয়ে জন্মেও, এম্‌নি নির্জীব হ গেছ যে দেশকে ভালবাস্‌তে পা'র্‌লে না। রাজাকে ভালবাস শিখ্‌লে না। না—এ পৃথিবীতে তোমার স্থান থাকা উচিত নয় তোমাকে হত্যা ক'র্‌লে—কোন পাপ নেই।

পিস্তল ছুঁড়িতে গেলেন, এমন সময়ে বেগে মেহেরার প্রবেশ)

মেহে। ক্ষমা—মন্ত্রী ক্ষমা—

হিমু। কে মা তুমি রাজকার্য্যে বাধা দিলে!

মেহে। পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'র না মন্ত্রী! শুধু শোন, আমি নারী, ব্যথা বুকে ক'রে নারী আজ ছুটে এসেছে; ভিক্ষা দাও, ক্ষমা!

হিমু। একি! এ যে আমার মা!

মেহে। না মন্ত্রী! আমি তোমার শত্রু-পত্নী!

হিমু। মা—মা—একি বেশ!

মেহে। ভিখারিণী। হিমু! ভিক্ষা দাও, স্বামীর জীবন ভিক্ষা

হিমু। স্বামী তোমার রাজদ্রোহী, -তার অত্যাচারের জন্ত তোমায় হ'তে হবে মা।

মেহে। তাই হলুম, এবার ক্ষমা কর মন্ত্রী। এইবার শেষবার।

হিমু। পাঞ্জাব-সম্রাট সিকন্দরশা! মুক্ত তুমি! তোমার চারে নয়, আমার দযায় নব, তোমার সতী সাধ্বী স্ত্রীর দয়ায় মুক্ত।

সপ্তম দৃশ্য।

[প্রাসাদ কক্ষ।]

(আমিনা ও নর্ত্তকীগণ)

আমিনা। দেখ্ যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছি! আজ যদি তার মন তে পারিস,—তা'হ'লে তোদের সর্ব্বাঙ্গ আমি হীরে জহরৎ দিয়ে দেব। বুঝলি? ঐ আস্‌ছে, যাই—তোরা বুঝলি?

[প্রস্থান।

(হিমুর প্রবেশ)

(নর্ত্তকীগণের গীত)

এস অরাতি দমন, রমণী-মোহন, এস গলে ধর ফুলহার।
দেহ অনুমতি, অবলার গতি, দিই ঢেলে পদে সুধাভার।
এ সুধা লহরে, যতনে আদরে, রেখেছি জ্যোছনা রাশি,
আছে গো ডোবানো, মরমে লুকান, শরত চাঁদের হাসি,
আছে নন্দনসার সুরভি সম্ভার।
মরম মাঝে বাজে কি মধু ঝঙ্কার।

হিমু। এখানে কেন এখানে কেন—এ পাহাড়ের গহ্বরে—তোমাদের প্রবেশাধিকার দিলে! পৃথিবীর কেউ কি তোমাদের আশ্র দেয়নি? সংসার কি আজ সংসার ধর্ম্ম ভুলে গিয়েছে?

নর্ত্তকী। (সভয়ে) না—না—আমরা যাচ্ছি—যাচ্ছি—সম্রাজ্ঞীর বলিগে—যে আমাদের দ্বারা হ'ল না। (সকলের প্রস্থা

হিমু। চ'লে গেল—হ'লনা, কিন্তু কি ব'লে গেল—সম্রাজ্ঞীর আজ্ঞা

(সম্রাজ্ঞীর পরিচ্ছদে আমিনার প্রবেশ)

আমিনা। হাঁ—আমার আজ্ঞা হিমু! এত বড় একটা সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন ক'রে এলে, বিনিময়ে কিছু চাওনা? হীনবু দোকানদার! ভাব—ভাব—একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ দেখ, এইরূপ। না না—ভ্রূকুটী কেন। ইতস্ততঃ কেন? সন্দে হ'চ্ছে? না—না—অসম্ভব নয়! একটা বাঁদী—আমার বুকে উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য ক'র্‌ছে, আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রে আবা উপভোগ ক'র্‌ছে; সব ভুলে গেছে, অতীতের স্মৃতি মুছে ফেলে দিয় স্বামী আমার—এখন সেই কুহকিনীর কুহক রাজ্যের গোলাম হ'য়ে আ —আর—আমি—না, না—আমি পা'র্‌ব কেন? রক্ত মাংসে এই রক্ত প্রাণটা, প্রবৃত্তি কেমন ক'রে ভুল্‌ব, প্রবৃত্তি কেমন ক'রে ভুল্‌বে?

হিমু। নারি! তুমি যে সাম্রাজ্যের জননী—তুমি যে প্রবৃত্তির গর্ভধারিণী! না, না—বল তুমি আজ হিমুকে পরীক্ষা ক'র্‌ছ, বড় নীচু থেকে হিমু আজ উঁচুতে উঠছে। বল মা! তুমি তা'কে সংযম শিখাচ্ছ?

আমিনা। না, না, ও সম্ভাষণ ক'রনা! মুগ্ধ হ'য়েছি! তুমিও মুগ্ধ হ'তে চেষ্টা কর হিমু! এই রূপে বাদশাও একদিন মুগ্ধ হ'য়েছিল। একবার চেয়ে দেখ,—আমার এই বিশ্ববিমোহন কটাক্ষে একটা কটাক্ষ কর,—এরূপে তুমিও মুগ্ধ হবে। দেখ—দেখ—এই রূপ, এত রূপ।

হিমু। তাইত! এত রূপ! এত রূপ!—দেখেছে, হিমু অবাক হ'য়ে দেখেছে! নারি! হিমু দেখেছে—সারা জগৎ তোর রূপের প্রভায় মোহিত হ'য়ে প'ড়ে আছে। জননি! রূপ যে তোদের স্তন্য দুগ্ধে মা! শিশুর হাসিতে তাইত এত রূপ! নারি! রূপ যে তোদের পুত আত্মার পবিত্র প্রেমে—বিশ্ব প্রেমের তাইত এত রূপ মা! মা! মা! রূপ যে তোদের সুখে, দুঃখে, কষ্টে, সহিষ্ণুতায়,—উপেক্ষিত সংসার-ধর্ম্মের তাইত এত রূপ মা! নারি! রূপ যে তোদের সেবায়, নিষ্ঠায়, ব্রতধারণে—সাধনার আজ তাইত এত রূপ মা!

আমিনা। না না, তোমায় ভালবাসি আমি, এস—এস—যেয়োনা। (অগ্রসর হইলেন)

হিমু। স্থির হ'য়ে দাঁড়াও সম্রাজ্ঞি! না না, আর সম্রাজ্ঞী ব'লে সম্মান ক'র্‌তে পারিনা। রাজলক্ষ্মীর আবরণে একি বীভৎস মূর্ত্তি লুকিয়ে রেখেছিস! সর্ব্বনাশী! জন্মার্জ্জিত কি অভিশাপে আজ নারীত্ব বিসর্জ্জন দিলি! মা ব'লে ডাকলুম, একটু দয়া হ'লনা! যে নাম শুন্‌লে পুত্রশোকাতুরা জননীও তার পুত্রহন্তাকে ক্ষমা করে, যে নামে ঘৃণিত বারবিলাসিনীরও প্রাণে মাতৃস্নেহের ক্ষীর-ধারা সঞ্চারিত হয়, সে নামে তোর প্রাণে একটু করুণা জাগলো না! না—না—তা হবেনা। ঈশ্বরের

এমন একটা মধুর দান "মা" নাম—সন্তানের এমন একটা সম্পত্তি "শোক দুঃখহরা "মা" নাম—আজ যদি তুমি কলুষিত ক'রে দাও,—তাহ'লে সৃষ্টির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে—শিশু মা নাম শুনে কেঁদে উঠ্বে, মার ক্রোড়ে উঠলে মূর্চ্ছিত হবে।

আমিনা। স্পর্দ্ধিত কাফের! যে করুণায় ঐ ঘৃণিত দোকানদারের মাথায় আজ রত্নখচিত উষ্ণীষ পরেছ, জান—সেই করুণার একটু বিপর্য্যয়ে সেই মস্তকে বজ্রাঘাত হ'তে পারে!

হিমু। রাক্ষসি! না না, মা ব'লে ডেকেছি। এই নে মা, যে উপহার একদিন বড় আদর ক'রে এ দীনের মাথায় তুলে দিয়েছিলি—সে উপহার আজ ঘৃণায় পরিত্যাগ ক'র্‌লুম। (পদতলে মুকুট স্থাপন) দোকানদার, দোকানদারী ক'র্‌বে, এই নে পরিচ্ছদ। (পরিচ্ছদ খুলিতে লাগিলেন) এ রাজপরিচ্ছদ দোকানদারের জীর্ণ মলিন বস্ত্রের অবমাননা ক'রেছে।

আমিনা। সঙ্গে সঙ্গে তবে ওই প্রাণটুকুও ত্যাগ ক'রে যাও কাফের! (পিস্তল উত্তোলন)

(চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ। হাঁ হাঁ—বধ কর্, বাঁদী! বধ কর। ও পিস্তলে হবে না,—এই নে ছুরি, বুক চিরে দে'খ যা, স্বর্গের কোন অমৃতসিঞ্চিত উপাদানে এ দীনের আত্মা গঠিত। কোন মহাপুরুষের আশিস্ স্পর্শে এ দীনের আত্মা এত পবিত্র! ব্যভিচারিণি! সাবধান, আমি তোকে চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী ক'র্‌লুম।

আমিনা। শুনেছে—দেখেছে—সকলে দেখেছে,—তবে আর কজনকে হত্যা ক'র্‌ব? একজন যদি বেঁচে থাকে, সেই বাঁদীর ঘোর পরাজয়ের কথা দুনিয়ায় রাষ্ট্র ক'রে দেবে। না, না, তবেনা! (পিস্তল নিক্ষেপ) সম্রাজ্ঞি! এই নাও তোমার মুকুট, এই নাও তোমার

পরিচ্ছদ। বাঁদী চুরি ক'রে এনেছিল। রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আসেনি, গুণে মুগ্ধ হ'য়ে আসেনি,—কাফেরের উপর আধিপত্য পেতে ব'সে অর্দ্ধচর্ব্বিত সাম্রাজ্যখানা আরও ভাল ক'রে চর্ব্বণ ক'র্বে ব'লে, এত ষড়যন্ত্র ক'রেছিল। বড় দুঃখ—বড় যন্ত্রণা, যে রূপে তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছি, সেই রূপে একটা হীন দোকানদারের ক্ষুদ্র কেতু প্রাণকে চঞ্চল ক'রতে পারলুম না। এই বালকেরকে আশীর্ব্বাদ কর সম্রাজ্ঞি। এ কাফের শুধু তোমার রাজ্য উদ্ধার করেনি, এই দুর্জ্জনার গ্রাস থেকে তোমার বড় আদরের বাদশাকে উদ্ধার ক'রেছে। অভাগিনী, আজ ভাগ্যবতী তুমি, আজ তুমি স্বামী ফিরে পেলে। [প্রস্থান।

হিমু। মা মা—আমায় ক্ষমা কর—আশীর্ব্বাদ কর মা!

চাঁদ। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রব হিমু। 'রাজা হও, বাদশা হও, ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'রবনা, 'সুখী হও, শান্তি পাও' ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'রবনা। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রব হিমু। যে আশীর্ব্বাদ বাদশার মুকুটের মহিমার চেয়ে মহিমময়—দেবতার দেবত্ব যা থেকে বড় নয়। হিমু—চরিত্রবান হও এমনি চরিত্রবান্ থেকে, জীবনের অস্তিত্ব সফল কর, এমনি চরিত্রবান থেকে জগৎকে চরিত্র শিক্ষা দাও দুনিয়ার পিশাচত্ব দূর ক'রে দাও।





চতুর্থ অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

[দরবার।]

সিংহাসনে আদিলশা, পার্শ্বে আমিনা ও সভাসদ্গণ।

আদিল। শুনুন সভাসদ্গণ! এই নারী একদিন আমার বাঁদী ছিলেন, ইঁহারই জন্য আমার রাজ্য, ইঁহারই জন্য আমার সিংহাসন। ইনি আমার জন্য সেই [illegible] হত্যা ক'রেছিলেন। আমি একে আমার প্রধানা বেগম করিতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলাম। অদ্য সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে আমি দরবার ক'রেছি। (আমিনার প্রতি) আসুন সম্রাজ্ঞি! আপনার আসন গ্রহণ করুন। কেবল একটা কথা বলিয়া রাখি, বাদশা হ'য়ে আমি আমার সেনাপতিত্ব, মন্ত্রিত্ব, রাজত্ব সব আপনাদের প্রাপ্য হিসাবে অর্পণ ক'রেছি। আমার সহবাসে আর ঐশ্বর্য্য পোষণ করবে না ব'লে, এই ব্যভিচারিণী আমার বেগমের পোষাক চুরি ক'রে বেগম সেজে হিমুকে ভোলাতে গিয়েছিল। অকৃতজ্ঞা হ'য়ে যেন হঠাৎ সংসারে বিরাগ এসেছে—এই ভাণ দেখিয়ে, বিদায় নিতে গেছলো. কিন্তু আমি কি তাকে বেগম না ক'রে বিদায় দিতে পারি?

১ম সভাসদ। শয়তানি—শয়তানি—পিশাচি—রাক্ষসি!

২য়। আমাদের দেবতার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে গেছ্‌লো, রাক্ষসি!

আদিল। আপনাদের চোখে এ যদি শয়তানীই হয়, তবে বলুন, এ শয়তানীর শাস্তি কি? বলুন, যার যা ইচ্ছা। এই আমি একে সিংহাসন হ'তে নামিয়ে এনেছি, বলুন, কি শাস্তি! বেত্রাঘাত ক'র্‌ব? না লোহার মুগুর এর গলায় বেঁধে ছেড়ে দেব? পিঁজরেয় পুরে একে সারা পৃথিবী ঘুরিয়ে আনব?— না, একটি একটি ক'রে অঙ্গ কেটে দেব? —না,—চোখ দুট উপড়ে নেব? না,—এই অসির দ্বারা দ্বিখণ্ড ক'রব? বলুন, আমি স্থির থা'ক্‌তে পারছিনা।

২য় সভা। বেত্রাঘাত করুন—পিঁজরেয় পুরুন, জলে ডুবিয়ে দিন—

৩য় সভা। ব্যভিচারিণীর শাস্তি শাস্ত্রে নেই, এই কুলটাকে গলা টিপে মারুন।

(হিম্মৎ প্রবেশ)

হিম্মৎ। বটে—বটে, শাস্ত্রবিৎ বটে! বীর বটে! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! একটা ক্ষুদ্র দুর্ব্বল প্রাণহীন নারী,— এত ক্ষুদ্র, এত দুর্ব্বল, এত প্রাণহীন যে, সে নিজের ভার নিজে বইতে পারেনি, —নিজের অস্তিত্বের দিকে নিজে তাকিয়ে দেখ্‌তে ভুলে গেছে,—তার স্বভাব-সুলভ অপরাধ নিয়ে তোমাদের সুমুখে দাঁড়িয়ে,—আর তোমরা বীর, তোমরা আত্মাভিমানী, তোমরা রাজ্যের রক্ষক, সাম্রাজ্যের সংস্কারক,—তোমরা কোন শাস্ত্রে তার শাস্তি খুঁজে পাচ্ছনা! কেউ পিঁজরেয় পুরে রাখছ, কেউ জলে ডুবিয়ে দিচ্ছ, কেউ একটা একটা অঙ্গ কেটে দিচ্ছ, অথচ তার কোন অপরাধ নেই। ধিক্ তোমাদের!

আদিল। আমার হুকুম, আপাততঃ বেত্রাঘাত কর!

(একজন অগ্রসর হইল)

হিম্মৎ। সাবধান! একটি আঙ্গুল পর্য্যন্ত তুলনা!

আদি। হিন! এই নর্ত্তকীই তোমাকে হত্যা ক'র্‌তে গেছলো, এ বাঁদীই তোমার শত্রু।

হিমু। শত্রু! নারী হিমুর শত্রু! না সম্রাট্! এমন অভিশপ্ত জীবন নিয়ে সে পৃথিবীতে আসেনি। এ নারী আমার শত্রু নয়, আমার বড় অভাগিনী জননী। যাও মা,—কোন ভয় নেই। কেউ তোমার লাঞ্ছনা ক'রবে না—যাও,—এ রাজ্য হ'তে প্রস্থান কর।

আমিনা। যাব—যাব আদিল শা! মুক্তি পেলুম ব'লে ভুলবনা, এবার তোমার জন্য মুক্তি নিয়ে আসব। [বেগে প্রস্থান।

হিমু। সভাসদগণ! এই বাঁদীর অপরাধের জন্য দায়ী বাঁদী নয়, দায়ী তোমাদের সম্রাট। কই, তাকে শাস্তি ত তোমরা দিলে না! রাজা ব'লে ভয় পেলে! তবে তোমরা কিসের প্রজা, কিসের সভাসদ, কিসের রক্ষক? অপরাধী রাজা—প্রজার শাস্তি নিতে বাধ্য। আর সম্রাট—

আদি। আমি প্রস্তুত। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পৃথিবীর যে কোন দণ্ড,—আমি যে কোন প্রজার হস্ত হ'তে নিতে প্রস্তুত।

হিমু। প্রস্তুত! তবে আমার দণ্ড নিন্। শুনুন সম্রাট! এ সিংহাসনের আজ থেকে আপনি কেউ নন্। এ রাজ্যের রাজা আমি। (সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন) সভাসদগণ! যদি আমার শাসনে সুখী হয়ে থাকেন, আমার আশ্রয়ে আপনারা সমৃদ্ধি লাভ ক'রে থাকেন, আমায় যদি ভালবাসেন, তবে আমার অভিষেকে জয়ধ্বনি করুন।

সকলে। যার জন্য আজ পাঠান—পাঠান, শত্রু মিত্রকে বিনিময়ে এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছেন, তাঁর অভিষেকে জয়ধ্বনি ক'র্‌ব না! 'জয় হিন্দুবীর! হিমুর জয়'।

হিমু। উজির! বাইরে অপেক্ষা করুন। সমস্ত নগরে ঘোষণা ক'রে দিন,—আদিলশাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে আমি সিংহাসনে ব'সেছি।

আমার স্বপক্ষে যদি কেউ থাকে, তাদের এ আনন্দে যোগদান দিতে বলুন, বিপক্ষীয়গণকে যুদ্ধসজ্জা ক'র্‌তে বলুন, যান—

[সভাসদ্‌গণের প্রস্থান।

কে আছ, সম্রাজ্ঞীকে সংবাদ দাও, আমি বাদশাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে, সিংহাসন গ্রহণ করেছি। সম্রাট্‌! এ দণ্ড কি সহ্য ক'র্‌তে পা'র্‌ছেন?

আদি। হিমু! আমি মানুষ হয়েছি, এ দণ্ড কেন—আজ যদি তুমি আমাকে হত্যা ক'র্‌তে এস, তা'হ'লেও যেমন স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি,—তেমনি স্থির থা'কৃব।

হিমু। প্রয়োজন হয়—হত্যাও ক'র্‌তে হবে।

(চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ। একি সত্য না স্বপ্ন! না কখনও সম্ভব নয়!

হিমু। কেন সম্ভব নয়! রক্তমাংসে এ দেহ তৈরী, কেন সম্ভব নয়?

চাঁদ। অসম্ভব! যে চরিত্র জয় ক'র্‌তে পারে, সে দেবতা।

হিমু। ভুল, ভুল—একেবারে ভুল! চরিত্র জয়—সে ত না করাই লোকসান! যেখানে সমৃদ্ধি আছে, নাম আছে, সেখানে হিমু ঠিক এই রকম; তা যদি না হবে, তবে সে এ প্রাণপণ পরিশ্রম ক'র্‌বে কেন? কার জন্য সে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছে! পাঠান তার কে? কেউ নয়। হিমু নিজের জন্য এতদিন অগ্রসর হ'য়েছে, সুযোগ বুঝে আজ সিংহাসন গ্রহণ ক'রেছে।

চাঁদ। এও যদি সম্ভব হয়, তবে, ঈশ্বর! তুমি বিচার কর। কিন্তু তুমি আমায় প্রকাশ্য দরবারে এনে অপমানিত ক'র্‌লে!

আদিল। অপমানিত ক'রেছে! নির্ব্বোধ নারি! সন্তানের জননী হয়েও পুত্রবাৎসল্য ভুলে গেলে! আদর যত্নে শুশ্রূষায় যে সম্পত্তি এতদিন ধ'রে সঞ্চয় ক'রেছিলে, একদিনের একটা আন্দোলনে, একদিনের একটা

বিপর্য্যয়ে আজ তা বিলিয়ে দিতে বসেছ। চাঁদ। এতদিন ছিলে তুমি রাজার মাতা, আজ হ'তে হ'লে রাজার জননী।

চাঁদ। ঠিক বলেছ। জ্ঞানহীনা দুর্ব্বলা নারী আমি, বুঝতে পারিনি। পুত্র। তুমি চিরজীবী হও। ক্ষুদ্র থেকে আজ তুমি আমাকে বৃহৎ ক'রে দিয়েছ, অণু পরমাণু থেকে সারা সৃষ্টিতে ছড়িয়ে দিয়েছ, আদর ক'রে ডেকে আমার পূজা দিয়েছ।

হিমু। আর কি ব'লব? আর কি ক'রব? এই তুচ্ছ লিপিগুলি নিয়ে আর কেন অগ্রসর হব? হিমু, ধন্য তুমি। তোমার রাজাকে এমন ক'রে সেবা ক'রতে পেরেছ যে, তোমার অত্যাচার, দুষ্ট সন্তানের অত্যাচারের মত আনন্দে তারা সহ্য ক'রেছেন। সম্রাট! আমায় ক্ষমা করুন,—এই পত্রগুলি পাঠ করুন। (পত্র প্রদান।)

আদিল। (পত্র পাঠ করিয়া) আমি তোমায় বন্দী ক'রব, তোমার পরাক্রম দেখে পাছে তুমি আমায় হত্যা কর, আমি ষড়যন্ত্র ক'রছি—হাঃ হাঃ—তাই বুঝি এই পরীক্ষা?

হিমু। না সম্রাট! শুধু সে জন্য নয়। এ লিপিগুলি থেকে বুঝতে পা'রছেন, ধরা এখনও শত্রুশূন্য হয়নি, এখনও আমার উপর নির্ভর ক'রে অজ্ঞাতে কেউ কেউ ষড়যন্ত্র ক'রছে। আমি তাদের ভুল ভেঙ্গে দিতে চাই, সকলের সমক্ষে আমি তাদের দেখাতে চাই যে, আমি রাজ্যের প্রয়াসী নই আমি রাজার সেবার প্রয়াসী,—আমি তাদের শেখাতে চাই, রাজার সেবা কেমন ক'রে ক'রতে হয়,—প্রজার মত প্রজা কেমন ক'রে হ'তে হয়। মা, মা! তাই এই অনুষ্ঠান,—সিংহাসন গ্রহণ করুন সম্রাট।—সিংহাসন গ্রহণ করুন সম্রাজ্ঞি! সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, পুত্রের হিতের জন্য কখনও যা হয়নি, আজ তোমাকে তাই ক'রতে হবে। প্রকাশ্য দরবারে, শত চক্ষুর সামনে মাতৃস্নেহের তরল আশীর্ব্বাদ নিয়ে

দাঁড়াতে হবে; আর ছিম দেখাবে, এই তার সম্রাট্‌—এই তার জননী।

আদি। দেবতা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

নেপথ্যে—"জয় হিন্দুবীর ছিমুর জয়।"]

(সভাসদগণের প্রবেশ)

১ম সভা। একি মন্ত্রি। আপনি সিংহাসন ত্যাগ ক'রেছেন?

ছিম। হাঁ মহাশয়।

২য় সভা। কেন?

ছিম। আপনাদের কৃতঘ্নতায়। আপনাদের হাতে প্রাণ যাবার ভয়ে।

৩য় সভা। আমাদের কৃতঘ্নতায়। আপনাকে রাজা পেলে—

ছিম্‌। খুব সুখী হ'তেন, কেমন?—ছিঃ! আপনারা না পাঠান? আপনারা না রাজ্যের রক্ষক? নিঃস্বার্থে আপনাদের জন্য পরিশ্রম ক'রেছি ব'লে, আপনারা আমাকে দেবতা মনে ক'রলেন—রাজাকে ভুলে গেলেন? চক্ষের সমক্ষে একটা বিধর্ম্মী আপনাদের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সিংহাসনে ব'সলো, তা আপনারা স্থির হ'য়ে দেখলেন? একবার ভেবে দেখলেন না, কে আমি—পাঠানের সঙ্গে আমার কতটা সম্বন্ধ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আজ যদি আপনারা আমার চুলের মুঠি ধ'রে সিংহাসন হ'তে নামিয়ে দিতেন, তা'হ'লে বুঝতুম—আপনাদের প্রাণ আছে, আপনাদের মস্তিষ্ক ঠিক আছে—একটি লক্ষ্য আছে। আর বুঝতুম, আমার এতদিনের পরিশ্রম সফল হ'য়েছে। আমি আপনাদের প্রজার মত প্রজা ক'রে তৈয়ের ক'রেছি।

আদি। না সভাসদ্‌গণ। আজ আপনারা আমার প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন, এতটা সম্মান, এতটা ভক্তি, আমি কখনও পাইনি—কখনও পাব না; আজ আপনারা দেখিয়েছেন, যাকে আপনাদের

রাজা ভালবাসে, যাকে প্রাণ ভ'রে বিশ্বাস ক'রে রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে, সেই তার প্রতি আপনাদের অতুল স্নেহ, অগাধ ভক্তি। সাম্রাজ্যবাদে খুন ক'রে এসেছে, সে যে একজন হিন্দুকে তার শাসনরাশ ছেড়ে দিয়ে ভুল ক'রেননি, এ প্রতিপন্ন ক'রে আপনারা আমায় বড় সম্মানিত ক'রেছেন। আমার দাসের বাহিরে সম্মান ক'রে আমার শিরের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন। নগরময় উৎসবের আয়োজন করুন। আজ আমি আপনাদের নাম ক'রে দীনদরিদ্রকে অর্থ বিলুব। যান—

সভাসদগণ। জয় সম্রাট আদিল শার জয়।

হিমু। দাঁড়ান সভাসদগণ! আপনাদের মধ্যে পাঠানের শত্রু যারা তারা শুনুন। আমার উপর ভরসা ক'রবেন না,—সুবিধে হবেনা, আর স্মরণ রাখবেন, না। সে দেশ যে দেশ রাজার পূজা করে।

সভাসদগণ। জয় সম্রাট আদিল শার জয়। [সভাসদগণের প্রস্থান।

চাঁদ। হিমু! না! এই সিংহাসনে ব'সে একে পবিত্র ক'রেছ। কিন্তু এ সিংহাসন তোমার যোগ্য নয়, তোমার সিংহাসন আমাদের হৃদয়ে—মস্তকে—ওই স্বর্গে। [সকলের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গোলাপবাগ।

রাম ও আহম্মদ।

রাম। নবাব তুমি নির্জ্জনে দুহিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এই গোলাপবাগে প্রবেশ ক'রেছ আহম্মদ। তুমি জান, বাদশা তাঁর কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ ক'রতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন।

আহম্মদ। তুমি জান রাম! যে, তুমি হিন্দু, দুলিয়া পাঠান কন্যা? তুমি জান যার কৃপায় আজ বাদশার বাদশাহ,—সেই হিন্দু

মন্ত্রী জুলিয়াকে আমার হস্তে দেবেন স্থির ক'রেছেন? আরও বোধ হয় জান, জুলিয়া আমায় ভালবাসে।

রাম। তোমার মন্ত্রীর কোন যুক্তি আর সেখানে খাটবে না। যাও, এখনও প্রস্থান কর, অনধিকার চেষ্টা ক'রনা, শাস্তি পাবে।

আহম্মদ। উন্মাদ তুমি! তোমার শাহ তোমাকে শাস্তি দেবে।

রাম। দু'দিন পরে শাহ্‌জীর শির এই রামের কাছে নত হ'তে যাবে।

আহম্মদ। বল কি রাম! এতদূর অগ্রসর হ'য়েছ? কিন্তু হিন্দু তুমি, জান তোমায় মুসলমান হ'তে হবে?

রাম। হ'তে হবে কি? আমি মুসলমান হব।

আহম্মদ। মুসলমান হবে। ধর্ম ত্যাগ ক'রবে। একটা ক্ষুদ্র বালিকার জন্য—না, আমায় মার্জ্জনা কর, রাম, আর আমি এখানে আসব না। [প্রস্থান।

রাম। না। এটা শুধু চালাকি। আমাকে অন্তরিত ক'রবার জন্য, না, তা হবেনা,—মন্ত্র আহম্মদ! তা হবে না।—একটা নিষ্পত্তি চাই আজ। [তরবারি বাহির করিয়া প্রস্থান।

(জুলিয়ার প্রবেশ)

জুলিয়া। এ মন্দ নয়, বেশ এ লোক দু'টি মজগুল হ'য়ে আছে। তবে যখন থাকে থাকে তলোয়ারে হাত দিয়ে ফেলে, তখন একটু ভয় হয়। বাবা রামের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইছেন, তা হিন্দু জাতটা মন্দ কি? আর মন্ত্রী মশায় আহম্মদের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইছেন খাসা সম্বন্ধ ক'রেছেন খাসা সম্বন্ধ ক'রেছেন। তা' আহম্মদ ছোক্‌রাও ত বেশ! এখন আমি করি কি? কোন্‌টিকে রেখে কোন্‌টিকে ভালবাসি? রহিমটিকে না রামটিকে ভালবাসি? আমার প্রাণ যে যায় যায় হ'ল।

(গীত)

কোন্‌টি ওগো কোন্‌টি ওগো ভালবাসি আমি কোন্‌টি।
রহিমটি না রামটি—
ওগো তা'র যে ভাল নাকটি
ওগো তারওত ভাল চোখ দু'টি
(আবার, তার যে চন্দ্রবদন হইতে হয়গো সুধা বৃষ্টি।
তার যে ভাল হাসিটি,
তারও ত ভাল কাসিটি।
হায় কোন্‌টি তবে কোন্‌টি যায় যায় ওগো প্রাণটি॥

জুলিয়া। (নেপথ্যে তাকাইয়া) কি সর্ব্বনাশ, বাবা আর মন্ত্রী মহাশয় যে এইদিকেই আসছেন। এ বাগানে যখন, তখন আমার সম্বন্ধে কিছু আছেই। আচ্ছা, একটু আড়ালে যাওয়া যাক্‌। প্রস্থান।

(হিমু ও আদিল শার প্রবেশ)

আদিল। কই, কোথায় আহম্মদ? রামের সঙ্গে কলহের তার কোন অধিকার নাই। আমার কন্যা আমি রামকে সমর্পণ ক'রব।

হিমু। পাঠানবীর আহম্মদই বাদশাজাদীর উপযুক্ত। বাদশার নামে আমি তাকে আশ্বাস দিয়েছি। হিন্দু হিন্দুত্ব নষ্ট ক'রবেন না।

আদি। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, ভঙ্গ ক'রতে পারিনা। না, আমি ধর্ম্ম সমন্বয় ক'রবো, হিন্দু মুসলমানকে এক ক'রব। হিমু! আমি তোমার মত আত্মীয় লাভ ক'রব। প্রস্থান।

হিমু। মা কালি! মা কালি! এ বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। আপনার ভাই আর আহম্মদ খাঁ, বাদশাজাদীর নাম ক'চ্ছে, —আর মারামারি ক'রছে।

হিমু। বল কি? হত্যা ক'রব—হত্যা ক'রব! রামকে হত্যা ক'রব। বেগে হিমুর প্রস্থান।

(ছুলিয়ার পুনঃ প্রবেশ)

ছুলিয়া। এঁ্যা! এতদূর হয়েছে! আমার জন্য হিন্দু ধর্মত্যাগ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছে। বেদনায় মন্ত্রী পাগল হ'য়ে ভাইকে হত্যা ক'রতে ছুটেছে। না না, তা কেন হবে? আমার জন্য তা কেন হবে? ফিরোজ! ফিরোজ! তুমি যে আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ ক'রে বিরাজ ক'চ্ছ। আমায় উপায় ব'লে দাও। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(প্রান্তরের অপর পার্শ্ব।

(রাম ও আহম্মদের প্রবেশ)

আহ। এখনও ব'লছি—স্থির হও রাম

রাম। কোথায় পালাবে? যুদ্ধে মরা ভাল, অপমান ভাল নয়,—আজ মীমাংসা চাই (অস্ত্রাঘাত)

আহ। না, আর না—আর তোমাকে ক্ষমা ক'রবনা—

(অস্ত্রাঘাত ক'রিয়া আক্রমণ ও আদিল শার প্রবেশ)

আদিল। আহম্মদ! আমি পাঠান সম্রাট আদিল শা! আমার কন্যা আমি রামকে সমর্পণ ক'রব,—আমি ধর্ম্ম সমন্বয় ক'রব। হিন্দু মসলমানকে এক ক'রব।

(আহম্মদ অভিবাদন করিল। তরবারি কোষবদ্ধ করিল)

রাম। না, না,—আদেশ করুন সম্রাট! যুদ্ধে আমাকে পরাজিত ক'রে বাদশাজাদীকে গ্রহণ করুক। (অস্ত্রাঘাতে উদ্যত)

(হিমুর প্রবেশ)

হিমু। সাবধান, রাম! অবাধ্য যদি হও, হত্যা ক'রব।

রাম। হাঃ—হাঃ! ত' না ক'রলে সুবিধে হবেনা ত? রামকে

হত্যা না ক'র্‌লে, ভবিষ্যতে রামের প্রতিপত্তির দ্বারে যে, মাথা নীচু ক'র্‌তে হবে। তাই ভেবে বুঝি পাগল হ'য়ে উঠেছ ?

হিম্মু। ওহো ধিক্‌ আমায়—ধিক্‌ আমার ভ্রাতৃত্বে! অস্ত্র ধর পাঠান বীর! তপর আজ—পাঠানের মানমর্য্যাদা নষ্ট ক'র্‌তে উদ্যত।

রাম। ধর, অস্ত্র ধর—ভয় হয়, তোমার মন্ত্রীকেও ডেকে নাও।

(অস্ত্রাঘাতে উদ্যোগ ও একজন খোজার প্রবেশ)

খোজা। জনাব! জনাব! বাদশাজাদী জহর খেয়েছেন।

আদিল। এঁ্যা! ফুলিয়া বিষ খেয়েছে!

(টলিতে টলিতে ফুলিয়ার প্রবেশ)

(রাম, আহম্মদ সরিয়া দাড়াইল)

ফুলিয়া। হা বাবা! ফুলিয়া বিষ খেয়েছে—বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল—এখন সুস্থ হ'যে আসছে! (পতন)

আদিল। বিষ খেয়েছিস্—মা! মা! একি ক'র্‌লি!

ফুলি। কিছুনা বাবা! হিন্দুর—হিন্দুর রইল, মুসলমানের মসলমান রইল। তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হ'লনা। ফুলিয়া জগতের এত গুলো কাজ ক'র্‌লে। আশীর্ব্বাদ কর বাবা! ফুলিয়ার আত্মা যেন মুক্তিলাভ করে। ফুলিয়া যেন ফিরোজের কাছে—

আদিল। ফুলিয়া, ফুলিয়া! তোর বুক আমিই ভেঙ্গে দিয়েছি। অধম পিতা রাজ্য লোভে পিশাচ হ'য়েছি, অভিমানিনী মা আমার—তাই বুঝি কাঁদিয়ে চলি!

হিম্মু। কি ক'র্‌লি! ফুলিয়া! কি সর্ব্বনাশ আমাদের মাথায় ঢেলে দিলি।

ফুলিয়া। বাবা! মন্ত্রীর মনে কখনও কষ্ট দিয়োনা। মন্ত্রী মানুষ নয় বাবা! মন্ত্রী দেবতা; দেবতার মত দারিদ্রের জঠরে জন্ম নিয়ে, বড়

দুঃখী ব'লে আমাদের রক্ষা ক'রতে এসেছেন! কখন অবাধ্য হ'য়োনা —কখনও তাঁর প্রাণে ব্যথা দিয়োনা।

হিমু। বাদশাজাদি! এইটুকু প্রাণে এতখানি উচ্ছ্বাস কেমন ক'রে ধ'রে রেখেছিলি? এমন আত্মবলিদান কে তোকে শেখালে দিদি? কিন্তু পারলি না ত? হিমুর বুকের ব্যথা দূর ক'রে দিতে, তা যে সহস্রগুণে গুরু ক'রে চল্লি। শিরঃপীড়া দূর ক'রে দিতে শিরশ্ছেদ যে ক'রে দিলি! কি ক'রলি! (অশ্রু বর্ষণ)

তুলিয়া। বাবা! বাবা!—মা-ক ই-মা ক ই-(মৃত্যু)

আদিল। তুলিয়া, তুলিয়া, মা আমার—চ'লে গেলি! যা মা— স্বর্গের তুলিয়া স্বর্গে চ'লে যা!- ভুলিস্‌নি মা! ফিরোজের কাছ থেকে তোর অধম পিতার জন্য মুক্তি চেয়ে নিস্। [প্রস্থান।

হিমু। রাম! দেখ্‌লি! যা, দূর হ'য়ে যা—দূর হ'য়ে যা!

[রামকে পদাঘাত ও রামের প্রস্থান।

আঃ। খোদা। এর দায়ী আমি, আমাকে শাস্তি দাও! [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

[পাঞ্জাব উপকণ্ঠ]

বাইরাম, হুমায়ন ও আকবর।

বাই। মহত্ত্ব মহত্ত্বের সম্রাট। কিন্তু সে মহত্ত্বেও স্বার্থ ছিল। আপনি সীয়া সম্প্রদায় ত্যাগ ক'রে স্থুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত হ'য়েছেন, তাই পারশ্য সম্রাট ত্রিশ সহস্র সৈন্য দিয়ে আপনার সাহায্য ক'রেছিল।

হুমা। বুকভরা পিতৃরক্তের বিনিময়েও ভাই ভাইকে একটা হাত তুলে সাহায্য করেনা। না, না—তিনি আমায় বিনামূল্যে বন্ধুত্ব দান করেছিলেন। বাইরাম! আজ তাঁরই কৃপায় কাবুল কান্দাহার জয় ক'রে আমার বড় সাধের হিন্দুস্থানের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি।

বাহু। কোন রকমে এইবার পাঞ্জাবটা দখল ক'রতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

অক। বাবা। মোগল আবার ভারতের বুকের উপর মাথা তুলে দাঁড়াবে, ভারতবাসী আবার আপনার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেবে।

উমা। আকবর! তোর মুখ যে, প্রাতঃসূর্য্যের মত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল—এ দীপ্তি তুই কোথা হ'তে পেলি।

আক। শুনেছি বাবা, গুজ্জর সম্রাট বাহাদুর শাহ হস্ত হ'তে চিতোর উদ্ধার ক'রে, রাণা বিক্রমজিৎকে সিংহাসন দিয়ে গিয়ে, তাঁরা নিজের সিংহাসন হারিয়েছিলেন, নিজের বিপদ তুচ্ছ ক'রে, একগাছি সূতার অনুরোধে বিপন্ন ভগ্নীর উদ্ধারে গিয়েছিলেন। ভগবান এর প্রতিদান না দিয়ে থাকবেনা, ভারতবাসী আবার তোমার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেবে।

আমিনা, হঠাৎ [illegible] প্রবেশ।

আমিনা। অসময়, আর [illegible] পা [illegible]

বাহু। একি! কে [illegible] [illegible] সৈন্য [illegible] নকল প্রহরী সব শিবির রক্ষা করছে কি ক'রে তোমরা এখানে এলে?

আমিনা। [illegible] অমনি ক'রে এক [illegible], এমনি [illegible] একটা [illegible] আমাদের সতর্ক প্রহরীদের হাতের বন্দুক স'রে প'ড়ে গেল, আর এবং [illegible] আমার পেছু পেছু এল। চিন্তা হবেন না, আমরা শত্রু নই।

বাহু। তোমরা যে শত্রু নও, কি ক'রে বিশ্বাস ক'রব?

আমিনা। শত্রু হ'লে, এই পিস্তলের আঘাতে তোমাদের ধরাশায়ী ক'রে এতক্ষণ প্রস্থান ক'রতুম বাইরাম।

বাহু। অদ্ভুত তোমার সাহস রমণি! বল, তোমরা কে,—কি জন্য এখানে এসেছ?

আমিনা। তবে শোন বাহরাম। আমি পাঠান রাজলক্ষ্মী—ন, না,—পাঠান সম্রাট আদিলশার বেগম—না, না,—সময় নষ্ট ক'রব না। মিথ্যা ব'লব না,—আমি বাদশার বাঁদী ছিলুম, কিন্তু সাম্রাজ্য খানা ছিল আমার হাতে, আবার কি জানি, কি কুক্ষণে চাকা ঘুরে গেল—সমস্ত সাম্রাজ্য আমার বিপক্ষে বিদ্রোহ ক'রলে, বাদশা আমাকে পদাঘাতে জর্জ্জরিত ক'রে তাড়িয়ে দিলে। আমি প্রতিশোধ নেব, প্রতিহিংসা নেব। তোমাদের সাহায্য ক'রব।

বাহ। মোগল পাঠানে দ্বন্দ্ব, তুমি কি সাহায্য ক'রবে নারি?

আমিনা। বেড়ালের ক্রোধ, ভুজঙ্গিনীর নিশ্বাস, বিষের জ্বালা! পাঠান বাদশার আমি দমন ক'রব। আশ্চর্য্য হ'য়ো না। এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থেকনা, আমার পেছু পেছু আসতে হবে। পাঞ্জাব সম্রাট সিকন্দর। একটা লম্পটকে পাঞ্জাবের প্রান্তে বসিয়ে রেখে এই ইব্রাহিমকে তাড়িয়ে দিয়ে, দিল্লীতে ব'সেছে, এই মুহূর্ত্তে পাঞ্জাব অধিকার ক'রতে হবে, তারপর সিকন্দর।

ইব্রা। আপনি ইব্রাহিম! তা বেশ হবে, চমৎকার হবে।

আমিনা। আর ইনি হ'চ্ছেন রাম। পাঠান মন্ত্রী হিমুর ভাই।

রাম। হিন্দুমন্ত্রী হিমুর ভাই।

আমিনা। বুদ্ধি যদি খাটাতে পারেন, এঁর দ্বারা অনেক কাজ হবে।

বাহ। চমৎকার হবে। তবে শোন! এই মুহূর্ত্তে দ্বাদশ সহস্র মোগল সৈন্য আর এই ইব্রাহিমকে নিয়ে তুমি হিমুর বিরুদ্ধে গোয়ালিয়র পথে রওনা হও। আমি পাঞ্জাব আক্রমণ ক'রব। আর সম্রাট! আপনি ও আকবর দিল্লীর দিকে অগ্রসর হ'ন। এই মুহূর্ত্তে। আর নারি! এস, তুমি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে এস, আর আপনিও আসুন! (রামের হস্ত ধারণ) [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

[পাঞ্জাব—দুর্গাভ্যন্তর]

পাঠান সর্দ্দার ও সিকন্দরের রাজপ্রতিনিধি—মিনাখাঁ।

মিনাখাঁ। ভাই সব তোমাদের পাঁচজন সর্দ্দারকে আমার কাছে রেখে, আমাদের সম্রাট সিকন্দরশা, ইব্রাহিমকে তাড়িয়ে দিয়ে, দিল্লীতে ব'সে খাস। স্ফূর্ত্তি ক'চ্ছেন। কিন্তু এ ধারে কড়া হুকুম, এ দুর্গের ভেতর যেদিন মেয়ে মানুষ ঢুকবে, আমার রাজ সরকারি—আর তোমাদের সর্দ্দারী, সব ঘুচে যাবে। কিন্তু ভয়ে লজ্জায়, তোমাদের কাছে আমার প্রাণের কথা ব'লতে পা'রছি না।

সকলে। বলুন—বলুন, আমাদের কাছে আপনার কিসের ভয়, কিসের লজ্জা।

মিনা। দেখ, মেয়েমানুষ নইলে, একটু আমোদ নইলে, আমাদের এমন চমৎকার প্রভুত্বগুলো নষ্ট হ'য়ে যায়।

সকলে। আজ্ঞে তা' আর ব'লতে—তা আর ব'লতে। আমরা কেবল ভয়ে ব'লতে পারিনি,—তবে—মাঝে মাঝে আপনার অজ্ঞাতে একটু একটু আমোদ ক'রে থাকি।

মিনা। তা' বেশ ক'রেছ—তা বেশ ক'রেছ। তা' হ'লে এখন একটু চলুক না।

সকলে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—চ'লবে বই কি, ভায়া! তুমি ততক্ষণ একটা গান ধর।

জনৈক সর্দ্দারের গীত।

আমার কিন্তু মোটেই ইচ্ছে মরতে নাইক ভাই।
ওইটুযেখানেতে মরবার আমি একটু চিহ্ন পাই।
আল্লা ব'লে স'রে গিয়ে অন্য পথে যাই।

এত ঝাঁটা, এত লাথি, পড়ে পিঠে চিবাচাকি
ওই যখন পড়ল, তখন পড়স কিছুই মনে নাই।
ম বব ব লে জন্ম নিলুম মানুষের পেটে,
বাল্য গেল মধুর যৌবন তাওত গেল কেটে,
এখন কিন্তু বড়ই জ্বালা পাচ্ছি ওরে ভাই,
তবুও কিন্তু বেশ আছি—ম'রতে ইচ্ছা নাই।
মলে বাঁচি ব'লে বুড়ো করিছে চীৎকার
ছুটে গিয়ে ক'বলুম জিজ্ঞেস—একি সত্যি ইচ্ছে তার।
মনে ক'বলে আমি যমদূত ব'লব কি রে ভাই
কাঁপতে কাঁপতে ব'ল্লে বুড়ো ম'রতে ইচ্ছা নাই।
বুঝ্লুম তখন করলুম স্থির এ ধাতার কারসাঁজ,
পুড়ে পুড়ে হবে ছাই তবু ম'রতে কেউ নয় রাজি।
ম'রতে এসে চায়না মরতে একি ইচ্ছা ভাই,
পরের ঘাড়ে দোষ দিই কেন আমারও ইচ্ছা তাই।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জনাব! একদল বাইজী এসেছে। তা'রা ব'লছে, তারা কিছু চায় না, কেবল গান ক'রবে, আর একখানা প্রশংসাপত্র নিয়ে যাবে,—পয়সা কড়ি কিছু চায় না। বড় নাছোড়বান্দা হ'য়ে প'ড়েছে, কিন্তু হুকুম ত নেই।

সকলে। নিয়ে এস, নিয়ে এস, যা চায় দেওয়া যাবে।

মিনা। যাও, এঁরা সব যখন বায়না ধ'রেছেন, তখন নিয়ে এস।

[প্রহরীর প্রস্থান।

সকলে। কি ফূর্ত্তি—কি ফূর্ত্তি! সিরাজির জালা আন্তে বলুন জনাব! জালা আন্তে বলুন।

(প্রহরীর সহিত বাইজী ও পাঁচ সাতজন ওস্তাদজীর প্রবেশ

বাইজী। তা হ'লে হুকুম করুন জনাব, আরম্ভ করি।

মিনা। হুকুম কি, আমরা বুক পেতে দিই, তুমি বুকের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য কর।

সকলে। হাঃ হাঃ তা' ব'ল্তে,—তা' ব'ল্তে—সরাপ—সরাপ—

(বাইজীর গীত)

যাও যাও কাহে ঠার ডালে গলে বেইয়ারে
(ওহো) নেরত রহত নিত নিদ পর ছারিরে
সুলতান পিয়াকি—পীত নেহিরে
বারিরে ভকরে কছু জানত ন্যারে।

(নেপথ্যে ঘোরতর তোপধ্বনি)

মিনা। একি! একি!

সকলে। কিছু না—কিছু না! বোধ হয় কেউ বাজী পোড়াচ্চে আমাদের এ উৎসবের দিনে কেউ তুবড়ী ছুড়্‌ছে—

মিনা। না, না,—বন্দুক ধ্বনি। দেখ্‌ছেন কি সব? নিশ্চয়—শত্রু দুর্গ আক্রমণ ক'রেছে। (বেগে একজন প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হঠাৎ মোগল এসে দুর্গ আক্রমণ ক'রেছে!

সকলে। এ্যাঁ! এ্যাঁ! তাই নাকি! যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর—

(সকলের প্রস্থানোদ্যোগ)

বাইজী। কোথা যাবে সব, তোমরা সমস্ত বন্দী।

(বাঁদীরা সকলকে একে একে বন্দী করিল।)

নেপথ্যে তোপধ্বনি ও—"আল্লা হো আকবর"

(বাহরাম ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

বাহ। হত্যা কর—হত্যা কর—

আমিনা। দাঁড়াও সেনাপতি! আগে একবার ভাল ক'রে এই বাঁদীর কৃতিত্বের পরিচয় নাও, বিনা মূলধনে আজ মোগলের বাণিজ্যের কতদূর প্রসার হ'য়েছে—তা ভুল না।

বাই। দাঁড়াও, আগে শত্রুর শেষ করি। হত্যা কর, এক সঙ্গে সকলকে হত্যা কর! (আকবরের প্রবেশ)

আক। দাঁড়াও খান্‌খানান্‌। আর একটা আনন্দ সংবাদ দিই। দিল্লীর সম্রাট্ সিকন্দরশাকে বিতাড়িত ক'রে আমরা দিল্লী, আগ্রা অধিকার ক'রেছি। খান্‌খানান! আবার মোগল ভারতের সিংহাসনে ব'সেছে, ভারতবাসী মোগলের জয়গান ক'রতে ক'রতে আমার পিতার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

বাই। বাইরামের দর্প তবে অক্ষুণ্ণ আছে আকবর! সৈন্যগণ! হত্যা কর! সকলকে হত্যা কর! নিয়ে যাও—

[পাঠানগণকে লইয়া বাইরাম ও আকবর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আক। খান্‌খানান—

বাই। চুপ কর আকবর! মনে রেখ দুনিয়ার কঠোর অত্যাচারে তোমায় মরুভূমিতে জন্ম গ্রহণ ক'রতে হয়েছিল; চ'লে এস—

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[নদীতীরস্থ যুদ্ধক্ষেত্র]

(তর্দীবেগ ও ইব্রাহিমের প্রবেশ)

তর্দী। ইব্রাহিম শা! পাঠান হ'য়ে তুমি পাঠানের ধ্বংসে মোগলকে সাহায্য ক'রতে এসেছ, কিন্তু কতখানি শক্তিতে তুমি নিজের বুকে নিজে ছুরী ব'সাতে পা'রবে?

ইব্রা। আমূল বসিয়ে দেব তর্দীবেগ! আত্মাভিমানী যেমন ক'রে নিজের টুঁটী নিজে চেপে ধ'রে—মর্ম্মাহত যেমন ক'রে তার নিজের

বুকে আমূল ছুরী বসিয়ে দেয়, তেমনি ক'রে ইব্রাহিম আজ পাঠানের বুকে ছুরী বসাবে।

তর্দী। রাজদ্রোহী—স্বজাতিদ্রোহী—স্বদেশদ্রোহী! তোমার সাহায্য নিতে হীন তর্দীবেগেরও ঘৃণা হ'চ্ছে। (নেপথ্যে তোপধ্বনি) পাঠান—পাঠান—পাঠানের তোপধ্বনি মোগলের রাজভক্তিকে উপহাস ক'রছে। এস পাঠান! পাঠানকে ধ্বংস ক'রবে এস। [উভয়ের প্রস্থান।

(সিকন্দরের প্রবেশ)

সিক। আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে, আজ মোগল দিল্লীর সিংহাসনে ব'সেছে, বেশ ক'রেছে। মোগলের পরিবর্তে একজন ভিক্ষুকও যদি এ সিংহাসনে ব'সত, তা' হ'লেও বেশ হ'ত। মোগল আমার সর্বনাশ ক'রেছে, তবু তার সাহায্য ক'রব, পাঠানকে জয়ী হ'তে দেবনা।

[প্রস্থান।

(আদিল শার প্রবেশ)

আদিল। পাঠান। পাঠান! আজ তোমাদের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে শুধু একা মোগল অভিযান ক'রেছে, কিন্তু তোমরা একা নও, হিন্দুতে পাঠানে আজ এক বিরাট শক্তি রচনা হয়েছে; হিন্দুর প্রতিভায় আজ পাঠানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'য়েছে,—সমুদ্রের জলে আগুন ধ'রে আজ বাড়বানলের সৃষ্টি হ'য়েছে,—বিদ্যুতের আগুনে আজ মেঘ গলে বজ্র শক্তি নির্ম্মিত হ'য়েছে,। আজ তোমাদের দ্বারে পৃথিবীর কোন জাত' মাথা তুলে দাঁড়াতে পা'রবে না। অগ্রসর হও—

(ভীল সর্দারের প্রবেশ)

ভীল। আবার সিকন্দর মিঞা ফৌজ নিয়ে ছুটে আস্‌ছেক্, হুকুম দে—এবার তার জান্ লিয়ে লিই— (আহম্মদের প্রবেশ)

আহ। ইব্রাহিম শা ফৌজ নিয়ে এইধারে ছুটে আস্‌ছে।

আদিল। আবার সিকন্দর, আবার ইব্রাহিম, আবার পাঠান পাঠানকে ধ্বংস ক'র্‌তে ছুটে আস্‌ছে।

(হিমুর প্রবেশ)

হিমু। কিসের ভয় বাদশা! সমস্ত সৈন্য অপসৃত কর সর্দার! শয়তানের শক্তি শয়তানের সংঘর্ষে চূর্ণ হ'য়ে যেতে দাও। এস বাদশা! ক্ষণকালের জন্য আমরা-যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে অপসৃত হই। [সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে তোপধ্বনি ও ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ইব্রা। অগ্রসর হও সৈন্যগণ! হিমুকে অনুসন্ধান কর। একি! সিকন্দর নয়?

(সিকন্দরের প্রবেশ)

সিক। এই যে, ইব্রাহিম! যেখানে সিকন্দর, সেইখানে ইব্রাহিম।

ইব্রা। হাঁ সিকন্দর! তোমার দর্প চূর্ণ ক'রতেই ইব্রাহিমের জন্ম।

(অস্ত্রাঘাতে উদ্যত)

সিক। সেই ভাল, হিমুর হাতে মরার চেয়ে—সিকন্দরের হাতে মরা ভাল! (আক্রমণ)

(আচম্বিতে ভীম সর্দার, হিমু, আদিল শা ও আহম্মদের প্রবেশ ও উভয়কে ধৃত করণ)

হিমু। হিমু বেঁচে থাক্‌তে তা' হয় না—হিমুর হাতেই ম'র্‌তে হবে। বধ কর—বধ কর। না,—এখানে না—এখানে :না—সমারোহ ক'রে মৃত্যু দিতে হবে,—বন্দী ক'রে নিয়ে চল। দায়িত্বের মূল্য যারা জানেনা, দেশ যারা ভালবাসেনা, জাতির উন্নতি যারা চায় না, তারা বেঁচে থাক্‌লে তা'দের নিশ্বাসে সৃষ্টির সজীবতা নষ্ট হ'য়ে যাবে, মানুষ পশু হবে। বন্দী ক'রে নিয়ে চল।

[সিকন্দর ও ইব্রাহিমকে বন্দী করিয়া সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

[হিমুর প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দির]

কালীমূর্ত্তি।

[সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, যূপকাষ্ঠ প্রোথিত। ভীষণ খড়্গ হস্তে করিয়া
এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে, ছাগ শিশু দ্বিখণ্ডিত হইয়া
পড়িয়া আছে—হিমু স্থির ভাবে কি যেন ভাবিতেছেন।
এমন সময় মেহেরার প্রবেশ]

মেহেরা। পূজার শেষ হ'য়েছে মন্ত্রী?

হিমু। হু—কেবল নরবলি বাকী!

মেহেরা। নরবলি দেবে, সেকি!

হিমু। হুঁ। ইব্রাহিম আর সিকন্দর—তোমার ভগ্নীপতি, আর তোমার স্বামী। দেবনা? আমার শত্রু—রাজার শত্রু—দেশের শত্রু! ওই দেখ যূপকাষ্ঠ—ওই দেখ খড়্গ।

মেহেরা। চমৎকার হবে। জগৎ একটা পরিবর্ত্তন দেখবে—নূতন রকমে শত্রু দমন করা হবে; একটা বিভীষিকার মত পাঠানকে তার রাজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'তে ভয় দেখাবে।

হিমু। কিন্তু ইব্রাহিম আর সিকন্দর,—ভগ্নীপতি আর স্বামী!

মেহে। ভগ্নীর করুণ মুখ দেখে কেঁদে উঠব, স্বামীর ছিন্নমুণ্ড দেখে মূর্চ্ছা যাব— তথাপি মন্ত্রি। এ প্রজার আহ্বান, রাজার সেবা, তোমার কার্য্য। প্রয়োজন হয়—স্বহস্তে ওই খড়্গ ধ'রবো!

হিমু। তবে তাই কর, বর মা! এই খড়্গ ধর, তোমার সন্তানের উদ্যম আজ সফল কর। (মেহেরাকে খড়্গ দান) কে আছ, বন্দীদের নিয়ে এস।

(বন্দী ইব্রাহিম ও সিকন্দরকে লইয়া প্রহরিগণের প্রবেশ)

ইব্রাহিম শা! সমারোহ ক'রে ছেড়ে দিয়েছিলুম; ভেবে দেখ্‌লুম, তোমাদের ছেড়ে দেওয়া যায় না। আজ সমারোহ ক'রে তোমাদের মৃত্যু দণ্ড দেব! দেখ্‌ছো,—সমারোহ দেখ্‌ছো? ওই দেখ খড়্গ—খড়্গ কার হাতে দেখ্‌ছো! যাও—ইব্রাহিমকে এই যূপকাষ্ঠে নিক্ষেপ কর। (প্রহরী ইব্রাহিমকে যূপকাষ্ঠের দিকে লইয়া গেল) না, দাঁড়াও কিছু ব'ল্‌বার আছে ইব্রাহিম!

ইব্রা। কিছু না! না, আছে—যত শীঘ্র পার আমায় হত্যা কর।

হিমু। তা কি পারি ইব্রাহিম! তোমাকে আমি ভয় দেখাচ্ছিলুম। তোমাকে আমি মুক্তি দিলুম! দাও শৃঙ্খল খুলে দাও।

ইব্রা। আবার মুক্তি। না, ইতিহাসের প্রতি ছত্র কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত ক'রেছি, ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠা স্বজাতির রক্তে সিক্ত ক'রেছি। না, নিজের প্রাণের উপর আধিপত্য নেই, এ প্রাণ আবার বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবে। মন্ত্রি! মনে ক'রেছ, তুমি মুক্তি না দিলে আমি মুক্তি পাব না। কিছুতে না,—আমি মুক্তির আলো দেখ্‌তে পেয়েছি, এতদিনের পর বাজার ডাক শুন্‌তে পেয়েছি। (সহসা প্রহরীর কটিদেশ হইতে তরবারি লইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে, হিমু আসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাহার হস্ত ধরিল)

হিমু। তা' কি হয় ইব্রাহিম! আমার দণ্ড তুচ্ছ ক'রে তুমি কি পরিত্রাণ পেতে পার! বাঁধ—ফের বাঁধ। বেঁধে রেখে একে মুক্তি দিতে হবে। বাঁধ।

ইব্রা। নিষ্ঠুর, দিলে না, বড় শত্রুতা ক'র্‌লে।

সিক। (স্বগত) মন্দ কীর্ত্তি ক'র্‌লে না ত ইব্রাহিম! একটি মুহূর্ত্তের পরিশ্রমে খাসা অনুতাপ ক'র্‌লে! সিকন্দর পা'রবে না! না পা'রতেই হবে। (প্রকাশ্যে) মেহারা! সহধর্ম্মিণী আমার, দৃঢ়হস্তে খড়্গ ধর।

স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুমি নিজের হাতে কর। দেশের কাজ কর,—দশের কাজ কর; রাজার সেবা কর। মন্ত্রি! আমায় বধ কর।

(যূপকাষ্ঠে মাথা দিতে যাইল)

হিমু। হাঃ হাঃ হাঃ, বেশ মজা ক'র্‌লে যে সিকন্দর! যে হুকুম দিতে এসেছে, তাকেই হুকুম ক'রছ। তা হয় না সিকন্দর! অপরাধীর অভিরুচি মত দণ্ড হয় না। প্রাণে যখন তোমার এমন আকাঙ্ক্ষা,—এই যূপকাষ্ঠে—এই খাণ্ডাব তলায় মাথা পেতে দিতে যখন তোমার এতখানি অধ্যবসায়, তখন এ দণ্ড তোমায় দিয়ে আমি মিত্রের কাজ ক'র্‌তে পারি না। সিকন্দর শা। তোমায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলুম।

সিক। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। না, সহ্য ক'র্‌তে পা'র্‌ব না। বড় যন্ত্রণা। বড় যন্ত্রণা। মন্ত্রি! তুমি সৎ, মহৎ। শত্রু মিত্র মিলে, শত শত ষড়যন্ত্রে তোমার ধ্বংসে ছুটে গিয়েছি, বড় কষ্ট দিয়েছি, তা ব'লে তুমি প্রতিশোধে ক্ষিপ্ত হয়োনা। না, না, কারাদণ্ড দাও; আমার মত পাপীর শাস্তি এক নিমিষে হওয়া উচিত নয়। আমায় এমন ক'রে মারা উচিত যে, বহু শতাব্দী পরে আমার নাম শুনলে, পাপী আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌বে। দাও,—কারাদণ্ড দাও।

হিমু। তবে তোমার ভাগ্যে কারাদণ্ডও হ'ল না সিকন্দর! আমি ত মানুষ, অত মিষ্টিকথা,—অত প্রশংসা ক'র্‌লে কি তোমায় দণ্ড দিতে পারি। পারি না—তোমায় মুক্তি না দিয়ে থা'ক্‌তে পা'র্‌ছি না।

সিক। (স্বগত) না, তবে আর মিষ্টিকথা ব'ল্‌বো না। (প্রকাশ্যে) হিমু। এত স্পর্দ্ধায় তুমি মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রতিমুহূর্ত্তে যুদ্ধ ক'র্‌তে সাহস কর। তা হয় না, এমন দিন, - এমন একটা মুহূর্ত্ত মানুষের জীবনে আসে, যেদিন—যে মুহূর্ত্তে-সে মানুষের সমস্ত প্রতাপ তুচ্ছ ক'রে মুক্তির পথে চ'লে যায়, আজ সেই দিন এসেছে। পিশাচ!

শয়তান! রাক্ষস! দণ্ড দিবি না; এই আমি তোকে পদাঘাত ক'র্‌লুম। দে, দে—মৃত্যুদণ্ড দে—(পদাঘাত) পদাঘাত ক'র্‌লুম, তবু স্থির দাঁড়িয়ে রইলি। পিশাচ-শয়তান—এই দেখ, কি ক'রে দণ্ড নিতে হয় দেখ।

(হস্তস্থিত শৃঙ্খলে মস্তক ঠুকিতে লাগিল এবং রক্তাক্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল

হিমু। কর কি সিকন্দর। কর কি। আছে মূর্চ্ছা গেছে (পরীক্ষা করিয়া সোল্লাসে) পেয়েছি—পেয়েছি এতদিনের পর পেয়েছি জীবনের সমস্ত উদ্যম, সমস্ত অধ্যবসায় নিয়ে যার পেছু পেছু ছুটে এসেছি, আজ তাকে বুকের ভেতর খুঁজে পেয়েছি। মা। মা। চক্ষে জল কই? আনন্দে আজ সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হ'য়ে উঠেছে কই? আজ ফিরে পেয়েছি, সারাজীবন ধ'রে মনস্তুষ্টি ক'রে যা পাইনি, আজ তা' সিকন্দরের পদাঘাতে খুঁজে পেয়েছি।

ইব্রা। সিকন্দর—সিকন্দর—আজ তুমি আমাকে কাঁদিয়েছ।

মেহে। তা' ব'লে মুক্তি দিতে পা'রবে না মন্ত্রি! তোমায় দণ্ড দিতে হবে।

হিমু। এর চেয়ে কঠিন দণ্ড? না—মা। পৃথিবীতে নাই। বেজেছে মা, আজ পাথরের বুকে বেজেছে; বুকের ভেতর কার প্রবৃত্তি-গুলো গ'লে গিয়ে, ওই দেখ মা, অশ্রু হ'য়ে ইব্রাহিমের চোখ ফেটে প'ড়ছে। বেজেছে মা! অস্থি পঞ্জর ভেদ ক'রে মর্ম্মে গিয়ে বেজেছে। যাতনায় পাগল হ'য়ে গিয়ে ওই দেখ মা। সিকন্দরের জীবনের সাধনা আজ, আত্মঘাতী হ'য়ে রক্ত মেখে প'ড়ে র'য়েছে! সিকন্দর—ভাই!

(গাত্রে হস্ত প্রদান)

সিক। (সুস্থ হইয়া) নিষ্ঠুর! বড় চমৎকার প্রতিশোধ নিলে।

মেহে। মন্ত্রি! তুমি বাদশার প্রতিনিধি, ন্যায়ের দণ্ড হাতে ক'রে, তুমি বিচারাসনে ব'সেছ, রাজদ্রোহিতার শাস্তি প্রাণদণ্ড। ক্ষমা তুমি

ক'র্‌তে পারনা, ক্ষমা বাদশা ক'রতে পারেন। (চক্ষু নত করিলেন)

হিমু। আমি ক্ষমা ক'র্‌তে পারিনা? কিন্তু মা! তোর কণ্ঠস্বরে আমি যে একটা ব্যাকুলতা শুন্‌তে পাচ্ছি! করুণ বেদনা তোর বুকের ভেতর থেকে মর্ম্মজ্বালায় গ'লে অশ্রু হয়ে ছুটতে চাইছে! মা— মা। সিকন্দর যে তোর—না, না, কেন, আমি কি এ রাজ্যের কেউ নই? আমি ক্ষমা ক'রতে পারিনা? উত্তম, আমি বাদশার কাছ থেকে এদের প্রাণ ভিক্ষা ক'রে নেব। না দেন একটি মুহূর্ত্তের জন্য আমি বাদশাগিরি চেয়ে নেব--আমি এদের ক্ষমা ক'র্‌ব।

(টলিতে টলিতে আদিল শার প্রবেশ)

আদিল। কই হিমু। ইব্রাহিম আর সিকন্দরের ছিন্নমুণ্ড কই?

হিমু। বাদশা। এরা আজ প্রকৃত অনুতপ্ত—এদের ক্ষমা কর।

আদিল। কেন তুমিই ত এখনি বাদশা হ'য়ে সিংহাসনে ব'স্‌তে চাইছিলে। এত সাধ—বুঝেছি ষড়যন্ত্র ক'রেছ।

হিমু। কি ব'ল্‌লে—ষড়যন্ত্র! বাদশা। না, তুমি অতিরিক্ত সুরাপান ক'রেছ—যাও— এ স্থান ত্যাগ কর।

আদিল। আমি বাদশা—আমার ঐশ্বর্য্য—আমি সুরাপান ক'রেছি— না, বল কার হুকুমে তুমি এই শয়তানদের ছেড়ে দিয়েছ।

হিমু। তুমি প্রকৃতিস্থ থাক্‌লে ব'লতুম—তুমি অতিরিক্ত সুরাপান ক'রেছ, যাও—

আদিল। আমি সুরাপান ক'রেছি—উত্তম ক'রেছি; তুমি কি ক'রবে।

হিমু। আমি কি ক'র্‌ব! বাজার মত একটা রাজা পেয়েছি ব'লে গর্ব্ব ক'রে এসেছি--আজ সে গর্ব্বের শির নত হ'তে দেব না। জীবনে প্রয়োজন হ'লে তোমায় বন্দী ক'রে অন্তঃপুরে রুদ্ধ ক'রে রেখে আস্‌ব। মুক্তির মাতাল দেশের রাজা। - কাউকে জানতে দেবনা।

আদিল। বটে! এত স্পর্দ্ধা—আমার হুকুম, এই মুহূর্ত্তে এ রাজ্য হ'তে বহিস্কৃত হও—আর তুমি আমার মন্ত্রী নও।

হিমু। তোমার মন্ত্রী ব'লে আমি স্পর্দ্ধা করি না—কিন্তু তোমার দায়িত্বকে আমি সম্মান করি। আজ যদি প্রকৃতিস্থ থা'ক্‌তে বাদশা, নতমস্তকে আমি তোমার আদেশ পালন ক'র্‌তুম—কিন্তু এখন পারিনা—আমার একটা কর্ত্তব্য আছে—একটা উন্মত্তের কথায় আমি রাজ্যত্যাগ ক'র্‌তে পারিনা।

আদিল। ইব্রাহিম! বন্দী কর—

ইব্রাহিম। স্থির হও বাদশা—ইব্রাহিমের সে দিন চলে গেছে।

আদিল। ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র—সিকন্দর। এ মন্ত্রিত্ব তোমার—বন্দী কর।

সিকন্দর। ষড়যন্ত্র। বাদশা। হিমু যদি ষড়যন্ত্র ক'রত—তা' হ'লে তোমার অস্তিত্ব এ পৃথিবী হ'তে বহুদিন বিলুপ্ত হ'য়ে যেত। ঐ শিরে ঐ মুকুট শোভা পেত না—ঐ শির এতদিন শৃগাল কুকুরের আহার হ'ত।

আদিল। উত্তম—কারও সাহায্য চাই না। এখনি প্রহরীদের ডা'ক্‌ব। হিমু—আমার আদেশ লঙ্ঘন ক'র্‌লে, কিন্তু তারা এসে তোমায় বন্দী ক'র্‌বে—তোমার ঐ দেবীমূর্ত্তি চূর্ণ ক'র্‌বে—

সিকন্দর। তার আগে তোমার ছিন্ন শির ধূলায় গড়াবে।

হিমু। কি ব'ল্‌লে বাদশা! দেবীমূর্ত্তি চূর্ণ ক'র্‌বে! রাজা হয়ে প্রজার ধর্ম্মে হাত দেবে! তবে আমি এতদিন কি ক'রেছি—না—ডাক বাদশা। প্রহরীদের কেন—তোমার রাজ্যের প্রত্যেক অধিবাসীকে ডাক—দেখবে এই চক্ষু থেকে অগ্নিকণা বেরুবে—এই নিশ্বাসে ঝটিকা ব'য়ে যাবে—এই হস্তে বজ্রের শক্তি দেখবে। একা হিমু—শত সহস্র লক্ষ কোটী হয়ে ঐ মাতৃমূর্ত্তি রক্ষা ক'র্‌বে।

আদিল। উন্মাদ—উন্মাদ—কেউ তোমার স্বপক্ষে দাঁড়াবে না।

(চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ। সকলে দাঁড়াবে—বাদশা হ'য়ে আজ যদি তুমি জাতির ধর্ম্মে হাত দিতে যাও—তা'হলে প্রত্যেক নরনারী তোমার বিপক্ষে দাঁড়াবে—সহধর্ম্মিণী আমি—আমিও তোমার বিপক্ষে দাঁড়াব।

আদিল। চমৎকার—চমৎকার—এ দৃশ্য, না অনুভূতি—এ স্বপ্ন না সত্য! রূপ রস গন্ধ—ভাব ভাষা ছন্দ আজ গ'লে গিয়ে উজান ব'য়ে ছুটে চ'লেছে—কোন দেশের উজান বারি আজ উথলে উঠে মরুভূমি ভাসিয়ে দিয়েছে—কি বাহার—কি বাহার—একি সেই ইব্রাহিম—একি সেই সিকন্দর—একি সেই চাঁদ—একি সেই আমি! এস, কে কোথায় আছ—ছুটে এস—দেখে যাও—এক তীর্থে একাসনে ব'সে আজ হিন্দু-মুসলমান উপাসনা ক'রছে—হিন্দু-মুসলমান আজ এক হয়ে বক্ষে বক্ষ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ইব্রাহিম! সিকন্দর! ভাই আমায় বধ কর—বেঁচে থাকলে বোধ হয় এ দৃশ্য আর দেখ্‌তে পাব না। হিমু! মন্ত্রি! দেবতা! আমি সুরাপান করিনি—আমি প্রকৃতিস্থ—একটি মুহূর্ত্তের বাদশাগরি কেন? আজ আমি তোমায় আমার বাদশাহ চিরদিনের মত দিতে এসেছি। হিমু! বন্ধু! পাঠান সাম্রাজ্যখানা চুরমার ক'রে দিতে শত্রুমিত্রে ষড়যন্ত্র করেছিল, রাজ্যের শৃঙ্খলা শয়তানের অত্যাচারে উত্তপ্ত হ'য়ে, বিশৃঙ্খলার মূর্ত্তিতে সারা সাম্রাজ্য জুড়ে কোলাহল তুলেছিল, আর তুমি বিধাতা পুরুষের মত একটি অঙ্গুলি সঞ্চালন ক'রে,—যাদুকরের মত তোমার যাদুদণ্ড বুলিয়ে অঘোর নিদ্রায় নিস্তব্ধ ক'রে দিলে। পাঠান-সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্লে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিন্দুবীর! তুমি শুধু রাজ্যজয় করনি, চরিত্র জয় করেছ, আমায় মানুষ করেছ—ইব্রাহিম সিকন্দরকে দেবতা করেছ—আর তুমি হিমু নও—বাদশার মন্ত্রী নও, আজ হ'তে তুমি স্বাধীন নরপতি—আজ হ'তে তুমি মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য। (মাথায় মুকুট পরাইয়া

দিলেন) দাও মহারাজ! মুক্তি দাও—ভগ্নীর করুণ মুখপানে চাও, আমার আদরের ভগ্নীপতিদের মুক্তি দাও। (জানুপাতিয়া উপবেশন)

হিমু। তবে তবে, আমায় এ অভিনব অভ্যুত্থানের দিনে, আমার এ নবজীবনের জন্মতিথির দিনে, আজ আমি তোমায় কি দিয়ে পূজা ক'র্‌ব বাদশা! ভাই সব! মুক্ত তোমরা। বাদশা আজ বড় আদর ক'রে তোমাদের বুকে তুলে নিলেন। বল ভাই! হিংসা দ্বেষ ভুলে, শত্রুমিত্র মিলে, উচ্চকণ্ঠে বল—"জয় পাঠান সম্রাট আদিল শার জয়।"

(নিজ মস্তক হইতে মুকুট লইয়া আদিল শার পদতলে স্থাপন)

সকলে। জয় পাঠান-সম্রাট আদিলশার জয়।





পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[পাঞ্জাব]

বাইরাম, আকবর ও বাদশার মুকুট হস্তে হুমায়ুনের মন্ত্রী

আক। মন্ত্রি! মন্ত্রি! পিতা নেই! পিতা নেই! ওহো! একি সংবাদ আন্‌লে! ওহে—হো!

বাই। চুপকর আকবর

আক। চুপ ক'রব! আমায় চোখ রাঙ্গাচ্ছ নিঠুর! একটু কষ্ট হ'চ্চে না! না, না - আমায় কাঁদতে দাও খানখানান। আমি আজ পিতৃহীন!

বাই। এ কান্নার সময় নয় আকবর! সমস্ত পৃথিবী খুঁজে উপচার এনে, যে ব্রতের অনুষ্ঠান ক'রে পিতা তোমার অকালে জগৎ ছেড়ে চ'লে গিয়েছেন, পিতৃভক্ত সন্তান, সে ব্রতের উদ্‌যাপন ক'রে পিতার আশীষ গ্রহণ কর, দু'ফোঁটা চ'খের জলে পিতৃকার্য্য সমাপ্ত ক'রনা।

আক। খান্‌খানান! চ'খের জলে দৃষ্টিশক্তি যে অন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে, এ ভগ্ন প্রাণ নিয়ে আমি কতখানি অগ্রসর হব?

বাই। আকবর শোন, এই নাও মুকুট—বিধাতার আশীর্ব্বাদ। এস বাদশা হও (মস্তকে মুকুট স্থাপন)

আক। তবে তবে—খোদা! আমায় দয়া কর, মরুভূমিতে আমার জন্ম, তপ্ত বালুরাশি অগ্নি বৃষ্টি ক'রে আমার জীবন প্রভাতকে অভিষেক ক'রেছিল; আমার নূতন ক'রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে দাও মেহেরবান্! বড় দুঃখী আমি, আমায় দয়া কর,—মনুষ্যত্ব দাও, চরিত্র দাও, বুকভরা দয়ামায়া দাও।

(নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

স্বাগত স্বাগত সর্ব্বগুণযুত মহিমামণ্ডিত নৃপতি।
কৃপায় ধর ধর ফুল ফুলহার মাখান ভকতি প্রীতি॥
মুকুটে ধরিয়া বিবির আশীষ,
তাপিত ভারতে শান্তি বরিষ,
মুছায়ে বিষাদ, ফুটাও হরিষ নিশান্তে অরুণ ভাতি।
তোমার সুযশে ভরুক ভুবন।
আদর্শ হ'ক তব সুশাসন,
তোমার কীর্ত্তি করিয়া বহন,—
ইতিহাস হ'ক জন বিমোহন বিতরি প্রতিভা জ্যোতি।
"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা লভহ অতুল খ্যাতি॥

[সকলের প্রস্থান।

বাই। দেখলে সম্রাট! খোদার আশীর্ব্বাদ জীবন্ত মূর্ত্তিতে তোমার প্রজার কণ্ঠ হ'তে গীতির ঝঙ্কারে তোমায় সম্রাট ব'লে অভিবাদন ক'রে চ'লে গেল। ভাগ্যবান্ বাদশা! ধাতার চরণে মস্তক নত ক'রে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। (প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। পাণিপথ থেকে বিশক্রোশ দূরে হিমু সমস্ত পাঠান নিয়ে তাঁবু ফেলেছে। [প্রহরীর প্রস্থান।

বাই। পাঠান তোমাকে উচ্ছেদ ক'রতে ছুটে আসছে। হুকুম কর বাদশা।

আক। যুদ্ধ দেব।

বাই। বীরপুত্র! এই ত বাদশার মত কথা। আবার পাণিপথে রণসজ্জা ক'রতে হবে, সেবার শুধু ভিত্তিস্তম্ভ হয়েছিল,—এবার পাণিপথে মোগলের কীর্ত্তি মন্দির নির্ম্মাণ ক'রতে হবে। এ আমার আজ্ঞা নয়, এ খোদার প্রত্যাদেশ, ঈশ্বরের আয়োজন।

(তর্দীবেগের প্রবেশ)

তর্দী। খোদার প্রত্যাদেশ মোগলের কর্ণে পৌঁছোয়নি খান্‌খানান! খোদার প্রত্যাদেশ পাঠান সাম্রাজ্যের বাতাসের সঙ্গে মিশে, অভিনব এক শক্তির সৃষ্টি ক'রেছে—মোগল পরাজিত হ'য়েছে—মোগল পরাজিত হবে,—এই খোদার আজ্ঞা।

বাই। তর্দীবেগ! কাফের-হস্তে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছ? ম'রতে পারনি?

তর্দী। তর্দীবেগ পরাজিত হ'য়েছে, এবার খানখানানও পরাজিত হবে।

বাই। মোগল সৈন্য তোমার মত ভীরু নয়! আর বাইরাম তর্দীবেগ নয়; বাইরাম—'বাইরাম'!

তর্দী। আঃ সেই হিমু, মোগলের দর্প-খর্ব্বকারী হিমু, সে যে তরঙ্গের মত চঞ্চল, পর্ব্বতের মত অটল, তপস্বীর মত ধর্ম্ম-ভীরু আবার বজ্রের মত সাহসী। সে তীর্থের মত পবিত্র, ভক্তির মত নত দেবতার মত জাগ্রত। খানখানান! সে অপরাধীকে ক্ষমা করে, শত্রুকে ভালবাসে, শয়তানকে বুকভরা আলিঙ্গন দেয়। আমার মত শয়তান সেই দেবতার করস্পর্শে, মুহূর্ত্তে মানুষ হ'য়ে তার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ল, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

বাই। আর বাইরাম ঘাতকের মত নিষ্ঠুর! তর্দীবেগ, হিমু তোমায় মুক্তি দিতে পারেনি, আমি তোমাকে মুক্তি দেব। পরাজিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত কাপুরুষ! শত্রুর প্রশংসা ক'রে বাইরামের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকৃতে চাও! বাইরাম একবার ক্ষমা ক'রেছিল, এবার শাস্তি নিতে হবে। কোন্ হ্যায়! (প্রহরীর প্রবেশ) নিয়ে যাও। কোমর পর্য্যন্ত মাটীতে পুঁতে রাখ, ম'রতে দিয়োনা, একটু একটু খাস্ত দিও, সপ্তাহ পরে কেটে ফেল।

তর্দী। তোকেও এমনি ক'রে হত্যা ক'রবে ঘাতক।

[প্রহরী ও তর্দীবেগের প্রস্থান।

আক। খানখানান্! খানখানান্! রাজত্বের প্রথম মুহূর্ত্তে তুমি রক্তপাত ক'রনা। এই ছুর্দ্দিনে—

বাই। চুপকর আকবর। ওই পথ, এই পথ, ভগ্ন ব্রতের উদ্‌যাপন ক'রতে ওই পথ। হত্যা—হত্যা—শুধু ওই হত্যা। চ'লে এস বাদশা!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[পাণিপথ।]

(আমিনার প্রবেশ)

আমিনা। হ'লনা—বাঁদী, বাঁদীই র'য়ে গেল। বেশ্যার ক্রোধ ব্যর্থ হ'ল, মোগলের শক্তি ত্রস্ত হ'ল, বাইরামের কূট বুদ্ধি পরাস্ত হ'ল! বাঁদী, বাঁদীর বাঁদী হ'য়ে গেল।

(বেগে রামের প্রবেশ)

রাম। এনেছি—একটা ভীলকে মেরে তার পোষাক, তীর, ধনুক, সব এনেছি; কিন্তু তোমার জন্য আর একটু হ'লে ম'রছিলুম।

আমিনা। আর আমি ছুনিয়া ছেড়ে তোমার সঙ্গ নিয়েছি লাক;—নাও, এই পোষাকটা পরে ফেল, ভীলের দলে মিশে যাও।

ছিমুর কাছে যেতে চেষ্টা কর, তারপর কোন রকমে একটা তীর তার চোখে বসিয়ে দিয়ে চ'লে এসো।

রাম। (ক্রুদ্ধস্বরে) বাঁদি! না না; ভাইয়ের যাতে ধ্বংস হয়, তাই ক'র্‌ব' কিন্তু অতটা পা'র্‌ব না। নিজের হাতে না, আমি অনুসন্ধান ক'রে দেব, পথ দেখিয়ে দেব, ভাই ব'লে গলা জড়িয়ে ধ'র্‌ব। জগৎকে ভ্রাতৃ-স্নেহ দেখাতে মোহিত হ'য়ে যখন ভাই আমায় বুকভরা আলিঙ্গন দেবে, তখন তুমি ছুরী বসিয়ে দিয়ো। এস, নিজের হাতে আমায় মা'র্‌তে ব'লনা। রাগ ক'রনা—এস,—দেখ্‌বে এস [প্রস্থান।

আমি। তবে আমিই ভীল সাজ্‌ব—এ তীর আমিই তার চোখে বসিয়ে দেব, নারীত্ব বিসর্জ্জন দেব—পিশাচী হব-- [প্রস্থান।

(নেপথ্যে কামানগর্জ্জন)

(দশ বার জন মোগল সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। আরে চাচা! ব্যায়রাম মিঞা যখন পালাচ্ছে, তখন আমাদের রোকে কে? সটান লম্বা—সটান লম্বা—

২য় সৈন্য। ওঃ! মিঞাজান্ একবারে পেছু ফিরে তাকাবা'রও ফুরসৎ পাচ্ছে না! [প্রস্থান।

(সিকন্দর ও সৈনিকবেশে মেহেরার প্রবেশ)

সিক। চমৎকার তুমি সেজেছ মেহেরা!

মেহেরা। চুপ কর! মেহেরা ব'লে আমায় ডেক না। নারীর নাম শুন্‌লে আমার বক্ষের সাহস, নারীর মত অবগুণ্ঠন দেবে। এ যুদ্ধক্ষেত্রের অগ্ন্যাগারের মাঝখানে আর দাঁড়াতে চাইবে না।

সিক। না, তবে আর তোমাকে মেহেরা ব'লে ডাক্‌ব না। সিকন্দর আজ তোমার সাহসে, তার দুর্ব্বল প্রাণটুকুর সংস্কার ক'রে নিয়েছে। সে আজ তোমার হাত ধ'রে অন্ধের মত তার কলুষ আত্মার মুক্তির জন্য ছুটে চ'লেছে। (নেপথ্যে কামান গর্জ্জন)

সিক। ঐ আবার গর্জ্জে উঠ্‌ল? মোগল পাঠানের কামান বজ্র নিঃস্বনে গর্জ্জে উঠল। রাজভক্তের প্রাণ, বীরের প্রাণও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রতিধ্বনি ক'রে উঠল। তবে সিকন্দর, তবে স্থির হ'যে থাক্‌বে কেন? না না, সিকন্দরের বুক ও আজ ফুলে উঠেছে, উদ্যমহীন কৃতঘ্ন সিকন্দরও আজ যেন কোন একটা অজানা দেশের বুক ভরা সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে পেয়েছে। চল মেহেরা! বীরের বীরত্বের পরীক্ষা নিতে, ভক্তের ভক্তির পরিচয় নিতে, সাধককে সিদ্ধি দিতে পাণিপথ আজ তার বুকের উপর এক অভিনব মিলন মন্দিরের সৃষ্টি ক'রেছে। চল মেহেরা! আজ রণ-সাজে মাথা নত ক'রে, দম্পতীর হৃদয় রক্তে সে মন্দির ধৌত ক'রে দিই; রাজার কীর্ত্তি রাজার প্রতিষ্ঠা দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রেমালিঙ্গনে ভেসে চ'লে যাই।

(নেপথ্যে কামান গর্জ্জন)

(মেহেরার গীত)

ভীমনাদে শুন কামান গর্জ্জন।
রুধির ঢালিতে ধাইছে বীরগণ॥
যাহার প্রসাদে ল'ভেছি তোমারে,
সে ঋণ শোধিব পশিব সমরে।
অন্তর চঞ্চল, দ্রুত চল চল
অর্জ্জিব জয় কি বর্জ্জিব জীবন॥
উজ্জ্বল হৃদয় কি নব আলোকে,
শিহরে পরাণ কি নব পুলকে।
কি ভাব উথলে—মরণ উপকূলে;—
দোঁহার হবে পুনঃ মহান মিলন॥

[গীতান্তে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থল। হিমু।

হিমু। পাঠান—পাঠান—বাইরামকে বন্দী কর।

(ভীলবেশে আমিনার প্রবেশ)

আমিনা। বাকাল বাকাল, বড় জবর খবর আছে, বড় জবর আছে।

হিমু। কি সংবাদ ; সর্দ্দার কোথায় ?

আমিনা। দেখ্‌তে পাচ্ছিস না ? ওই যে—ওই যে সর্দ্দার !

(হিমু আমিনার নির্দ্দেশিতস্থানে লক্ষ্য করিতে গেল, ইত্যবসরে আমিনা হিমুর চক্ষে তীর বিদ্ধ করিয়া দিল)

হিমু। কেরে—কেরে—তুই বিশ্বাসঘাতক ভীল, (বসিয়া পড়িল) না না, ভীল ত কখনও বিশ্বাসঘাতক নয়। যে হও, বল, তুমি ছদ্মবেশী। ভীল হ'লেও বল, তুমি ভীল নও। আমার একমাত্র অবলম্বন আজ ধূলিসাৎ ক'রে দিওনা; আমার শেষ বিশ্বাসটুকু নষ্ট ক'রে দিয়োনা।

আমি। কে ব'লে আমি ভীল ? আমি সেই বাঁদী। কি ক'র্‌ব ? উপায় নেই, তোমাকে শেষ না ক'র্‌তে পা'র্‌লে কি ক'রে—আদিলশার বুকের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য ক'র্‌ব ? [প্রস্থান।

হিমু! কি ক'রলি! একটু বুঝ্‌লিনি! পাঠান—পাঠান—! যুদ্ধ শেষ কর—যুদ্ধ শেষ কর। আর আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না। বাঁদী—বাঁদী। এ চোখটাতেও একটা তীর বসিয়ে দে। (মূর্চ্ছা)

(ইব্রাহিম ও ভীল সর্দ্দারের প্রবেশ)

ইব্রা। একি। ধূলোয় প'ড়ে কেন সর্দ্দার ? কি হ'ল ! এযে রক্তে সব ভেসে গেছে। কি হ'ল সর্দ্দার !

সর্দ্দার। বাকাল—বাকাল—তোকে কি ক'রে বাঁচাব রে !

(নেপথ্যে বিপক্ষীয় সৈন্যগণের জয়োল্লাস)

ইব্রা। ওই এসে প'ড়্ল! সর্দ্দার—সর্দ্দার! তোমার মা কালীর নাম স্মরণ ক'রে, প্রাণপণ শক্তিতে মোগলকে বাধা দাও, আর আমি, এই মূর্চ্ছিত দেহ স্কন্ধে ক'রে, এ স্থান ত্যাগ ক'র্তে চেষ্টা করি।

(তুলিতে গেলেন)

সর্দ্দার। কালীমায়ী কি জয়! তুই পালা ইব্রাহিম! এই আমি এখানে দাঁড়ালুম, যতক্ষণ না তুই পালাতে পারিস্, ততক্ষণ একজনকেও তোর পেছু নিতে দেব না, এই দাঁড়ালুম।

("আল্লাহো আকবর" শব্দ করিয়া বাইরাম ও মোগল সৈন্যগণের প্রবেশ)

হ'লনা ইব্রাহিম, আর হ'লনা, পালাতে পার্লি না।

ইব্রা। দাঁড়াও সর্দ্দার! বুক পেতে দিয়ে দাঁড়াও! দেহে যতক্ষণ এক বিন্দু শোণিত থাক্বে, ততক্ষণ এক পা কাউকে এগুতে দিয়োনা। (যুদ্ধ করণ)

বাইরাম। একসঙ্গে সব আঘাত কর,—টুক্রো টুক্রো ক'রে ফেল!

(ভীল সর্দ্দারের সহিত মোগল সৈন্যগণের তুমুল যুদ্ধ)

সর্দ্দার। (পড়িয়া গিয়া উঠিতে গেল) ইব্রাহিম—ইব্রাহিম! হ'লনা, আর পালাতে পা'র্লি না। না, যতক্ষণ জান্ আছে, দুষমনকে সব মা'র্তে হবে। (উত্থান ও আঘাত) উঃ, আর পারি না—বাকাল—বাকোল—(পতন ও মৃত্যু)।

ইব্রাহিম। খোদা! খোদা! আমার দেহে শক্তি দাও, আমার রাজাকে রক্ষা করি। (যুদ্ধকরণ ও পড়িয়া যাইবার উপক্রম)

হিমু। (মূর্চ্ছা ভঙ্গে) একি! ইব্রাহিম! একা যুদ্ধ ক'রছে! না না, একা ত ইব্রাহিম পা'রবে না। ওঠ হিমু ওঠ, তোমার জন্য

তোমার প্রাণরক্ষাকারীর প্রাণ যায়—ওঠ! (উঠিয়া মোগল সৈন্যগণকে আক্রমণ)

(কয়েকজন মোগলসৈন্যের মৃত্যু ও বাইরামের সৈন্যসহ পলায়ন)

ইব্রাহিম। রাজা—রাজা! উঠেছ! ওঠ—পালাও! একা পা'রবে না— (মৃত্যু)

হিমু। ইব্রাহিম! ইব্রাহিম! ভাই ভাই, সর্দ্দার সর্দ্দার—আমার জন্য প্রাণ দিলি—তুচ্ছ দোকানদারের জন্য প্রাণ দিলি! না, তবে আর উঠ্‌ব না,—মা কালি! হাতে তুলে দিয়ে কেড়ে নিলি মা! (পুনঃ মূর্চ্ছিত হইলেন)

(মোগল সৈন্যগণের পুনঃ প্রবেশ)

১ম সৈন্য। বাঁধো, বাঁধো, কাফেরটা বোধ হয় এখনো বেঁচে আছে।

(বেগে মেহেরা ও সিকন্দরের প্রবেশ)

সিকন্দর। কে বাঁধে? সিকন্দর বেঁচে থাকৃতে, তার রাজাকে কে বেঁধে নিয়ে যায়? (উভয়ের আক্রমণে মোগল সৈন্যগণের পলায়ন)

মেহেরা। হিমু! সন্তান আমার। ওঠ,—একবার মা ব'লে ডাক।

সিকন্দর। এই যে ম'রেছে ইব্রাহিম! খাসা প্রাণ দিয়েছে! দেবতার দ্বারে চমৎকার মাথা নত ক'রে দিয়েছে; জীবনের সমস্ত মহাপাপ দেহের রক্তে ধৌত ক'রে ফেলেছে! ইব্রাহিম! ভাই! দেবতার চেয়ে বড় হ'য়ে গেছ। সর্দ্দার—সর্দ্দার! রাজা—রাজা!

হিমু। (মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া) মা—এসেছ? সিকন্দর, এসেছ?

মেহেরা। বেঁচে আছ, হিমু বেঁচে আছ? তবে কি ক'রে রক্ষা ক'রব? কে রক্ষা করবে?

হিমু। সিকন্দর, ভাই! ধর, আমায় ধর! শুয়ে থাকলে ত' চ'লবে না, উঠ্‌তেই হবে। এখনও কাজ বাকী র'য়েছে, এখনও

প্রাণ র'য়েছে, এখনও একটা চক্ষু র'য়েছে। ফেরাতে হবে—ফেরাতে হবে। হিমুর অধ্যবসায় আকাশকুসুম গড়েনি, তা' মোগলকে দেখাতে হবে। [সকলের প্রস্থান।

(ভীলবেশে কতকগুলি মোগলসৈন্য ও বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। হ'লনা,—কোন রকমে হ'লনা! দেখি, শেষ চেষ্টা—শেষ চেষ্টা। চুপ! ওই একজন আসছে। বাদশা! বাদশা! পেছনে অনেক সৈন্য, সরে আয়। [সকলের প্রস্থান।

(আদিলশার প্রবেশ)

(ভীলসৈন্যবেশে জনৈক মোগল সৈন্যের প্রবেশ)

মো সৈন্য। বাদশা—বাদশা! মোদের রাজা, তুহার হিমুকে মোগল বেঁধে নিয়েছে; ছুটে আয়—ছুটে আয়—!

আদিল। এঁ্যা! হিমু বন্দী! সৈন্যগণ! ভীলগণ! যুদ্ধ স্থগিত রেখে ছুটে এস! রাজ্য যাক্—ঐশ্বর্য্য যাক্, সিংহাসন যাক্, সব যাক্! সব ফেলে রেখে ছুটে এস। তোমাদের রাজ্যের চেয়ে যে বড়, তোমাদের রাজার চেয়ে যে বড়, তোমাদের প্রাণাপেক্ষা যে প্রিয়, সেই হিমু আজ শত্রু করে বন্দী; উদ্ধার কর্ত্তে হবে। সমস্ত মোগলকে ধ্বংস ক'রে, হিমুকে রক্ষা কর্ত্তে হবে। একটি একটি ক'রে সমস্ত পাঠানকে প্রাণ দিয়ে হিমুকে রক্ষা কর্ত্তে হবে। [প্রস্থান।

(বাইরামের পুনঃ প্রবেশ)

বাইরাম। (যাইতে যাইতে) বাঁধ বাঁধ, যেমন ক'রে হোক বাঁধ, ঘোড়ায় তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে দাও! [পশ্চাৎ প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

[পাণিপথ শিবির।]

হিমু ও সিকন্দর।

হিমু। সিকন্দর! ভাই! আমাদের জয় হ'য়েছে, কিন্তু আমাদের ইব্রাহিম কই? আমাদের ভীমসন্দার কই? আমাদের আহম্মদ কই? আমরা যে বুকের রক্ত পাণিপথে সব ঢেলে দিয়ে এসেছি ভাই!

সিকন্দর। বুক চিরে বুকের রক্ত দিয়েছ, একটা চক্ষু উপড়ে পাণিপথে রেখে এসেছে; আর কি দেবে রাজা?

(বেগে একজন সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। রাজা! রাজা! বাদশা বন্দী, জনকতক মোগল, ভীল সেজে এসে 'তুমি বন্দী হ'য়েছ, তোমাকে উদ্ধার কর্ত্তে হবে' এই কথা ব'লে বাদশাকে বন্দী ক'রে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে পালিয়েছে।

হিমু। এ্যা! বাদশা বন্দী, হিমুর রাজা বন্দী! হিমুর একটা চক্ষু থাকতে হিমুর রাজা বন্দী! কি হ'ল—কি হ'ল, তবে কি জয় ক'রলুম—বুক চিরে তবে কি রক্ত দিলুম—এ সংবাদ শোনবার আগে আমি বধির হ'য়ে গেলুম না কেন? সিকন্দর! কি ক'রবে—কি ক'রবে? কি ক'রে বাদশাকে উদ্ধার ক'রবে।

(একজন মোগল দূতের প্রবেশ)

মোগল। একটা উপায় আছে পাঠান।

হিমু। উপায় আছে, কে তুমি?

মোগল। আমি মোগল দূত।

হিমু। মোগল দূত! তুমি উপায় ব'লে দেবে? বল কি উপায়?

মোগল। আমরা রাজা চাই না, সিংহাসন চাই না, কেবল আপনাদের হিমু যদি আমাদের বাইরামখাঁর হস্তে আত্মসমর্পণ

করে, তা' হলে বাইরাম খাঁ বাদশাকে মুক্তি দেবে, কোরাণ ছুঁয়ে ব'লেছে।

সিকন্দর। মোগলের বিরুদ্ধে যদি অভিযান করি।

মোগল। হয়ত কেন নিশ্চয় আমরা ধ্বংস হব, কিন্তু তার আগে বাদসাকে হত্যা ক'রে যাবো।

হিমু। আর যদি নিরস্ত থাকি!

মোগল। আমাদের ক্ষতিপূরণ হবেনা, আমরা বাদশাকে হত্যা ক'র্ব।

সিকন্দর। আর যদি তোমাকে বন্দী করি মোগল!

মোগল। আমায় এখনি ফিরতে হবে, যদি বিলম্ব হয়, তারা বুঝবে আমি হত বা বন্দী হ'য়েছি, তারা বাদশাকে হত্যা কর'বে।

হিমু। না,—না, বিলম্ব ক'রনা, এই মুহূর্ত্তে প্রস্থান ক'রে সংবাদ দাও, নির্ব্বিঘ্নে তুমি কার্য্য সম্পন্ন ক'রে ফিরে এসেছ।

মোগল। উত্তম। [প্রস্থান।

হিমু। শিরে দংশন ক'রেছে—শিরে দংশন করেছে, কি হ'ল সিকন্দর! কি যুদ্ধ ক'র্লুম—কি জয় ক'র্লুম! আজ পদদলিত শত্রু কি স্পর্দ্ধায় বিজেতার দ্বারে দাঁড়িয়ে শাসন ক'রে গেল। না সিকন্দর! আমার মন্ত্রিত্ব তোমায় গ্রহণ ক'রতে হবে—আমার সেনাপতিত্ব তুমি নাও—আমি শত্রু-শিবিরে যাব—আমি ধরা দেব—রাজার জন্য প্রাণ দেব।

সিক। উন্মাদ তুমি রাজা! মোগল বাদশাকে বন্দী ক'রেছে তোমায়ও বন্দী ক'র্বে।

হিমু। ঠিক ব'লেছ—তাহ'লে মোগলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে? না——না—তারা বাদশাকে হত্যা ক'র্বে।—নিরস্ত থাক্‌বে? আমার রাজার ছিন্ন শির ধূলায় গড়াবে!—না—আমি ধরা দেব। সিকন্দর, ভাই, তারা যদি আমাকে বন্দী করে, তবে কতটুকু যাবে ভাই—শুধু আমি

যাব- কিন্তু আমরা ত জয়ী হ'য়েছি—এখনও যথেষ্ট সৈন্য অবশিষ্ট আছে। দেশের জন্য প্রাণপাত ক'রতে আমি তাদের শিখিয়েছি। তুমি অনায়াসে পা'র্বে—মুষ্টিমেয় মোগলকে তুচ্ছ ক'রে পাঠানের বিজয় ডঙ্কা ইঙ্গিতে বাজাতে পা'র্বে।

সিক। শত্রুর হস্তে যখন বাদশা প'ড়েছেন—শত্রু যখন তাঁকে হত্যা ক'র্তে দৃঢ়সঙ্কল্প হ'য়েছে তখন তাঁর আশা ত্যাগ কর—এস আবার মোগলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হই—তাদের সমূলে ধ্বংস করি।

হিম। ঠিক ব'লেছ—চল মোগল ধ্বংস ক'রে চ'লে আসি—কিন্তু তার পর কোথায় যাব—সম্রাজ্ঞীর কাছে কি ক'রে দাঁড়াব—মা ব'লে যাকে ডেকেছি—তাঁর মুখপানে কেমন ক'রে তাকাব! বাদশাকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ফিরে এসেছি—কি ক'রে ব'লব? পতিহীনা নারীর মর্ম্মস্পর্শী মূর্ত্তি কি ক'রে দেখব!—না—পা'রব না—সিকন্দর এই নাও আমার মন্ত্রিত্ব—এই নাও আমার সেনাপতিত্ব। না সিকন্দর—বাধা দিওনা তারা কোরাণ ছুঁয়ে ব'লেছে, মানুষই ত মানুষের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে সিকন্দর। তবে তারা কেন ক'রবে না?—না তারা মুক্তি দেবে—যদি না দেয় মরুভূমির মত পাষাণ যদি হয়—আমি কেঁদে মরুভূমি গলিয়ে দেব—বুকের রক্তে মরুভূমি ভিজিয়ে দেব। সিকন্দর! আমি সে মূর্ত্তি দেখতে পা'র্ব না—সিকন্দর! আমি চল্লুম—আমার শেষ চেষ্টা—বাধা দিও না। ভগবান! ভগবান্ তুমিই ভরসা। [প্রস্থান।

সিকন্দর। যাও রাজা! তোমায় বাধা আমি কি ক'রে দেব। তুমি ত মানুষ নও—তুমি দেবতা—শুধু তোমাকে নয়—যে বংশে তুমি জন্মেছ—সেই বংশকে কৃতজ্ঞ সিকন্দর আজ শত শত সেলাম্ ক'র্ছে! ধন্য সে জাতি—যে জাতিতে তোমার ন্যায় মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়েছে।

পঞ্চম দৃশ্য।

[মোগল শিবির]

আকবর ও বাইরাম।

বাইরাম। যুদ্ধ ক'রে বাদশাকে বন্দী করা হ'য়েছে।

আক। যুদ্ধ ক'রে বাদশাকে বন্দী করা হ'য়েছে, কিন্তু যখন আমাদের পরাজয় হ'য়েছে, তখন বাদশাকে বন্দী ক'রে রেখে লাভ কি? বাদশাকে মুক্তি দাও, খান্‌খানান্!

বাই। আবার যুদ্ধ ক'রতে হবে, যাও আকবর। নিদ্রা যাওগে —আমি চিন্তা ক'র্‌ছি। [আকবরের প্রস্থান। পরাজয়ের উপর পরাজয়; তবু ছল, তবু কৌশল—কেন? কার জন্য? আকবরকে সিংহাসনে বসাতে? না—কখনও না। বাইরামের দর্পকে মুকুট পরাতে। কিন্তু সে যে আকাশ কুসুম হ'য়ে গেল। আমি যার উপর ভর ক'রে এই প্রান্তরে পালিয়ে এসে অপেক্ষা ক'র্‌ছি—সে যে একেবারে অসম্ভব। হিমু কি জানেনা, একবার শত্রুর কবলে পড়্‌লে আর উদ্ধার নেই। সে কি জানেনা যে, আমি তাকেও হত্যা কর্‌ব বাদশাকেও মুক্তি দেব না? অসম্ভব—অসম্ভব! কি ভুল ক'রেছি, শূন্যের উপর ভর দিয়ে কি ক'রে দাঁড়িয়ে আছি! হয়ত সসৈন্যে হিমু আ'স্‌ছে, হয়ত চতুর্গুণ বিক্রমে বাদশাকে উদ্ধার ক'র্‌তে আস্‌ছে। বড় বিলম্ব ক'রে ফেলেছি, হয়ত এতক্ষণ সে এসে প'ড়্‌ল—

(একজন সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। খান্‌খানান্! হিমু আ'সছে— [সৈন্যের প্রস্থান।

বাই। এঁ্যা! হিমু এসে প'ড়েছে; সর্ব্বনাশ! সৈন্যগণ! সৈন্যগণ! পাঠান—পাঠান—আক্রমণ কর—

(হিমুর প্রবেশ)

হিমু। আবার কেন আক্রমণ মোগল! এইত আমি এসেছি। আবার কেন হত্যা। এইত আমি ধরা দিয়েছি।

বাই। এ্যা! একি সম্ভব!

হিমু। কেন সম্ভব নয়, মোগল। প্রজা রাজার জন্য প্রাণ দিতে এসেছে, কেন সম্ভব নয়! দাও মোগল, মুক্তি দাও। (জানু পাতিয়া) দরিদ্র প্রজার বিনিময়ে তার রাজাকে মুক্তি দাও।

বাই। মুক্তি! না, দু'জনকেই হত্যা ক'রবার ইচ্ছা ছিল, অসম্ভব ব'লে সব আশা ত্যাগ ক'রেছিলুম, কিন্তু একি সম্ভব!

হিমু। আবার বলি, কেন সম্ভব নয়? রাজার জন্য প্রজা চিরদিনইত প্রাণ দেয়। দাও মোগল! বাদশাকে মুক্তি দাও—বিনিময়ে, আমার প্রাণ নাও, কেবল আমার রাজাকে ছেড়ে দাও।

বাই। একি সম্ভব! আজ মরুভূমি সিক্ত হ'য়ে উঠেছে। দাঁড়াও হিমু। আমি মুক্তি দেব, তোমার সম্মুখেই আজ বাদশাকে ছেড়ে দেব।

হিমু। না, না, আমার সম্মুখে নয়। আমার রাজা, সত্যি একটা রাজার মত রাজা, নিজের গলার শেকল প্রজার গলায় তুলে দিয়ে মুক্তি নেবে না।

বাই। উত্তম—নিয়ে যাও।— [হিমুকে লইয়া প্রস্থান।

কোন্ ন্যায়—পাঠান সম্রাট—

(আদিল শাকে লইয়া এক সৈনিকের প্রবেশ)

পাঠান সম্রাট্! আপনি মুক্ত, রাজ্যে ফিরে যাঁন।

আদিল। আমি মুক্ত! একি মহত্ত্ব!

বাই। কিছু না। যান, বিলম্ব ক'রবেন না, মরুভূমি এখনও সিক্ত হ'য়েছে, আপনার উত্তাপে আবার এখনি তপ্ত হ'য়ে উঠবে। [প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[পাণিপথ—যুদ্ধক্ষেত্র]

(কতকগুলি ভীল সৈন্যের প্রবেশ)

ভীল। মোদের সর্দার মরেছে, মোদের রাজা, বাদশাকে বাঁচাতে ধরা দিয়েছে। আর তবে কার তরে লাগ্‌বরে! চল, চল, আর আমরা ল’ড়বেনা—

সকলে। চল—চল— [সকলের প্রস্থান।

(বাইরামের প্রবেশ)

বাই। সৈন্যগণ! আজ তোমাদের অস্ত্র কামান নয়, তলোয়ার নয়; আজ তোমাদের অস্ত্র "হিমু বন্দী হ’য়েছে—হিমু বন্দী হ’য়েছে" ব’লে চীৎকার কর। ভীলের বুকে তীরের মত, পাঠানের বুকে কামানের মত, তোমাদের চীৎকার বেজে উঠুক। তারপর কামান দাগ, যাও— [প্রস্থান।

(সিকেন্দরের প্রবেশ)

সিক। হ’লনা, সব ব্যর্থ হ’তে চলেছে। আজ একটি প্রাণের অভাবে, সব প্রাণগুলো বুঝি যায়! আজ একজনের অভাবে পাঠানের ভাগ্যচক্র বুঝি ঘুরে যায়!

(আদিলশার প্রবেশ)

আদিল। এই যে, সিকন্দর! ভাই! আমি ফিরে এসেছি, উদার প্রাণ মোগল আমায় মুক্তি দিয়েছে।

সিক। ফিরে এসেছো বাদশা! দেবতা! এও তুমি সম্ভব ক’রেছ! (ক্ষণপরে) বাদশা! মোগল তোমায় মুক্তি দিয়েছে! কিন্তু যদি জানতে আজ কত মূল্য দিয়ে এ মুক্তি তুমি ক্রয় ক’রেছ।

আদিল। মূল্য দিয়ে মুক্তি ক্রয় ক'রেছি, সিকন্দর? বল, বল, কে আমায় মুক্তি দিয়েছে?

সিক। একটা মানুষ। একটা দোকানদার! না, না,—দেবতা! বাদশা! আজ কতখানি দিয়ে তুমি, কতটুকু পেয়েছ! বাদশা! মোগল তোমার মুক্তির বিনময়ে হিমুর দেহ চেয়েছিল; হিমু তোমার জন্য মোগলের হাতে ধরা দিয়েছে, তোমায় উদ্ধার ক'রতে, নিজের প্রাণ উৎসর্গ ক'রেছে। যে প্রাণ পেয়ে তুমি আজ আনন্দ ক'রছ, তেমনি একটা প্রাণ আনন্দে মৃত্যুর মুখে তুলে দিয়েছে; বেহেস্তেও যা সম্ভব নয়, তাই সম্ভব ক'রেছে।

আদিল। এঁ্যা! আমার জন্য হিমু ধরা দিয়েছে! এমনি ক'রে আত্ম-বলিদান দিয়েছে! ওহো—হো! কি ক'রেছি কি ক'রেছি,—দেবত্ব দিয়ে পশুত্ব কিনেছি! সিকন্দর! সিকন্দর! আমার রাজ্যের রক্ষক,—আমার প্রাণের প্রতিষ্ঠাতা, আমার মাথার মুকুট, আমার দেবতা, আজ আমাদের জন্য শত্রুর হাতে ধরা দিয়েছে। সিকন্দর! চমৎকার ঋণ শোধ ক'রেছি! চমৎকার ঋণ শোধ ক'রেছি! না, সিকন্দর না—কিসের রাজ্য, কিসের ঐশ্বর্য্য, কিসের সিংহাসন, কিসের রাজমুকুট?—তারা ত রাজ্য চায়? হাস্তে হাস্তে মোগলের হাতে রাজ্য তুলে দেব, স্বহস্তে তাদের মাথায় মুকুট পরিয়ে দেব। তারা দেবে না সিকন্দর? আমার হিমুকে তারা ফিরিয়ে দেবে না? প্রয়োজন হয়,—স্ত্রীপুত্রকন্যাও আমি তাদের কাছে বিনা মূল্যে বিক্রয় ক'রব। নিজের মস্তক নিজের হাতে কেটে তা'দের পায়ের তলায় রেখে দেব। খোদা! খোদা! তুমিই উদ্ধার কর্ত্তা,—তুমিই উদ্ধার কর্ত্তা। [প্রস্থান।

সিক। যাও বাদশা! যদি পার, কীর্ত্তি থা'কবে,—পৃথিবী জয় করা হবে,—খোদার রাজ্যে তোমার সিংহাসন বস্‌বে। আর সিকন্দর! তুমি! না, তোমার যাওয়া হবেনা, মহাপাপী তুমি, তোমাকে হিমুর

কার্য্য শেষ ক'র্‌তে হবে,—না পার—ম'র্‌তে হবে—তোমার বাঁচা হবে না। [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

[গোয়ালিয়র দুর্গাভ্যন্তর]

(দুর্গপ্রাকারে রমণীগণ বসিয়া গোলা চালাইতেছিল)
আদিল শার স্ত্রী চাঁদ ও মেহেরা নিম্ন হইতে
পরিচালনা করিতেছেন)

মেহেরা। অন্ধকারের সঙ্গে অঙ্গ মিশিয়ে, নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে এখনি শত্রু আবার আক্রমণ ক'রবে। সাবধানে ব'সে থাক সব। যতদূর দৃষ্টি যায়—প্রত্যেক ধূলিকণাটির উপর দৃষ্টি রাখ, বাতাস যে দিকে একটু জোরে ন'ড়ে উঠ্‌বে, সমস্ত কামানের মুখ সেই দিকে জেলে দাও।

চাঁদ। এমন ক'রে ক'দিন যাবে? শত্রু দুর্গ অবরোধ ক'রে যদি কিছুদিন এম্‌নি ভাবে অবস্থান করে?

মেহে। যতদিন শত্রু ক্লান্ত হ'য়ে ফিরে না যায়, ততদিন ঠিক্‌ এম্‌নি ভাবে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে বসে থাক্‌তে হবে। চক্ষে তন্দ্রা যদি আসে, দেহ যদি অবশ হ'য়ে পড়ে, সূচিবিদ্ধ ক'রে তন্দ্রা ছোটাতে হবে, অবসন্নতা ভেঙ্গে দিতে হবে, পারবে না সম্রাজ্ঞি! না, পা'রতেই হবে।

চাঁদ ও সকলে। পা'র্‌বো—পা'রবো।

নেপথ্যে। তোদের রাজা তোদের হিমু, তোদের দেবতা,—
এখনও আশা আছে—দোর খোল,—হিমুকে বাঁচা।

চাঁদ। মেহেরা—মেহেরা! এ কি! শুন্‌ছ?

মেহে। স্থির হও সম্রাজ্ঞি!

নেপথ্যে। বড় কষ্ট ক'রে মোদের রাজাকে এনেছি,—জল্‌দি দ্বার খোল—জল্‌দি তোদের হিমুকে বাঁচা।

চাঁদ। দুর্গদ্বার উন্মুক্ত কর প্রহরি! আমার হিমু এসেছে,—আমার হিমু এসেছে।

মেহে। স্থির হও সম্রাজ্ঞি! স্বর অনুকরণ ক'রে কোন শত্রু, শত্রুতা সাধ্‌তে আসেনি ত? একটু স্থির হও!

নেপথ্যে। তবে আর হ'লনা—আর বাঁচাতে পা'রলুম না। দুর নেমক হারাম—বাকাল-বাকাল—দেবতা মোদের—তোকে কি ক'রে বাঁচাবে রে?

চাঁদ। ওই শোন, ব্যাকুল হ'যে কাঁদ্‌ছে—না, না, তা'কি হ'তে পারে? চুপ্‌ ক'রে থাক্‌তে ব'লনা মেহেরা! দাও, দুর্গের দ্বার খুলে দাও।

মেহে। তবু আমি বিশ্বাস ক'র্‌তে পা'র্‌ছিনা। মনে হ'চ্ছে, না, চঞ্চল হ'য়োনা—

চাঁদ। না, না, আমার হুকুম। কোন্ হায়, দুর্গদ্বার মুক্ত কর—দুর্গদ্বার মুক্ত কর—

মেহে। আর যদি প্রবঞ্চনা হয়?

চাঁদ। তা হ'লে হয়ত শত্রু দুর্গ দখল ক'র্‌বে—পাঠানের অস্তিত্ব লোপ হবে। কিন্তু যদি সত্য হয়,—তা হ'লে হিমু বাঁচবে, পাঠান আবার সব ফিরে পাবে। আর যদি একটু আশ্রয় অভাবে, একটু শুশ্রূষার এ'টিতে হিমুর প্রাণ নষ্ট হয়, তা হ'লে কি হবে মেহেরা!

মেহে। রাজ্যের চেয়ে একজন হিন্দুর অর্দ্ধমৃত প্রাণ বড় হ'ল সম্রাজ্ঞি?

চাঁদ। রাজ্যের চেয়ে বড়—সন্তানের চেয়ে বড়—দেবতার চেয়ে বড়-

মেহে। চমৎকার—সম্রাজ্ঞীর মত সম্রাজ্ঞী! দাও, দুর্গদ্বার খুলে দাও। রাজা প্রজাকে কত ভালবাসে, তা' জগৎকে দেখাও।

(দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল ও একটি আবৃত দেহ স্কন্ধে করিয়া
ভীল-বেশী দু'টি মোগলের প্রবেশ)

চাঁদ। হিমু—হিমু!

(আবৃত দেহ মাটীতে স্থাপন মাত্রেই—আবরণ ফেলিয়া দিয়া
আমিনার উত্থান)

আমিনা। হাঃ হাঃ হাঃ—হিমু ম'রেছে—ম'রে প্রেতিনী হ'য়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ। কই মেহেরা! কই তোমার প্রাণপতি সিকন্দর কই?

(বেগে সিকন্দরের প্রবেশ)

সিক। এই যে, সিকন্দর এসেছে, পিশাচি! শয়তানি! (কেশ-ধারণ) এমনি ক'রে পাঠানের সর্ব্বনাশ ক'রলি!

আমিনা। গেলুম—গেলুম—ছাড়—ছাড়।

সিক। এই যে, ছাড়্‌ছি; বাঁদি—বাঁদি! বেগম হবি? বেগম হবি?— (উপর্য্যুপরি ছুরিকাঘাত)

(নেপথ্যে রাম "মোগল! আক্রমণ কর।"

আমিনা। উঃ গেলুম ম'ম—রাম—ওই আদিল শার বেগম, ধর ধর (মৃত্যু)

(রামের প্রবেশ)

সিক। (দ্রুত যাইয়া রামকে ধৃত করণ) আর এই রাম—আমার চেয়ে বিশ্বাসঘাতক, আমার চেয়েও কুলাঙ্গার। শুধু প্রজা হ'য়ে রাজার সর্ব্বনাশ করেনি ভাই হ'য়ে ভাইয়ের সর্ব্বনাশ ক'রেছে। (উপর্য্যুপরি আঘাত) হিন্দুজাতির উপর কলঙ্ক ঢেলে দিয়েছে!

রাম। গেলুম—গেলুম—মোগল—মোগল (মৃত্যু)

সিক। না, আর হ'ল না—দুর্গদ্বার খুলে দিয়ে সর্ব্বনাশ ক'রলে! দুর্গবাসিনীগণ! কি ক'রব, রাক্ষসদের হস্ত হ'তে কি ক'রে আজ তোমাদের মান মর্য্যাদা বাচাব?

(পিস্তল হস্তে দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল। কেন রে সিকন্দর! ম'রতে পারবিনি? ম'রতে পারবিনি?

মেহে। ঠিক ব'লেছ ঠাকুরদা! ভয় কি স্বামী! এই নাও, আমাদের বাঁচাও। (বক্ষ পাতিয়া দাঁড়াইল)

সিক। উপায় নেই—উপায় নেই—(নেপথ্যে—"আল্লাহো আকবর") ওই তাদের জয়ধ্বনি—এখনি তারা তোমাদের মান মর্যাদা নষ্ট ক'রবে। না, না, তা হবে না; দাঁড়াও মেহেরা! বুক পেতে দিয়ে দাঁড়াও। দাঁড়াও সম্রাজ্ঞি! তুমিও বুক পেতে দিয়ে দাঁড়াও। হিন্দুর আশ্রয়ে বড় হ'য়েছ, হিন্দুর শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়েছ, হিন্দুর দীক্ষায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রেছ; আজ হিন্দুর মত হাসি মুখে ম'রতে, বুক পেতে দিয়ে দাঁড়াও। হিন্দুর জহর ব্রতকে আজ বুকের রক্তে উজ্জ্বল ক'রে তোল।

চাঁদ ও মেহেরা। এই দাঁড়িয়েছি - হাসিমুখে বুক পেতে দিয়েছি।

সিক। এই আমিও আমার কার্য্য সম্পন্ন ক'রেছি।

(উভয়কে হত্যাকরণ)

বাদশা! বাদশা! যেখানে আছ, সেইখান হ'তে শোন—তোমার মান মর্য্যাদা আমি রক্ষা ক'রেছি—তোমার গৌরব আমি বুকে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি, জীবনে কখনও মিত্রতা করিনি; আজ একটি মুহূর্ত্তের জন্য তোমার মিত্রতা ক'রেছি। এস ঠাকুরদাদা! এইবার আমরা মরি এস।

দয়াল। চল সিকন্দর! শুধু ম'লে চ'লবে না। ম'রবার আগে যে, আমরা বেঁচে ছিলুম, তা মোগলকে দেখিয়ে দিতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(বাইরাম ও মোগলসৈন্যের প্রবেশ ও দুর্গ অধিকার)

(পট পরিবর্ত্তন)

পথ।

(জনৈক উদাসীনের প্রবেশ ও গীত)

ভেঙ্গে দে ভেঙ্গে দে ভেঙ্গে দে রে সব চূর্ণ ক'রে দে পুরাণ ঘর।
কালের আজ্ঞা মাথা পেতে নে রে, নাহিক তাহার আপন পর॥
হউক যতনে রচিত রতনে, হউক পূরিত ধন ও ধান্যে,
নিষেবিত হ'ক কবির নিক্বণে অথবা শান্তি সুশাসনে,
তথাপি ভেঙ্গে দে চূর্ণ ক'রে দে—প্রয়োজন কিছু নূতনতর॥
হ'ক না সে কেন অতীব ভীষণ, ব্যাধি অনশন করুক পীড়ন,
ভস্মের ঘূর্ণী ঢাকিয়া গগন, রুদ্ধ ক'রে দিক্ সৃষ্টির নয়ন,
তথাপি ভেঙ্গে দে রক্তে ডুবায়ে দে, পুরাণ রবেনা ধরণীপর!!

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

গোয়ালিয়র কক্ষ।

আকবর ও বাইরাম।

আকবর। খান্‌খানান! ভারি জেতা গেছে কিন্তু!

বাইরাম। আকবর! এইবার হিমু; তাকে এখনি হত্যা ক'রবো না। আমি তার জন্য বড় সুন্দর এক বাসস্থান নির্ম্মাণ ক'রেছি; সে ঘরের অন্ধকার দেখে তুমি আতঙ্কে কেঁপে উঠবে!

আকবর। চমৎকার ক'রেছেন খান্‌খানান! তার মত নরাধমের জন্য, আমি হ'লে, ভেবে একটা নূতন বাসস্থান তয়ের ক'রতুম।

বাইরাম। নরাধম নয়? কেবল তার জন্যইত মোগলের এই দুর্গতি,—কেবল সেই কাফেরটার জন্যই ত মোগল বিপর্য্যস্ত।

আকবর। সেই কাফেরটা না থা'ক্‌লে ত তুমি একদিনে মোগলের সিংহাসন উদ্ধার ক'রতে, পাজী সেই হিমু—কেন, তারই বা এত মাথা ব্যথা কেন?

বাইরাম। আমি শাস্তি দেব, আকবর! দেখবে? তার জন্ত কেমন স্থান ঠিক ক'রেছি। ওই দেখ—

। পট পরিবর্ত্তন।

(এক ভীষণ অন্ধকূপ -আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ গৃহ বিদ্যমান।)

আকবর। এ কি হয়েছে খান্‌খানান! সে যেমন লোক, ঠিক তেমনটি ত হয়নি। এর চেয়েও বেশ রীতিমত একটা গম্ভীর রকমের করা উচিত ছিল। তুমি পারনি খান্‌খানান। কিন্তু আমি তা ক'রে রেখেছি। যা দেখ্‌লে পৃথিবীর লোক ত ছার—তুমি পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যাবে।

বাইরাম। তাই নাকি! দেখি দেখি, হাজার হোক তোমার নূতন বুদ্ধি ত।

আকবর। খানখানান! ওই দেখ, যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য আসন, ওই দেখ—

(পুনঃ পট পরিবর্ত্তন)

(এক রমণীয় কক্ষ, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় হিমু শায়িত)

বাইরাম। একি ক'রেছ আকবর!

আকবর। অতিথি-সৎকার, খানখানান। বীরত্বের পূজা, খান্‌খানান। যে পাপ তুমি ক'রেছ, তার একটু প্রতীকার।

বাইরাম। কি ব'লছ আকবর।

আকবর। কি ব'ল্‌ছি! লজ্জা করেনা খান্‌খানান! লজ্জা করে না? যে, এই একটি মাত্র কাফেরের শক্তির দ্বারে মোগলের বিশালবাহিনী বার বার পরাজিত হ'য়েছে--আর সেই মোগলের নেতা ছিল, তোমার মত একজন বীর,—তোমার মত একজন কূটকৌশলী,—তোমার মত একজন কপট অত্যাচারী। ভক্তিতে তোমার মাথা এই কাফেরের পায়ের তলায় নুয়ে প'ড়তে চাইছে না খান্‌খানান—যে, এই দেবতার দেবত্বের উপর নির্ভর ক'রে তুমি আজ এতদূর অগ্রসর হয়েছ! কিন্তু তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হ'বে না। তোমার দর্পকে তুমি এমন করে মুকুট দিয়ে সাজাতে পা'রবে না।

বাইরাম। উত্তম—অপেক্ষা কর—

[প্রস্থান।

আকবর শয্যার পার্শ্বে যাইয়া হিমুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন)

হিমু। কে এ বালক! প্রাতঃসূর্য্যের মত উজ্জ্বল,—পূর্ণচন্দ্রের মত স্নিগ্ধ! নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে শত্রুর মুখপানে আপন ভুলে তাকিয়ে আছে! যেন একটি অতীত দিনের সম্বর্দ্ধনা ক'রতে গিয়ে, নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে! বাদশা! তুমি আমার সেবা ক'রছ! শত্রু তুমি, এমন ক'রে যত্ন ক'রছ! কিন্তু আমি কি দিয়ে ঋণ শোধ ক'রবো বাদশা! আজ ত আমার আর কিছুই নেই--

আকবর। আপনি সুস্থ হয়েছেন রাজা! মোগলও আজ তাঁর হৃত সর্ব্বস্ব ফিরে পেয়েছে। মোগল সম্রাট আকবর শা আজ তার অর্দ্ধেক রাজত্ব নিয়ে আপনার বন্ধুত্বের জন্য পদতলে দাঁড়িয়ে আছে।

হিমু। অর্দ্ধেক রাজত্ব দেবে! এত উচ্চে তুমি বাদশা! না না,—আমি যে পাঠানের জন্য প্রাণ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছি,—আমি যে রাজার জন্য প্রাণ উৎসর্গ ক'রেছি। না, আমার মৃত্যু দিয়ে আমার জীবনের পণ রক্ষা কর। আমায় প্রলোভন দেখিও না বাদশা!

বাদশা! একটা প্রাণের কথা তোমায় বল্‌ব। আমার শেষ অনুরোধ বাদশা! হিন্দুকে যত্ন ক'রো,-হিন্দুকে আপনার ক'রো—হিন্দুকে বিশ্বাস ক'রো, হিন্দুর মত রাজার সেবা ক'র্‌তে আর কেউ পা'র্‌বে না—বাদশা! হিন্দুকে দেখ'—বাস্ আমি নিশ্চিন্ত। (শয়ন) বাদশা! একটু নিদ্রা যাই,—তারপর আমায় বধ কর।

(নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে বাইরামের পুনঃ প্রবেশ)

বাইরাম। আকবর! শোন! (আকবর ছুটিয়া বাইরামের কাছে আসিল) এই তরবারি নাও। এই শুভ মুহূর্ত্তে এই কাফেরের মস্তক স্কন্ধচ্যুত ক'রে গাজী হও।

আকবর। খান্‌খানান! আমি সন্ধি ক'র্‌ব।

বাইরাম। আকবর! তরবারি নাও—গাজী হও।

আকবর। উত্তম! এই আমি তরবারি দিয়ে বীরের ললাট স্পর্শ ক'রে, হিন্দুর পদতলে আত্মসমর্পণ ক'র্‌লুম। এই আমি গাজী হলুম।

(তরবারি দ্বারা হিমুর ললাট স্পর্শ করিয়া তাহার পদতলে রাখিল)

বাইরাম। শুনলে না? খোদার আজ্ঞা তুচ্ছ ক'র্‌লে—নির্ব্বোধ বালক! বাইরাম কিন্তু পার্‌বে না।

(তরবারি লইয়া দ্রুত হিমুর স্কন্ধে আঘাত করিল ও ছিন্নমুণ্ড মাটীতে পড়িয়া গেল)

আকবর। খান্‌খানান! খানখানান!! (ক্রোধস্বরে) কি ক'র্‌লে! অসহায় বালক পেয়ে তুমি যথেচ্ছাচার ক'র্‌লে। জীবন্ত একটা প্রতিভা নষ্ট ক'রে দিলে। আমায় ক্ষুদ্র ভেবে তুমি অত্যাচার ক'র্‌লে। কি কর্‌ব—কি কর্‌ব? কি ক'রে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব? গেলে বীর, গেলে হিন্দু! গেলে রাজভক্ত! মোগলের অত্যাচারে ভস্ম হ'য়ে গেলে! যাও বীর! আত্মা তোমার দেবতার মত আপ্লুত

থেকে জগৎকে রাজভক্তি শেখাবে—তোমার নাম স্মরণ ক'রে প্রজা রাজার জন্য প্রাণ দেবে—চির-বিজয়ী বীর! কার্য্য—অসম্পূর্ণ রেখে গেলে, তারা তোমার কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌বে।

(আদিল শার প্রবেশ)

আদিল। কই—কোথায় হিমু? কে তাকে বন্দী ক'রে রেখেছে?

বাইরাম। সাবধান উন্মাদ! আর এক পদ অগ্রসর হয়োনা!

(তরবারি দ্বারা বাধা প্রদান)

আদিল। ওই যে ওই যে হিমু! অস্তগামী সূর্য্যের মত রক্তের ঢেউয়ে ডুবে যাচ্ছে। (ছুটিয়া আসিয়া) হিমু—হিমু—বন্ধু—দেবতা! পাঠান সাম্রাজ্য থাক্, তুমি এস! ওহো-হো—আকবর শা, বাদশা! একটু দয়া হ'ল না! তুমি হিমুর বিনিময়ে, আমার ছিন্ন শির চাইলে না কেন! আমার সিংহাসন, আমার রাজ্য, আমার স্ত্রী পুত্র চাইলে না কেন! আমি হাস্‌তে হাস্‌তে সেগুলো তোমার হাতে তুলে দিয়ে, হিমুর হাত ধ'রে অরণ্যে গিয়ে বাস ক'রতুম। অনশনে আনন্দে জীবন ধারণ ক'র্‌তুম,—দুনিয়ার পতি ঘরে ঘরে তোমার কল্যাণ গান ক'রে বেড়াতুম। (আছড়াইয়া পড়িলেন)

বাইরাম। কোন্ হ্যায় (প্রহরীর প্রবেশ) বন্দী কর।

আকবর। সাবধান বাইরাম খাঁ! আমি মুক্তি দেব!

বাইরাম। কিছুতেই নয় আকবর।

আকবর। (বংশীতে ফুৎকার দিলেন ও জনকতক প্রহরীর প্রবেশ) আর নয় বাইরাম খাঁ—একপদ অগ্রসর হ'লে তোমাকে বন্দী ক'রে সেই তোমারই নির্ম্মিত অন্ধকূপে নিক্ষেপ ক'রব, সাবধান। (বাইরাম অপমানিত হইয়া নিস্তব্ধ হইল) কিন্তু কি হ'ল! কি ক'র্‌লে! কি ক'রে এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত ক'রব! হত্যায় ত হত্যার প্রায়শ্চিত্ত

হবে না। তোমাকে হত্যা ক'রলেও এই হিন্দু বাঁচবে না। কোথায় যাব! কোথায় কি পাব! "হিন্দুবীর"! কেমন ক'রে তোমার ক্ষমাহ হব। দেবতা। স্বর্গে চ'লে গেছ, স্বর্গ থেকে শোন। হিন্দুকে আমি আগে কোল দেব—তোমারই স্মৃতি-রক্ষার্থে হিন্দুকে রাজ্যের শীর্ষে স্থান দেব—ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় হিন্দুর নাম আমি স্বর্ণ অক্ষরে লিখে রেখে দেব।



শিল্প-বিজ্ঞান

অপূর্ব্ব কার্য্যকর' পুস্তক। সামান্ত ১০৷২০ টাকায় পরের চাকুরী করা অপেক্ষা এমন স্বাধীন-জীবিকা থাকিতে আর অর্থের জন্ত এত ভাবেন কেন; কার্য্যকরী উপদেশসহ এই পুস্তকখানির প্রত্যেকটী পৃষ্ঠা নিরন্ন বাঙ্গালীর ঘরে অন্ন যোগাইবার জন্ত, বেকার লোকের কাজকর্ম্ম জুটাইবার জন্ত, আমাদিগের আশে পাশে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, কোথায় কি ধনরত্ন আছে তাহার সন্ধান বলিয়া দিবার জন্ত; বিনা মূলধনে বা অল্প ও সামান্তমাত্র মূলধন বা পুঁজিতে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিবার জন্ত, এক কথায় জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া সংসারযাত্রা সহজে নির্ব্বাহ করিবার জন্ত "শিল্প-বিজ্ঞান" বহু পরিশ্রমে ও আয়াসে লিখিত হইয়াছে, এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম-এ মহাশয়ের আষাঢ় সংখ্যা ভারতবর্ষে লিখিত প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য পুস্তক সকলের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বহুমূল্য বিলাত এণ্টিক কাগজে ছাপা, ডবলক্রাউন ১৬ পেজি সাইজ, মূল্য ১৲ মাত্র

মাতৃদেবী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

নূতন ধরণের নূতন সুখপাঠ্য বই মূল্য ১৷০ দেড় টাকা

কুমার ভীমসিংহ

২য় সংস্করণ। ৫ খানি হাফটোন চিত্র সহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ভীমসিংহের পিতৃভক্তি, রাজ্যত্যাগ ও মহারাজ রাজসিংহের ন্যায় পরায়ণতা অতি অপূর্ব্ব। রঙ্গিন কালিতে বহুমূল্য এণ্টিক কাগজে ছাপা ও উৎকৃষ্ট বাঁধা মূল্য বার আনা।

পার্ব্বতী

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেন সম্পাদিত

অপূর্ব্ব রহস্যময় নূতন উপন্যাস

বঙ্গ লেখকের সাহিত্য-সাধনার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মূল্য ১৷৹ টাকা

জ্যোৎস্না

(বিধবা-শোক-গীতি) মূল্য দুই আনা।

কমলার দান

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ হোড় প্রণীত

নূতন ধরণের সুখপাঠ্য উপন্যাস মূল্য ১৷৹ পাঁচসিকা।

ব্রহ্ম-নন্দিনী

সতী জগন্মোহিনী দেবী

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহধর্ম্মিণীর জীবনী। এই জীবনী এত অধিক ঘটনা-বহুল ও শিক্ষাপ্রদ যে ইহার আলোচনা ও অধ্যয়নে যথার্থই আত্মার পরম কল্যাণ সাধন হয়। এই পবিত্র জীবনীর উল্লিখিত বিবরণ সমুদয় অধিকাংশই কোচবেহারের মহারাজমাতা শ্রীশ্রীমতী সুনীতি দেবী সি, আই, ই এবং ময়ূর-ভঞ্জের মহারাণী শ্রীশ্রীমতী সুচারু দেবীর অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনী প্রসূত। এরূপ অপূর্ব্ব শিক্ষনীয় জীবনী নারী জীবনের অলঙ্কার স্বরূপ। এ পুস্তক প্রত্যেক পাঠাগারে—প্রত্যেক স্কুলে ও প্রত্যেক গৃহে রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে ইংলণ্ডস্থ রাজ-পরিবারের ও প্রধান ব্যক্তিবর্গের লিখিত পত্রের প্রতিলিপি (যাহা কমলকুটীরে প্রকাশ্যস্থানে রক্ষিত আছে) প্রদত্ত হইয়াছে। বিপুল অর্থব্যয়ে বহুমূল্যকাগজে, বহুচিত্রে শোভিত হইয়া বিলাতী উৎকৃষ্ট বাঁধাই সহ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইল। প্রকাণ্ড গ্রন্থ কিন্তু মূল্য তদনুসারে সামান্য ২৲ টাকা মাত্র।

স্বদেশ-কুসুম

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাইজের জন্য নূতন ধরণের অপূর্ব্ব ছেলেভুলান ছড়ার বই। মূল্য ।৹ আনা।

২। কর্ম্মভোগ

কর্ম্মভোগ উপন্যাসের বিচারভার আমরা সহৃদয় পাঠকবর্গের উপর সমর্পণ করিলাম। তাঁহারাই শক্তিশালী লেখকের এই উপন্যাসখানির ভালমন্দ বিচার করুন। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

৩। মানরক্ষা

এই সুন্দর. হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস স্বর্ণলতা প্রকাশের পর বহুকাল বাহির হয় নাই মূল্য ২৲ দুই টাকা।

৪। ভবঘুরে

নূতন বই মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

সেখ-আন্দু জন্ম অপরাধী প্রভৃতি প্রণেত্রী

শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

দুইখানি বই

অভিনেত্রীর একরাত্রি

লেখিকার এ পুস্তকের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। যেমন ছাপা তেমনি উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতী বাধাই মূল্য ১৸০ সাতসিকা।

মনীষা

এমন সুখপাঠ্য বই বহুদিন বাহির হয় নাই। ছাপা, কাগজ প্রথম শ্রেণীর বিলাতী বাঁধাই মূল্য ২৲ দুই টাকা।

শ্রীমতী বনলতা দেবী প্রণীত

লক্ষ্মীশ্রী

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থ কলেবর বহু বাড়িয়াছে।

এই পুস্তকখানি প্রত্যেক কুল-মহিলার পক্ষে কিরূপ অত্যাবশ্যকীয় তাহা সামান্য বিজ্ঞাপনের দ্বারা বুঝানো অসম্ভব। সামান্য অন্ন রন্ধন হইতে পোলাও, কালিয়া, মাংস, পিষ্টক, সন্দেশ মিঠাই প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী আধুনিক ধরণে বর্ত্তমান সময়োপযোগী করিয়া লিখিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যত প্রকার দেশী ও বিলাতী রন্ধন প্রচলিত হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই ইহাতে সহজ ভাষায় বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলির নাম, নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই পাঠক কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

স্বদেশী পাক, সহজ অন্ন রন্ধন-প্রণালী, ঘৃত অন্ন, হলুদে ভাত, মিষ্টান্ন, খিচুড়ী প্রস্তুতকরণ, ভুনি খিচুড়ী, ভাজা ভাত, শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট, কড়াইসুটীর ঘণ্ট, শুক্তা, মুগের ডাউল প্রস্তুত প্রণালী, পি চাপা ওলের ডালনা, ইচড় বা কাঁটালের ডালনা, কাঁটালের চপ ও কাটলেট, নিমঝোল, মূলার শুক্তা, কাঁচা পেঁপের ডালনা, বাঁশের কোঁড়ার ডালনা, বাঁধাকপির ডালনা, ছানার ডালনা, ফুলকপির ডালনা, করোলার দোলমা, পটলের দোলমা, কড়াইসুটীর ডালনা, বাঁধাকপি ও দুধের পায়স, ও রাবড়ি, ওল ভাজা, নিরামিষ অম্ল, খেজুর রসের অম্ল, নলেন গুড় ও বাতাসার পায়েস, মৎস্য ও মাংস রন্ধন-প্রণালী, মাছের বড়া, মুড়ির ঘণ্ট, মাছের ঘণ্ট, বাঁধাকপির সহিত কৈ মাছের তরকারি, রুই মাছের প্রলেহ, মাছের ঝোল ও মাছের

ভর্ত্তা, ওলকপির সহিত মোচাচিংড়ির প্রলেহ, বাঁধাকপির সহিত কৈ মাছের ব্যঞ্জন, নানা প্রকারের মাছ পোড়া ও ভাজে, মাছ সিদ্ধ, কুমড়ার নানাবিধ পায়স, কাঁচা (অপক্ক) কলার রুটি, মানের রুটি ও পায়স, চিংড়িমাছের কাটলেট, চিংড়িমাছ পোড়া, ইলিশমাছ ভাতে ও সিদ্ধ, মাছের কোপ্তা, মাছের দম, মাছের পোলাও, চিতলমাছের কোপ্তা, মাছের পুরী, মাছের ঝুরিভাজা, গলদাচিংড়ির রসবড়া, চিংড়িমাছের সহিত বুটের ডাল, তেল ঝোল, ছেঁচড়া, ডিমের প্রলেহ, ডিমের মলিদা, ডিমের মোহনভোগ, ডিম্বামৃত, ডিমের কালিয়া, ডিমের কাটলেট, ডিমের বড়া, ডিমের পুরী ও ডিমের মধুরাম্ল, মাংস প্রকরণ, পাঁটার কারি বা ঝোল, মাংসের পুরী, মাংসের মিষ্টপিটে ও মাংসের লুচি, মাংসের কালিয়া, মাংসের ভর্ত্তা, মাংসের কোপ্তা ও মাংসের অম্ল, মাংসের কাটলেট, মাংসের রোষ্ট মাংসের গেরেবী, দধি পলান্ন, আনারসের চাটনি, আলুর চাটনি, পুদিনা শাকের চাটনি, আলুবখরার চাটনি, পায়স, ফুলকো লুচি, খাস্তার লুচি ও কচুরি, বড় কচুরি ও সিঙ্গেড়া প্রস্তুতপ্রণালী, পাঁপর ভাজিবার প্রণালী ও খাসবড়া প্রস্তুত, নিমকি, পাটনাই নিমকি, গজা ও বালুসাই প্রস্তুতপ্রণালী বঁদে ও মিঠাই প্রস্তুত, মিহিদানা, জিলাপী, অমৃতি, ছানাবড়া, ছানার মালপোয়া, গোলাপজাম প্রস্তুতপ্রণালী ও পানতুয়া করণ, ছানার মালপোয়া ও রসমাধুরী প্রস্তুতপ্রণালী, নিখুঁতি করণ, খাজা প্রস্তুতপ্রণালী, মুগের বরফি, তিল পাটেশ্বরি, গোলাপী চন্দ্রপুলী, মাড়োয়ারি হালুয়া, খৈয়ের চাপা, কমলালেবুর বরফি, ক্ষীরের গুজিয়া, ক্ষীরের বরফি, গোলাপী চমচম, মুগের ডালের পর্পট, মাসকলাই ডালের পর্পট, ক্ষীরের আপেল, ক্ষীরের লুচি, চন্দ্রমাছ, চন্দ্রানন, খৈচুর, সরপুরিয়া, রসবড়া, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, লেডিক্যানি, চমচম প্রস্তুতপ্রণালী, ক্ষীরের মনোরঞ্জন, ক্ষীরের ছাঁচ, তাল ক্ষীর, কালানন্দ,

বরফি, গোলাপী রসগোল্লা, পাকা আমের বঁদে, ও কুমড়ার মেঠাই, সীতাভোগ, ছানার মুড়কি ও ছানার পায়স, ছানার মালপোয়া, কিস্‌মিসের মোহনভোগ, চেউটি নারিকেলের খাজা ও খাবড়া, খাসা মোণ্ডা, দেদো মোণ্ডা ও কস্তুরো সন্দেশ, নূতন গুড়ের সন্দেশ, তালশাঁস সন্দেশ, আম সন্দেশ, সর চূর্ণ, ক্ষীরের পানতুয়া, খিওর, পেস্তার বরফি, খেজুর রসের পায়স ও বঁদের পায়স, মানকচুর রুটি ও পায়স, চিঁড়ার পিঠা, ভাজা মুগের পিঠা ও গোকুল পিঠা ও কলার পিঠা, গোলাপভোগ পিঠা, পারিশিষ্ট মোরব্বা, সুপারির মোরব্বা, সাগু এরারোট ও বার্লি মণ্ড, খৈ ও যবের মণ্ড ও সুজির রুটী, মাংসের জুস, ওলের আচার ও বেগুনের আচার, তেঁতুল, কুল, লঙ্কা, আমড়া, সজিনা, লেবু প্রভৃতির আচার, আনারস আচার ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাক-প্রণালী বহু আছে—
তবে "লক্ষ্মীশ্রী" কিনিবেন কেন!

কারণ—

—ইহাতে ত সর্ব্বপ্রকার রন্ধন শিক্ষা আছেই, তদ্ব্যতীত ইহাতে কোন মাসে কি কি আনাজ তরকারী রোপণ করিতে হয়, সর্ব্বপ্রকার ফল ও চারা রোপণ প্রণালী, সার দেওয়া, পরিচর্য্যা প্রভৃতি চাষের বিস্তারিত বিবরণ, রোগ চর্চ্চা, রোগীর পথ্য তৈয়ারী, গৃহকার্য্য, গৃহ শৃঙ্খলা, পত্র লিখন-প্রণালী, ধোপার হিসাব, জমা

সাধারণের প্রতি

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সকল অন্যান্য দোকানে না পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের নিকট পত্র লিখিলে বাধিত ও অনুগৃহীত হইব। পুস্তক প্রকাশিত না হইলে আমরা কখনও প্রকাশ্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেই না। ইতি

বিনীত

রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়

৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।